উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২০ আশ্বিন ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 7 October 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 141

ট্রাম্পের পাশে এক্স কর্তা এলন মাস্ক

▸▸ পাঁচের পাতায়

বোলারদের দাপটে পাক জয় ভারতের

▸▸ এগারোর পাতায়

ষষ্ঠী থেকে ধর্নায়

মেয়ের স্মৃতিতে বাড়ির সামনে ধর্না মঞ্চ করে ষষ্ঠী থেকে অবস্থানে বসছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। সঙ্গে থাকবেন পরিবারের লোকজন। সহমর্মীদেরও ধর্না মঞ্চে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

গণপিটুনির দাওয়াই

রাজ্যে লাগাতার খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় খুনি ও ধর্ষককে বাঁশ ও লাঠি দিয়ে উচিত শিক্ষা দেওয়ার দাওয়াই দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে গণপিটুনিকে তিনি সমর্থন করেন না বলেই সাফাই দিয়েছেন।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

বিগ বাজেটের টক্কর

শিলিগুড়ি
ক্লাব : সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপুজো
বাজেট : ৪০ লক্ষ
থিম : যক্ষপুরী। ইন্দোনেশিয়ার একটি মন্দিরকে ভাবনায় রেখে মণ্ডপ
মণ্ডপশিল্পী : গৌরাঙ্গ কুইল্যা

বাগডোগরা
ক্লাব : লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন
বাজেট : ৩৫ লক্ষ
থিম : জীবনই এক সংগ্রাম
মণ্ডপশিল্পী : রবিকান্ত, শিলিগুড়ি

কোচবিহার
ক্লাব : সুভাষপল্লি ইউনিট
বাজেট : ৮০ লক্ষ
থিম : চাই না হতে উমা
মণ্ডপশিল্পী : বাপন ঘোষ, শিলিগুড়ি

দিনহাটা
ক্লাব : শহিদ কর্নার
বাজেট : ৪৫ লক্ষ
থিম : নারীদের চুলের বেণি বাঁধার কায়দাকে পাটের কাজের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে
মণ্ডপশিল্পী : জয়ন্ত সাহা, দিনহাটা

ক্লাব : বলরামপুর রোড কালীবাড়ি
বাজেট : ৪৫ লক্ষ
থিম : বর্তমান সমাজে নারীদের অবহেলার করুণ ছবি
মণ্ডপশিল্পী : রঘুনাথ জানা, কলকাতা

তুফানগঞ্জ
ক্লাব : জয়হিন্দ ক্লাব
বাজেট : ৩০ লক্ষ
থিম : গ্র্যান্ড লিসবোয়ার আদলে সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত চলচ্চিত্র
মণ্ডপশিল্পী : গৌতম সিংহ, নবদ্বীপ

হলদিবাড়ি
ক্লাব : উত্তরপাড়া সর্বজনীন
বাজেট : পুলক পাল, ১২ লক্ষ
থিম : জয়পুরের বিষ্ণু মন্দিরের আদলে মণ্ডপ
মণ্ডপশিল্পী : পুলক পাল, মেখলিগঞ্জ

মাথাভাঙ্গা
ক্লাব : দক্ষিণপাড়া সর্বজনীন
বাজেট : ৪০ লক্ষ
থিম : দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির
মণ্ডপশিল্পী : দীপক রায়, ময়নাগুড়ি

মেখলিগঞ্জ
ক্লাবের নাম : পশ্চিমপাড়া সর্বজনীন
বাজেট : ৭ লক্ষ
থিম : ফিরিয়ে দাও এ অরণ্য, লহ এ নগর
মণ্ডপশিল্পী : অঙ্কুর দাস, ময়নাগুড়ি

আলিপুরদুয়ার
ক্লাব : যুবসংঘ কালীবাড়ি
বাজেট : প্রায় ৫০ লক্ষ
থিম : বৃন্দাবন প্রেম মন্দির
মণ্ডপশিল্পী : জয়ন্ত সাহা, দিনহাটা

ফালাকাটা
ক্লাব : দেশবন্ধুপাড়া সর্বজনীন
বাজেট : ৫৫ লক্ষ
থিম : আমেরিকার স্বামীনারায়ণ মন্দিরের আদলে তৈরি মণ্ডপ
মণ্ডপশিল্পী : তাপস হাজরা, আসানসোল

জলপাইগুড়ি
ক্লাব : দিশারি ক্লাব
বাজেট : ৩৫ লক্ষ
থিম : আদি শক্তি
মণ্ডপশিল্পী : বাবাই পাল, আলিপুরদুয়ার

ধূপগুড়ি
ক্লাব : নবজীবন সংঘ
বাজেট : ২৫ লক্ষ
থিম : কোমল গান্ধার
মণ্ডপশিল্পী : অর্পণ তরফদার

ময়নাগুড়ি
ক্লাব : ময়নাগুড়ি আনন্দনগর ইয়ুথ ক্লাব
বাজেট : ৩৫ লক্ষ
থিম : লৌকিকতা
মণ্ডপশিল্পী : বালুরঘাটের শিল্পী

মালবাজার
ক্লাব : অ্যাবলুম ট্যালেন্টেড অর্গানাইজেশন
বাজেট : সাড়ে ৪ লক্ষ
থিম : পাখিরালয়
মণ্ডপশিল্পী : বিক্রম দাস, মালবাজার

সোজাসুজি

রাজ্য কংগ্রেসে কত স্বাধীনতা দেবেন রাহুল

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

রাজ্য কংগ্রেসে অধীর চৌধুরীর জমানা শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে নতুন রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের জমানা। অধীর জমানাটি কংগ্রেসের পক্ষে মোটেই গর্ব করার মতো কিছু ছিল না--- এটি বোধকরি স্বয়ং অধীরও স্বীকার করবেন। বিশেষ করে লোকসভা ভোটে খাসতালুক বহরমপুরে ইরফান পাঠানের মতো কমজোরি প্রার্থীর কাছে হেরে অধীর রাজ্য রাজনীতিতে গুরুত্ব অনেকটাই হারিয়েছেন। সত্যি বলতে, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির প্রয়াণের পর রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি পদে ধারে এবং ভারে এমন কোনও নেতা ছিলেন না, যিনি দলটিকে টেনে নিয়ে যাবেন। ফলত, রাজ্যে কংগ্রেস সেভাবে দৃশ্যমান হতে পারছিল না।

অধীরের বিদায় এবং শুভঙ্করের আগমনের পর কংগ্রেস মহলে একটি আলোচনা জোর চলছে। তা হল, রাজ্য কংগ্রেস এবার কোন পথে চলবে। সে কি অধীর জমানার মতো বামেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কট্টর তৃণমূল বিরোধিতার পথেই চলবে? নাকি শুভঙ্করের নেতৃত্বে নতুন পথে হাঁটা শুরু করবে?

অধীর সভাপতি থাকাকালীন রাজ্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির প্রতি খুব যত্নশীল ছিলেন একথা কেউ বলবে না। অধীরের অধিকাংশ সময়ই কাটত নয়াদিল্লিতে সংসদীয় কাজে এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় নিজের রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখতে। অধীর কোনওকালেই তাঁর পূর্বসূরি বরকত গনি খান চৌধুরী অথবা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মতো সর্বজনস্বীকৃত কংগ্রেস নেতা হতে পারেননি। বরাবরই বহরমপুরের অধীর চৌধুরীতেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন।

অধীরের বিরুদ্ধে রাজ্য কংগ্রেসের বড় অংশের বিস্তর অভিযোগ ছিল। প্রথম অভিযোগ, অধীর সংগঠনের প্রতি কখনোই মনোযোগ দেননি। রাজ্যে সার্বিকভাবে সংগঠন জোরদার করার পরিবর্তে মুর্শিদাবাদে নিজস্ব সংগঠনের প্রতি বেশি মনযোগী ছিলেন। সর্বোপরি কংগ্রেসের যা পুরোনো রোগ, অর্থাৎ নিজের গোষ্ঠীর বাইরে না তাকানো সেই রোগে অধীরও আক্রান্ত ছিলেন। এতটাই বেশি আক্রান্ত ছিলেন যে, যাঁর সুপারিশে তিনি প্রদেশ সভাপতির পদটি লাভ করেছিলেন, সেই আবদুল মান্নানকে দলে গুরুত্বহীন বানাতে দ্বিধা করেননি। দ্বিতীয়ত, অনেক কংগ্রেস নেতাই মনে করেন, সিপিএমের সঙ্গে জোট বাঁধার যে সিদ্ধান্ত অধীর দলকে নিতে বাধ্য করিয়েছিলেন, তাতে কংগ্রেসের ক্ষতিই হয়েছিল।

কট্টর কংগ্রেস সমর্থকরা সিপিএমের সঙ্গে জোট কোনওদিনই মেনে নিতে পারেননি। ফলে কংগ্রেসের নিজস্ব ভোটব্যাংকের বড় অংশ তৃণমূলে চলে গিয়েছে। যতবার সিপিএমের সঙ্গে জোট বেঁধেছে, ততবারই এই কারণে কংগ্রেসকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। অধীর অতীত থেকে শিক্ষা নেননি। তৃতীয়ত, কংগ্রেসের অনেক নেতা মনে করেন, অধীরের চড়ামাত্রায় তৃণমূল বিরোধিতা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে বিজেপির সহায়ক বলে ধারণা সৃষ্টি করেছে। এটিও কংগ্রেসের পক্ষে ক্ষতির কারণ। রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোট কংগ্রেসকে ত্যাগ করেছে। তার সবথেকে বড় উদাহরণ অধীরের কেন্দ্র বহরমপুর।

কংগ্রেস মহলের খবর, দিল্লির হাইকমান্ড অধীরের ভূমিকায় বিশেষ খুশি ছিলেন না। তাঁরাও মনে করছিলেন, জাতীয় রাজনীতিতে ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে চড়া তৃণমূল বিরোধিতা উচিত কাজ হচ্ছে না। ইন্ডিয়ার কিছু শরিকও এই বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বকে রাশ টনতে বলেছিলেন। অধীরকে এই বিষয়ে সতর্কও করেছিলেন খাড়গে। কংগ্রেসের এক প্রাক্তন সাংসদ বলছিলেন, 'রাহুল এবং খাড়গেদের কাছে জাতীয় রাজনীতিতে ইন্ডিয়া

এরপর দশের পাতায়

প্রধাননগরের নবাঙ্কুর সংঘে পুজো উদ্বোধনেই দর্শনার্থীদের ভিড়। রবিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

ভিড়ের চাপ বাজারে, মলে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : 'দাদা শাড়ির ম্যাচিংয়ের ব্লাউজ দেখান', 'এই জামাটার দাম কত' খদ্দেরদের প্রশ্নে দিশেহারা বিক্রেতারা। পুজোর আগে শেষ রবিবারের বাজারে রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি অবস্থা। শনিবার থেকে বাজারে যে ভিড় দেখা গিয়েছিল রবিবার তা ছিল দ্বিগুণ। শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, বিধান মার্কেটের ভিড়ে বাজারে ঢুকতে না পেরে অন্য বাজারে ফিরে গিয়েছেন অনেক ক্রেতা। ক্রেতাদের ভিড়ে রাত পর্যন্ত জমল শহরের বাজারগুলো।

পুজোর মুখে বাজার কি জমবে, প্রথম থেকেই এ নিয়ে চিন্তায় ছিলেন ব্যবসায়ীরা। তবে পুজোর দিন এগোতেই বাজারগুলোতে দেখা যায় ক্রেতাদের ভিড়। ইতিমধ্যেই অনেক পুজোর উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে দর্শনার্থীরা পুজো দেখাও শুরু করেছেন।

এদিন হকার্স কর্নার থেকে মহাবীরস্থান, এসএফ রোড সহ শহরের বিভিন্ন এলাকার ছোট বাজারগুলোও ছিল ক্রেতাদের ভিড়ে জমজমাট। পোশাক থেকে জুতো, অলংকার, ব্যাগ সব দোকানেই যেন ভিড়ে ঠাসা। বিধান মার্কেটে এক ব্যবসায়ী চিরঞ্জিত বলেন, 'সকাল থেকে খাওয়ার সময়টুকু পাইনি। ক্রেতাদের মনমতো পোশাক দেখিয়ে গুছিয়ে রাখারও সময় পাচ্ছি না। পুজোর ভিড় যেরকম আশা করেছিলাম, প্রথমদিকে তা না হলেও এক সপ্তাহ ধরে অনেকটাই ছবি বদলেছে।'

আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় প্রতিবাদীদের একাংশ উৎসব নয়-এর বার্তা দিয়েছিলেন। তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছিলেন বিক্রেতারা। তবে ধীরে ধীরে সে পরিস্থিতি পরিবর্তন হলেও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় বৃষ্টি। তবে এদিন আকাশ পরিষ্কার থাকায় সকাল থেকেই বিক্রেতাদের মুখে ছিল হাসি। এদিন মহাবীরস্থান একঝলকে

রবিবার শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে তিলধারণের জায়গা নেই। -শান্তনু ভট্টাচার্য

> **মেলা বসেছে**
>
> ■ বিভিন্ন বাজারের পাশাপাশি শপিং মলগুলোতেও ছিল উপচে পড়া ভিড়
>
> ■ অনেকে মলে গিয়েও স্টক না থাকায় মনের মতো জিনিস কিনতে পারেননি
>
> ■ মহাবীরস্থান এক ঝলকে দেখে মনে হয়েছে যেন কোনও মেলা চলছে

দেখে মনে হয়েছে যেন কোনও মেলা চলছে। পুজো উপলক্ষ্যে চলছে বিশেষ ছাড়ও। মহাবীরস্থানের এক জুতোর দোকানের বিক্রেতা মণীশ দাস জানান, এত চাহিদা রয়েছে যে অনেক সাইজের জুতোর স্টক শেষ হয়ে গিয়েছে। আবার নতুন করে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। মিলনপল্লি থেকে এই বাজারে ঘর সাজানোর জিনিসের বাজার করতে এসে মিলি সরকার জানান, পুজোর দিনে শুধু নিজের জন্য পোশাক কেনার পাশাপাশি ঘর সাজানোর জিনিসও কিনে থাকি। এই মার্কেটে পর্দা থেকে পাপোশ, বিছানার চাদর সহ ঘর সাজানোর বিভিন্ন জিনিস রয়েছে সেগুলো কিনতে এসেছি।

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে বাজার করতে এসেও ভিড়ের চাপে দোকানে ঢুকতেই পারেনি দেশবন্ধুপাড়ার প্রিয়া রায়। মন খারাপ করে তিনি বলেন, 'পোশাকের সঙ্গে মানানসই কয়েকটি অলংকার কিনতে এসেছিলাম। কিন্তু এত ভিড় যে দোকানে ঢুকতেই পারলাম না। কাল সকালে আবার আসব।'

জমজমাট বাজার দেখে অনেক দোকানদার আবার দোকানের সামনে মিনি স্টল বসিয়েছেন। বাজারের পাশাপাশি শপিং মলগুলোতে ছিল ভিড়। সেবক রোডের একটি মলে শপিং করতে এসে সৌভিক সেনগুপ্ত জানান,

এরপর দশের পাতায়

আজ আমরণ অনশনে জুনিয়ার ডাক্তাররা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : দাবি আদায়ে অনশন শুরু করলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। প্রথমে ২৪ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন। সোমবার থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি চলবে। তবে, এই কর্মসূচিতেও এদিন জুনিয়ার ডাক্তারদের খুব বেশি ভিড় চোখে পড়েনি। কিছু জুনিয়ার ডাক্তার প্রথম থেকেই আন্দোলনের ময়দানেও নেই, কর্মক্ষেত্রেও নেই। বিশেষ করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদপন্থীরা। অনেকেই আবার পুজোর ছুটি পেয়ে বাড়ি চলে গিয়েছেন। কিন্তু আন্দোলনকারীদের একটা অংশ এখনও বিচারের দাবিতে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁদেরই এদিন অনশনমঞ্চে দেখা গিয়েছে। অনশন শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রচুর সিনিয়ার ডাক্তার এই আন্দোলনকে সমর্থন করে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার দ্রুত বিচার, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করা সহ বিভিন্ন দাবিতে কলকাতায় জুনিয়ার ডাক্তাররা আমরণ অনশন শুরু করেছেন। একইভাবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও রেসিডেন্টস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের (আরডিএ) নেতৃত্বে অনশন শুরু হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনে মঞ্চ তৈরি করে ২৩ জন ডাক্তারি পড়ুয়া অনশনে বসেছেন। তাঁরা রাত পার করে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাবেন।

এরপর দশের পাতায়

মার্কিন মুলুকে পুজো শিলিগুড়ির গৌরীদের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : বাতাসে শিউলির গন্ধ। বেজেছে পুজোর বাদ্যি। বাজারে বাজারে কেনাকাটার ধুম। শিলিগুড়ির বড় বড় পুজোমণ্ডপের কাজ প্রায় শেষের পথে। প্রায় ১২ হাজার কিলোমিটার দূরে আমেরিকাতেও এখন পুজোর আমেজ। প্রবাসী বাঙালিরা মেতেছেন দেবী আরাধনায়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অমিত ঘোষ, গৌরী ঘোষ, শাশ্বতী বসুরা। কাজের সূত্রে তাঁরা কেউ থাকেন বস্টন, টেক্সাস কিংবা নিউ জার্সিতে। তবে প্রত্যেকেরই ছোটবেলা কেটেছে শিলিগুড়িতে। শহরের পুজোর স্মৃতি আজও তাঁদের নাড়া দেয়। হয়ে পড়েন নস্টালজিক। মার্কিন মুলুকে প্রবাসীদের দ্বারা আয়োজিত পুজোয় অংশ নিয়ে তাঁরা যেন টাইম মেশিনে চেপে একছুটে পৌঁছে যান সেই ছোট্টবেলায়। মেতে ওঠেন পুজোর আনন্দে। গৌরীর কথায়, 'শিলিগুড়ির মতো অতটা না হলেও এখানে আনন্দ কিছু কম হয় না।'

গৌরী, শাশ্বতীরা জানালেন, ২০-২৫ বছর ধরে তাঁরা বিদেশে আছেন ঠিকই, কিন্তু পুজোর সময় তাঁরা বাঙালি রীতিনীতি মেনে দেবীর আরাধনায় শামিল হন। একসঙ্গে চলে পুজোর আয়োজন, পাত পেড়ে খিচুড়ি খাওয়া, সিঁদুরখেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুজোর প্রায় তিন মাস আগে থেকে শুরু হয় প্রস্তুতি।

আমেরিকায় পুজো হয় সপ্তাহের তিনটি ছুটির দিন অর্থাৎ শুক্র, শনি ও রবিবারে। তবে বাংলার মতো মাঠের ভিতর বা রাস্তার ধারে মণ্ডপ তৈরি করে নয়, আমেরিকার বস্টনে পুজো হয় স্কুল কিংবা বড় চার্চের একটা অংশে। মার্কিন মুলুকে ৫০টিরও বেশি পুজো হয় বলে জানিয়েছেন প্রবাসী বাঙালিরা। এর মধ্যে বস্টনেই হয় প্রায় ৬টি।

শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার বাসিন্দা অমিত ঘোষ। তিনি কর্মসূত্রে পরিবার নিয়ে প্রায় ২৫ বছর ধরে বস্টনে আছেন। উস্টার কাউন্টি বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি পুজো কমিটির সক্রিয় সদস্য অমিত ও তাঁর স্ত্রী গৌরী। গত শুক্রবার থেকেই পুজো শুরু হয়েছিল সেখানে। রবিবার ছিল পুজোর শেষ দিন। গৌরীর উদ্যোগেই শনিবার মঞ্চস্থ হয় বাংলা নাটক। তাঁর কথায়, 'খিচুড়ি খাওয়া থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- কোনওকিছুই বাদ যায় না।' তবে উস্টারের পুজো রবিবার শেষ হলেও অনেক জায়গায় আবার পুজো শুরু হবে আগামী শুক্রবার।

বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত শাশ্বতী বসু।

এরপর দশের পাতায়

পুজো উপলক্ষ্যে নিউ জার্সিতে জড়ো হয়েছেন বাঙালিরা। -সংবাদচিত্র

পাহাড়ে স্থগিত আন্দোলন, স্বস্তি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : পুজোর মুখে বোনাস ইস্যুতে চা শিল্পের শ্রমিকদের আন্দোলনের জেরে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। যার জেরে পাহাড়ের পর্যটনে ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু অবশেষে শ্রমিক সংগঠনগুলি আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করায় পর্যটনশিল্প কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। এর সঙ্গে যুক্ত হোটেল মালিক থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসায়ী, শ্রমিকদের আন্দোলন স্থগিত হওয়ায় প্রত্যেকেই আশার আলো দেখছেন। চা শ্রমিকদের আটটি সংগঠন রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছে, ৬ নভেম্বর রাজ্য সরকার বৈঠক ডেকেছে। সেই বৈঠকের কথা মাথায় রেখে পুজোর মরশুমে পাহাড়ের সমস্ত আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত রাখা হচ্ছে।

পাহাড়ের চা বাগানগুলিতে ২০ শতাংশ হারে পুজো বোনাসের দাবিতে সেপ্টেম্বর মাস থেকে শাসক এবং বিরোধী আটটি শ্রমিক সংগঠন একজোট হয়ে লড়াই করছে। কিন্তু মালিকপক্ষ ১৩ শতাংশের বেশি হারে বোনাস দিতে রাজি নয়। শ্রমিকপক্ষ নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে পাহাড়ে ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করেছে। বাগানে বাগানে অবস্থান বিক্ষোভ, তৈরি চা বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলি সোমবার থেকে আন্দোলন আরও তীব্রতর করার ঘোষণা করেছিল। সোমবার শিলিগুড়ির দাগাপুরে শ্রমিক ভবন ঘেরাও করে দিনভর বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে বোনাস নিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি মেনে রাজ্য শ্রম দপ্তর থেকে ৬ নভেম্বর পুনরায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে। শনিবার সেই বৈঠকের চিঠি দার্জিলিংয়ে পৌঁছানোর পরে শ্রমিক সংগঠনগুলি এদিন সকালে বৈঠকে বসে।

সেই বৈঠক শেষে শ্রমিক নেতা সমন পাঠক এবং সুরজ সুব্বা সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় রয়েছি। রাজ্য সরকারের ১৬ শতাংশের অ্যাডভাইজারি আমরা মানছি না। আমাদের প্রতিবাদ এবং শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলনের জেরে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে ৬ নভেম্বর কলকাতায় বৈঠক ডেকেছে। এটা আমাদের নৈতিক জয়। ওই বৈঠককে সামনে রেখে আমরা সোমবার থেকে পাহাড়ের সমস্ত আন্দোলন স্থগিত রাখছি। শ্রমিক ভবনের অবস্থান বিক্ষোভও স্থগিত রাখা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

প্রতিবাদী শিক্ষিকা মমতার দ্বারস্থ

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৬ অক্টোবর : শিক্ষক দিবসে স্কুল পড়ুয়াদের নৈতিকতার পাঠ দিয়েছিলেন ওই শিক্ষিকা। তাঁর সেই বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ভাইরালও হয়। তিনি মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি সীতানাথ হাইস্কুলের প্রতিবাদী শিক্ষিকা পাপিয়া রায়। এবার কর্মক্ষেত্রে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুললেন স্কুলেরই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে বিষয়টি জানানোর চেষ্টা করলেও অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। এবার তাই মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন পাপিয়া।

বিতর্কের কেন্দ্রে ভোটবাড়ি সীতানাথ হাইস্কুল। -সংবাদচিত্র

শিক্ষিকার অভিযোগ, গত আট মাস ধরে মাঝেমধ্যেই তাঁকে মানসিকভাবে হেনস্তা করছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিবস রায়চৌধুরী। দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ এবং তাঁকে নিয়ে কুমন্তব্য করছেন। এ নিয়ে অগাস্ট মাসে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে অভিযোগ জানাতে চেয়েছিলেন। সেই অভিযোগপত্র নাকি বিকেল সাড়ে চারটের পর দেখা করে দিতে বলা হয় বলে অভিযোগ পাপিয়ার। বললেন, 'ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভব্য আচরণের বিষয়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে অভিযোগ না জানাতে পারায় মুখ্যমন্ত্রী সহ জেলা এবং মহকুমার শিক্ষা আধিকারিকদের জানিয়েছি। কারণ দিনের পর দিন এসব সহ্য করতে করতে আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি।'

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিবস রায়চৌধুরী যদিও এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর পালটা দাবি, 'কী উদ্দেশ্যে আমার নামে অভিযোগ করা হচ্ছে, জানি না। তবে আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে চেষ্টা চালাচ্ছি, যাতে ভালোভাবে স্কুলটিকে চালানো যায়। এতে কেউ বিরাগভাজন হলে তো স্কুল চলতে পারে না।' তাঁর সাফাই, স্কুলের আরও শিক্ষক রয়েছেন, তাঁরা দেখবেন তিনি কোনও খারাপ ব্যবহার করছেন কি না।

> ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভব্য আচরণের বিষয়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে অভিযোগ না জানাতে পারায় মুখ্যমন্ত্রী সহ জেলা এবং মহকুমার শিক্ষা আধিকারিকদের জানিয়েছি। কারণ দিনের পর দিন এসব সহ্য করতে করতে আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি।
>
> -পাপিয়া রায়

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আকবর আলিকে ফোন করা হলে তাঁর এক আত্মীয় জানালেন, তিনি নমাজ পড়ছেন। তারপর আর তিনি কোনও ফোন করেননি।

পাপিয়ার সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের ঝামেলা কেন বারবার এ নিয়ে কেউ মন্তব্য করেননি। তবে স্থানীয় এক অভিভাবকের দাবি, দুজনের মধ্যে স্নায়ুর লড়াই চলছে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের যোগদানের দুইদিন আগে যোগ দিয়েছিলেন পাপিয়া। সেই হিসেবে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হওয়ার দাবিদার ওই শিক্ষিকা। কিন্তু তাঁকে নাকি প্রথমে দায়িত্ব নিতে বলা হলে তিনি রাজি হননি। তারপর দিবসকে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর থেকে সমস্যার সূত্রপাত।

অন্যদিকে, স্কুলের পরিচালন সমিতির সদস্য তথা ভোটবাড়ির উপপ্রধান রেজাউল সরকারের বক্তব্য, 'আমাদের কানেও এসেছে স্কুলের এক শিক্ষিকা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু সঠিক কী হয়েছে, সেটা জানতে আমরা ওই শিক্ষিকা এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে নিয়ে সোমবার বৈঠক করব। স্কুলের সমস্যা স্কুলের মধ্যে সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।'

বারলাদের হুঁশিয়ারি

নাগরাকাটা, ৬ অক্টোবর : পাহাড়ের চা শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে আগামী ৬ নভেম্বর কলকাতায় বৈঠকের ডেকেছে শ্রম দপ্তর। তাতে থাকার কথা রয়েছে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকেরও। শ্রম দপ্তরের তরফে পাহাড়ের বাগানগুলিতে ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার অ্যাডভাইজারি দেওয়া হয়েছিল। সেখানকার বেশিরভাগ বাগানে ওই হারে বোনাস মেটানো হয়েছে। যদিও পাহাড়ের আটটি শ্রমিক সংগঠনের দাবি, ২০ শতাংশ হারেই বোনাস দিতে হবে। জন বারলার শিবির দাবি তুলেছে নভেম্বরে বৈঠকে যদি পাহাড়ের বাগানের জন্য অতিরিক্ত চার শতাংশ হারের বোনাস নিয়ে আলোচনা হয় তবে তাতে ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা বাগানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বারলা শিবিরের নেতা তৌফিল সোরেন বলেন, '৬ নভেম্বরের বৈঠক বাড়তি চার শতাংশ নিয়েই আলোচনা হবে বলে মনে করছি। সেক্ষেত্রে ডুয়ার্স-তরাইকেও যাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এমন অনুরোধ জানানো হবে। নয়তো আন্দোলন হবে।'

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ডিসানের

নিউজ ব্যুরো

৬ অক্টোবর : ডিসান হাসপাতালের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। হুগলি জেলার খানাকুলে। ডিসান হাসপাতাল গ্রুপের ডিরেক্টর শাঁওলি দত্তর উদ্যোগে এই শিবিরটি আয়োজিত হয়। শাঁওলি বলেন, 'ডিসান হাসপাতাল সবসময় এমন জায়গায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকে অগ্রাধিকার দেয়, যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। দক্ষিণবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা হাজার হাজার মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। যার মধ্যে খানাকুল অন্যতম। এই শিবিরের মাধ্যমে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সময়মতো চিকিৎসা প্রদানের চেষ্টা করেছি। বন্যার ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক। আমাদের দলগত প্রচেষ্টায় আমরা গর্বিত। কারণ এই সংকটপূর্ণ সময়ে আমরা ত্রাণ ও সহায়তা প্রদান করতে পেরেছি।'

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় এই শিবিরটি করা হয়। বিশেষত জলবাহিত রোগ, সংক্রমণ এবং অন্য সাধারণ রোগগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে দেখা দেয়। হাজারের বেশি মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির থেকে উপকৃত হয়েছেন। এই শিবিরের মাধ্যমে তাঁরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, সেবা ও যত্ন পেয়েছেন। ডিসান হাসপাতালের একদল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করেছেন। যা স্থানীয় বাসিন্দাদের কঠিন সময়ে অনেকাংশে স্বস্তি দিয়েছে।

ডিসান হাসপাতাল জরুরি অবস্থায় সমাজকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি অটুট রেখেছে। সংস্থাটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশেষত বন্যার সময় ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে। যাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা সময়মতো তাঁদের কাছে পৌঁছায়, যাঁদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

সেলফিতে মজে। জলপাইগুড়ির কদমতলা দুর্গাবাড়িতে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ধামসার বোলে আয়ের আশা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ৬ অক্টোবর : পুরুষদের পাগড়িতে ময়ূরের পেখম। ধামসা-মাদলে বোল তুলছেন তাঁরা। বাজনার তালে তাল মিলিয়ে দল বেঁধে গান ধরে নাচছেন মহিলারা। দুর্গাপুজোর দু'সপ্তাহ আগে থেকেই বামনগোলা-হবিবপুরের আদিবাসী মহল্লার বিভিন্ন পাড়ার এমন দৃশ্য। বিশেষত কর্মব্যস্ত দিন শেষে যখন আঁধার নামে, তখন কোনও পুকুরের ধারে, ফাঁকা মাঠে বা কোনও গাছতলায় জড়ো হন তাঁরা। হ্যাজাক বা কোনও মৃদু আলোর ব্যবস্থা করে শুরু করেন নাচ-গানের মহড়া। কারণ, দোরগোড়ায় দুর্গাপুজো।

হ্যাঁ, দুর্গাপুজো হবে আর আদিবাসীদের নাচ-গান হবে না? মাথায় কলসি, খোঁপায় ফুল। ধামসা-মাদলের তালে মণ্ডপে মণ্ডপে তাঁদের নাচ আর গান পুজোর আনন্দে অন্য মাত্রা এনে দেয়। যে আনন্দে অনেককেও কোমর দোলাতে দেখা যায়। এই আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা শিল্পীরা পুজোয় মণ্ডপে মণ্ডপে নাচ-গান করে কিছু আয়ের মুখ দেখেন। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর জন্য মুখিয়ে থাকেন তাঁরা। ব্যতিক্রম নয় এবারও। পুজো আসতেই আশায় বুক বেঁধে মহড়া শুরু করেছেন তাঁরা।

রবিবার এমনই এক মহড়ার আসরে কথা হচ্ছিল ফিলিপ মার্ডির সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আমরা দিনমজুর মানুষ। দুর্গাপুজোয় বিভিন্ন মণ্ডপে নাচ-গান করে আনন্দ পাই। অনেক পুজো উদ্যোক্তারা পুজো প্যান্ডেলে ডাকেন। খুশি হয়ে বকশিশ দেন। তবে এখন সব বাদ্যযন্ত্রের দাম বেড়েছে। সাজসজ্জার উপকরণ, নাচের পোশাকের দামও বেড়েছে। এখন খরচ পোষানো মুশকিল। বকশিস একটু বেশি না হলে আগামীতে হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের মতো ছোট ছোট এসব নাচ-গানের দল।' ফুলমণি হেমব্রমের কথায়, 'এই করেই জীবন চলছে। তবে আমাদের বিভিন্ন খাতে খরচ বৃদ্ধির বিষয়টি পুজো উদ্যোক্তারা একটু ভাবলে হয়তো আমাদের নাচ-গানের দলগুলো টিকে থাকবে।' একই বক্তব্য দীপালি পুঁজর সহ আরও অনেকেরই।

অ্যাফিডেভিট

গত 03/10/24 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. কোর্ট দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Kapotri Devi এবং Kaputri Devi একই ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/112941)

3.10.24 তুফানগঞ্জ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার কন্যা খাদিজা পারভিন থেকে খাদিজা খাতুন হইল। গোলাপ হোসেন, গ্রাম-দেবত্তর চারালজানী, পোঃ নাটাবাড়ি, থানা-তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার।

কর্মখালি

ময়নাগুড়ি (9,000/-), শিলিগুড়ি ও কিশনগঞ্জের (12,000/- - 13,500/-) জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। থাকা ফ্রি+ খাওয়ার ব্যবস্থা। (M) 98324 89908. (C/112497)

North Bengal Teachers Training College (B.Ed & D. El. Ed.) at Bikour, P.O. Domohana, Dist. Uttar Dinajpur-733215 wants faculty in B.Ed. Dept. for the Subject of Commerce & Physics/ Chemistry. Eligibility : According to NCTE norms. Contact : 98310-03158/97754-81898. E-mail : nbttc2013@gmail.com , Secretary. nbttc@gmail.com (C/112497)

মহিলা সহায়ক চাই, দিনরাত্রির জন্য, একজন বিশিষ্ট বয়স্ক ব্যক্তির যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা এবং সঙ্গে নিজস্ব রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের কাজকর্ম তদারকি করা, বয়স সীমিত 25 হইতে 35-এর মধ্যে হতে হবে। পড়াশোনা নিম্নতম মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক হতে হবে। থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী পাবেন। (সঙ্গে যাবতীয় সুযোগসুবিধা পাবেন)। যোগাযোগ : 94340-43593, শিলিগুড়ি সেভক রোড। (C/112497)

Required

150 Bedded Hospital at Siliguri, Urgent Requirement - Well Educated - Marketing Executive (Fresher's may apply). Interested candidate can apply at : sroyrad@gmail.com , hr@anandaloke.com (C/112495)

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময়ে – **বউচুরি** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ রণং দেহি, বিকেল ৩.৩০ মেজদিদি, সন্ধ্যা ৬.৩০ পাগলু ২, রাত ৯.৩৫ যা দেবী সর্বভূতেষু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ শিকারী, দুপুর ১.০০ খোকাবাবু, বিকেল ৪.০০ হীরক জয়ন্তী, সন্ধ্যা ৭.০০ মানিক, রাত ১০.০০ চ্যালেঞ্জ
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ দেবদেবীদের বাহনকথা, দুপুর ১.০০ বচ্চন, বিকেল ৪.০০ নবপত্রিকায় দেবীবরণ, সন্ধ্যা ৬.০০ একান্ত আপন, রাত ৮.৫০ বাচ্চা শ্বশুর, রাত ১১.০৫ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ তুলকালাম
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা

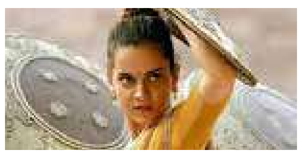

মণিকর্ণিকা : দ্য কুইন অফ ঝাঁসি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে**

যুগ যুগ জিও রাত ১০.৪৩ মিনিটে **কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডিতে**

কয়ামত সে কয়ামত তক দুপুর ২.১৪ মিনিটে জি বলিউডে

অ্যাভেঞ্জার্স : ইনফিনিটি ওয়ার বিকেল ৫.৩৬ মিনিটে **স্টার মুভিজে**

'হাজার কাশে মায়ের আগমন'
প্রমোদনগর স্কুলে শারদীয়ার বার্তা

প্রমোদনগর হাইস্কুলের কলাকুশলীরা। -সংবাদচিত্র

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৬ অক্টোবর : তখন ২০২৩। পুজোর ছুটির আগে আগমনী বার্তা ও শারদীয়া শুভেচ্ছা জানাতে ১৭ ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ওয়ান টেক শটে দু'মিনিট ৩০ সেকেন্ডের নাচের একটি ভিডিও করে স্কুলের ফেসবুক পেজে ছেড়েছিল প্রমোদনগর স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় কুড়োয় লক্ষ ভিউ। স্কুলের সাংস্কৃতিক চর্চা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ফের ভিডিও ভাইরাল। এবারও স্কুলের পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে 'হাজার কাশে মায়ের আগমন' ওয়ান টেক শট ভিডিও বানিয়ে তাক লাগাল স্কুল কর্তৃপক্ষ। ২০ জন অংশ নেয় এতে।

কোনও মেকআপ নয়, কোনও আলাদা পোশাক নয়। নেই কোনও লাইট, সাউন্ড সিস্টেম, কিংবা এডিটিংয়ের কায়দা। স্কুলড্রেস পরা পড়ুয়াদের এই 'পারফরমেন্স' রীতিমতো প্রত্যেকের ফেসবুক ফিডে ঘোরাফেরা করছে।

স্কুলের মূল গেট থেকে শ্রেণিকক্ষ পর্যন্ত কাশফুল হাতে সারি সারি দাঁড়ানো পড়ুয়ারা। শট শুরু হয় গেট থেকেই, শেষ হয় ক্লাসরুমে গিয়ে। প্রথমে দশম, দ্বাদশ তারপর পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা মায়ের আগমনী বার্তা দিয়ে ভিডিওটিকে আরও সুন্দর করে তোলে। এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয় বেশ কয়েকদিন আগে থেকে। স্কুলের মাঠকে উপস্থাপনার জায়গা হিসেবে ধরা হয়। দিনের পর দিন অনুশীলন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটি সফল।

কনসেপ্ট, ডিরেকশন ও ভিডিওগ্রাফিতে ছিলেন তনয় দত্ত। কোরিওগ্রাফি করেন ছাত্রী রত্না রায়। ছন্দা বর্মন ছিলেন নৃত্য তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে। সহযোগিতা করেছেন দীপিকা সরকার, অদিতি মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার পাল, রণধীর রাভা, মেরিনা বেগম, তাপসী দেবনাথরা। তাঁরা সকলেই শিক্ষক-শিক্ষিকা।

এই ওয়ান টেক শট কী? ক্যামেরায় একাধারে নির্দিষ্ট সময় ধরে না থামিয়ে কোনও কিছুর ভিডিও নেওয়া হলেই সেটাকে ওয়ান টেক শট বলে। এই ধরনের শটে এডিটিং খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে না। প্রমোদনগর স্কুলের ক্ষেত্রেও সেটাই করা হয়েছে। গানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ুয়ারা একাধারে নাচ করে। ওয়ান টেক শট নেওয়ার চল নেই খুব একটা। কারণ কেউ কিছু ভুল করলে তা ক্যামেরায় ধরা পড়বে। তাই সবকিছু হতে হবে একেবারে নিখুঁত।

প্রমোদনগর হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী কোরিওগ্রাফার রত্না রায় বলে, 'দুর্গাপুজোর আগে স্যর আমাদের নচের কথা বলেন। আমি তখন ১৭-২০ জনকে নিয়ে নাচটা করার কথা চিন্তা করি। তিনদিন প্র্যাকটিস করি আমরা। তারপর এই পারফরমেন্স।'

ভারতে অন্তর্ভুক্তির প্রার্থনা দেবীর কাছে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ছিটমহল বিনিময়ের সময় দক্ষিণ বেরুবাড়ির বিতর্কিত চারটি ভারতীয় গ্রাম ভারতের মানচিত্রে স্থান পায়। দক্ষিণ বেরুবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নাওতারি দেবোত্তর মৌজার ছবিটা অবশ্য অন্য। ১৯০৫ সালে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের রাজা নাওতারি দেবোত্তর মৌজায় দেবস্থানের জন্য ৪৫ ডেসিমাল জমি দান করেছিলেন। এই মৌজায় ত্রিস্রোতা মহাপীঠের নামে ২৫ বিঘা জমি দেবোত্তর করা থাকলেও আজও সেই জমির কাগজের নথিতে ভারতীয় মৌজার কোনও উল্লেখ নেই। আর এই দেবস্থানেই পূজিতা হন দেবী গর্ভেশ্বরী। এই গর্ভেশ্বরীকেই মা মহামায়া অর্থাৎ দেবী দুর্গা নামেই পুজো করেন বাসিন্দারা। পুজোয় দেবীর কাছে তাঁদের সকলের প্রার্থনা, দ্রুত বাংলাদেশের বোদা মৌজা থেকে দেবস্থানের জমি যেন ভারতীয় মৌজায় চলে আসে। এই আশা নিয়েই প্রতিবারের মতো এবারেও সীমান্ত গ্রামের বাসিন্দারা শামিল হবেন দেবীর আরাধনায়।

মন্দির কমিটির সম্পাদক হরিশ রায় বলেন, 'নয় বছর আগে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজও দেবোত্তর জমির নথিতে বাংলাদেশের বোদা মৌজার উল্লেখ থাকায় অনেক কাজেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রশাসনকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। আশা করছি পুজোর পর ওই জমির কাগজপত্র ভারতীয় মৌজার অন্তর্ভুক্ত করবে প্রশাসন।'

এই মন্দিরে রয়েছে কষ্টিপাথরের দেবী গর্ভেশ্বরীর বিগ্রহ। জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবংশের নিত্য পূজিতা দেবী হলেন গর্ভেশ্বরী। অতীতে হাতির পিঠে চেপে রাজারা পুজো দিতে যেতেন গর্ভেশ্বরী মন্দিরে। ত্রিস্রোতা মহাপীঠ মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদকের কথায়, 'দুর্গাপুজোর সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবী গর্ভেশ্বরীর পাশে দেবী দুর্গার ঘট বসিয়ে পুজো করা হয়।'

দক্ষিণ বেরুবাড়ির সাতকুড়ায় পাঙ্গা, যমুনা ও করতোয়া- এই তিনটি নদীর মিলনস্থলকে বলা হয় ত্রিস্রোতা। এখানে দেবী সতীর আঙুলবিহীন বাঁ পা পড়েছিল।

দক্ষিণ বেরুবাড়ির সীমান্ত গ্রামের গর্ভেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ ও মন্দির।

ত্রিস্রোতা নদীর পাশে মন্দিরটি গড়ে উঠেছে বলে একে ত্রিস্রোতা মহাপীঠ বলা হয়। মন্দিরে রয়েছে সতীর আঙুলবিহীন বাঁ পায়ের অংশ। দেবী গর্ভেশ্বরী এখানে চতুর্ভুজা। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, ও পদ্ম ধারিণী। গণেশ এখানে শতদল পদ্মের ওপর নৃত্যের ভঙ্গিমায় বিরাজমান। সিদ্ধিদাতার পায়ের তলার ডান দিকে কালী এবং বাম দিকে নরসিংহীর মূর্তি রয়েছে। বৈকুণ্ঠপুরের সর্বশেষ রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের মৃত্যুর পর মন্দিরটি অবহেলায় পড়ে ছিল। যদিও বর্তমান মন্দির কমিটির তত্ত্বাবধানে পাকা মন্দির তৈরি করা হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় বহু পর্যটক এখানে দেবী দর্শনে আসেন । চা বাগানের মনোরম পরিবেশ দেখে আনন্দ পান। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাজ চক্রবর্তী জানান, মন্দিরের দুই দেবী গর্ভেশ্বরী ও গর্তেশ্বরী অত্যন্ত জাগ্রত। মানুষ এখানে এসে মনের শান্তি খুঁজে পান।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। **বৃষ :** দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। **মিথুন :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জনপ্রিয় হবেন। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। **কর্কট :** পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। অফিসে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। **সিংহ :** হঠাৎ ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। **কন্যা :** নতুন আয়ের পথ আজ খুলে যাবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। প্রেমে শুভ। **তুলা :** সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ততা থাকবে। **বৃশ্চিক :** মানসিক সংযমের আজ খুব প্রয়োজন হবে। কফের সমস্যায় ভোগান্তি। **ধনু :** অযথা প্রিয়জনের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে মন খারাপ হবে। রাজনীতি থেকে সমস্যা। **মকর :** আজ বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। হারানো জিনিস ফেরত পাবেন। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ছেলের পরীক্ষার ফলে খুশি হবেন। **মীন :** হৃদরোগীরা শরীরের দিকে নজর রাখুন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ আশ্বিন, ১৪৩১, ভাঃ ১৫ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর ২০২৪, ২০ আহিন, সংবৎ ৪ আশ্বিন সুদি অধিক, ৩ রবি সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।১৭। সোমবার, চতুর্থী প্রাত ৬।১৫। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ১১।৫৫। প্রীতিযোগ প্রাত ৫।৫০ পরে আয়ুষ্মানযোগ শেষরাত্রি ৫।২৮। বিষ্টিকরণ প্রাত ৬।১৫ গতে ববকরণ রাত্রি ৬।৪২ গতে বালবকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ১১।৫৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-নৈর্ঋতে, প্রাত ৬।১৫ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।২ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৩।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫৩ গতে ১১।২৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, প্রাত ৬।১৫ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।৩৩ গতে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম-প্রাত ৬।১৫ গতে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ অন্নপ্রাশন দীক্ষা দেবতাগঠন গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বৃক্ষাদিরোপণ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। (অতিরিক্ত বিবাহ-রাত্রি ৭।২৯ গতে ৯।৫৩ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১১।২৫ গতে ১১।৫৫ মধ্যে বৃষ মিথুন ও কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাত ৬।১৫ গতে ষটপঞ্চমীব্রত। প্রাত ৬।১৫ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লাচতুর্থীবিহিত অধিক পুজো প্রশস্তা। অমৃতযোগ-দিবা ৭।১৪ মধ্যে ও ৮।৪৪ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ১০।৫৫ মধ্যে ও ২।২০ গতে ৩।১১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সপরিবারে মণ্ডপের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়ার অপেক্ষায় মা। শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি। রবিবার।

অ্যাকাউন্ট প্রতারণার কিংপিন অধরাই

ফাঁসিদেওয়া, ৬ অক্টোবর : জামতাড়ার ধাঁচে অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নিয়ে অপরাধের 'সাম্রাজ্য' গড়ে তুলেছিল চটহাটের মহম্মদ সইদুল। চলতি সপ্তাহে সইদুলের বাড়িতে হানা দিয়ে তল্লাশি চালায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। তবে, এখনও পর্যন্ত তার খোঁজ মেলেনি। এরই মধ্যে ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটা ও সুদামগছের দুজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা লেনদেনের খবর চাউর হতেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

শনিবার ওই দুই তরুণের বাড়িতে যান ব্যাংকের আধিকারিকরা। উভয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা রয়েছে। সেই টাকার হিসেবে কিন্তু তাঁদের কাছে নেই। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ওই রাতে দুজনকে আটক করে। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ না থাকায় পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের অনেকে মনে করছেন ওই দুই তরুণের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অবৈধ টাকা রয়েছে। যদিও, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

> সইদুলের সঙ্গে তৃণমূলের একাধিক নেতার ছবি সামাজিক মাধ্যমে দেখা গিয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূল নেতারাও জড়িত থাকতে পারেন। সেজন্য রাজ্য পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করছে না। সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।
>
> **অনিল ঘোষ,** *সাধারণ সম্পাদক, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা, ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চা*

ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি ইফতিকার উল হাসানের কথা, 'অভিযোগ জমা হলে, তদন্ত শুরু করা হবে।'

চটহাটে অভিযান চালাবার সময় ২টি বাড়িতে হানা দিয়ে হাজারখানেক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাসবই, চেকবই, এটিএম কার্ড, মোবাইলের সিম কার্ড উদ্ধার করেছিল পুলিশ। মূল অভিযুক্ত সইদুলের শাগরেদ অনিল গোপ অভিযানের দিনই গ্রেপ্তার হয়। এরপর ওই কাণ্ডে কয়েক হাজার কোটি টাকা লেনদেনের ঘটনা সামনে আসে।

কারবারের কিংপিন সইদুল এখনও ফেরার। তাকে ধরতে অভিযান চালানো হচ্ছে। এই সইদুলের সঙ্গে শাসকদলের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের শীর্ষ নেতার ঘনিষ্ঠতা ছিল দাবি বিজেপির। ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অনিল ঘোষ বলেন, 'সইদুলের সঙ্গে তৃণমূলের একাধিক নেতার ছবি সামাজিক মাধ্যমে দেখা গিয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূল নেতারাও জড়িত থাকতে পারেন। সেজন্য রাজ্য পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করছে না। আমারা সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।' যদিও এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'অভিযুক্ত কোন রাজনৈতিক দলের, তা আমরা দেখব না। তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হবেই।'

শিলিগুড়িতে ঢুকতে বাধা পুলিশের

ভিনজেলার টোটো মালিকরা সমস্যায়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : লক্ষ লক্ষ টাকায় টোটো কিনে এখন নির্দিষ্ট রুটে চালাতে না পেরে ক্ষতির মুখে মালিকরা। তাঁদের অভিযোগ, টোটো কেনার সময় বলা হয়েছিল, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সর্বত্রই চালানো যাবে। কিন্তু এখন পুলিশ শিলিগুড়িতে জলপাইগুড়ি নম্বরের টোটো ঢুকতে দিচ্ছে না। যার জেরে টোটো মালিকরা পুজোর মুখে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। তাঁরা ঋণ করে নেওয়া টোটোর কিস্তি মেটাতে পারছেন না।

এবিষয়ে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক নবীন অধিকারী বলেছেন, 'জলপাইগুড়ি নম্বরের গাড়ি তো এই জেলাতেই চলবে, এটাই স্বাভাবিক। টোটো কোন রুটে চলবে, কোথায় কোন রাস্তায় চলতে পারবে না সেসব পুলিশ ঠিক করে। তবে, টোটো মালিকরা আমাকে তাঁদের সমস্যার কথা কিছু জানাননি।'

জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ি থেকে বিভিন্ন রুটে কয়েকশো টোটো বেশ কয়েক বছর ধরে চলাচল করে। ব্যবসা ভালো হওয়ায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বহু বেকার তরুণ টোটো কিনেছেন। তাঁরা জলপাইগুড়ি জেলা পরিবহণ দপ্তর থেকে ডব্লিউবি ৭১ এবং ডব্লিউবি ৭৬ কোড নম্বর পেয়েছেন।

এতদিন ফুলবাড়ি থেকে তিনবাত্তি, জলপাই মোড় এমনকি শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করেছেন চালকরা। কিন্তু শিলিগুড়ি শহরের যানজটে লাগাম টানতে পুলিশ বেশ কিছুদিন ধরে টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। শহরের বিভিন্ন রুটের টোটোতে স্টিকার সাঁটিয়ে তা কোন রুটে চলতে পারবে সেটাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।

একনজরে

- শিলিগুড়িতে জলপাইগুড়ি নম্বরের টোটো ঢুকতে দিচ্ছে না পুলিশ
- এর জেরে ফুলবাড়ির টোটোচালকরা পুজোর মুখে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন
- তাঁরা ঋণ নিয়ে কেনা টোটোর কিস্তি মেটাতে পারছেন না বলে দাবি

হিলকার্ট রোড, সেবক রোড সহ শহরের প্রধান রাস্তায় নম্বরহীন টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। টোটো নিয়ন্ত্রণের সময় থেকে শুধুমাত্র শিলিগুড়ির ডব্লিউবি ৭৩ নম্বরের টোটোকেই শহরে চলতে দেওয়া হচ্ছে। আর এতেই সমস্যায় পড়েছেন ফুলবাড়ির টোটোচালকরা।

ফুলবাড়ি ই-অটো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুব্রত মজুমদারের বক্তব্য, 'কেনার সময় বলা হয়েছিল, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি- সর্বত্র এই টোটো চালানো যাবে। প্রথম থেকে আমরা সেভাবেই টোটো চালাচ্ছি। কিন্তু কয়েক মাস ধরে আমাদের টোটো জলপাই মোড় পর্যন্তও আসতে দেওয়া হচ্ছে না। শক্তিগড়ের বিভিন্ন রাস্তাতেও আটকে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় টোটো আটকে পুলিশ জরিমানা করছে। যার জেরে সংসার চালানো এবং ঋণের কিস্তি মেটানোই কঠিন হয়ে পড়ছে।' একই বক্তব্য অজয় সরকার, সুরঞ্জিত পাল, চন্দন সরকার সহ অন্যদের।

তাঁদের অভিযোগ, টোটো নেওয়ার সময় থেকেই ভোগান্তি হচ্ছে। কেউ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, কেউ চার লক্ষ টাকার বিনিময়ে টোটো কিনলেও সঠিক নথিপত্র শোরুম থেকে দেওয়া হয়নি। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের ভরতুকির কথাও ক্রেতাকে জানানো হয়নি। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানিয়েও লাভ না হওয়ায় হতাশায় ভুগছেন টোটো মালিকরা।

সংশ্লিষ্ট টোটো শোরুমের ম্যানেজার রাজীব সরকার অবশ্য বলেছেন, 'পুলিশ না আটকালে সর্বত্রই চালানো যাবে, এটাই টোটো বিক্রির সময় গ্রাহককে বলা হয়েছিল। কেননা কোন রাস্তায় টোটো চলবে, কোথায় চলবে না, সেটা প্রশাসন ঠিক করে। আর টোটো বিক্রির নথিপত্র সমস্ত কিছুই গ্রাহককে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকারের ভরতুকির টাকা বাদ দিয়েই টোটোর দাম নেওয়া হয়েছে।'

বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের জন্যে অনুদানের আর্জি অনীতের

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : পুজোর মুখে পাহাড়ের বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের এককালীন অনুদান দেওয়ার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। একদিকে যখন পাহাড়জুড়ে ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে শ্রমিক সংগঠনগুলি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, তখন বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা চরম আর্থিক সংকটে ভুগছেন।

অনীত তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের খাদ্যসামগ্রী কেনার মতো পরিস্থিতি নেই। এর আগে রাজ্যের তরফে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের এককালীন অনুদান দেওয়া হয়েছে।

অনীত চিঠিতে লিখেছেন, 'পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকায় বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের পরিস্থিতি দিন-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কাজ না থাকায় তাঁরা সংসার চালাতে পারছেন না। দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার বেশকিছু

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

> ১৫০০ টাকা ফাওলই দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের আর্থিক অনটন কাটছে না। সেই কারণে আর্থিক অনুদান প্রয়োজন।
>
> **এসপি শর্মা,** *মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, জিটিএ*

জায়গায় প্রবল বৃষ্টির জেরে ধস নেমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' সমস্ত বিষয়টি মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্থিক অনুদানের আর্জি জানিয়েছেন জিটিএ প্রধান।

বর্তমানে পাহাড়ে নয়টি চা বাগান বন্ধ হয়ে রয়েছে। যার মধ্যে ছয়টি বাগানের শ্রমিকদের রাজ্য সরকার প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে (ফাউলই) দেয়। নতুন করে পাহাড়ের সিংতাম, পেশক ও পানদাম চা বাগান বন্ধ হয়েছে। গতবছর জিটিএ রিলিফ ফান্ড থেকে ছয়টি চা বাগানের ৫,০০০ শ্রমিককে এককালীন ৪,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। এবছর সবমিলিয়ে নয়টি চা বাগানের ৭,০০০ শ্রমিক কর্মহীন। এ প্রসঙ্গে জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা বলেন, '১৫০০ টাকা ফাউলই দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের আর্থিক অনটন কাটছে না। সেই কারণে আর্থিক অনুদান প্রয়োজন।' পাশাপাশি বাগানগুলি দ্রুত খোলার ব্যবস্থা করা দরকার বলে মনে করছেন তিনি।

রাস্তায় দেহ রেখে বিক্ষোভ পরিবারের

নেপালে মৃত্যু চোপড়ার চালকের

কার্তিক দাস ও মনজুর আলম

খড়িবাড়ি ও চোপড়া, ৬ অক্টোবর : সম্প্রতি নেপালে একটি পণ্যবাহী ট্রাকে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। এর জেরে শনিবার রাতে ট্রাকচালক পদ্ম রায়ের (৪২) মৃত্যু হয়। এরপর রবিবার বিকেলে মৃতদেহ নিয়ে পানিট্যাঙ্কিতে নেপালগামী রাস্তায় তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন ভারতের ট্রাকচালক এবং মৃতের পরিবারের সদস্যরা। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃত ট্রাকচালক উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার চোপালগছের বাসিন্দা ছিলেন।

এদিন বিক্ষোভে ছিলেন মৃতের শ্যালক সঞ্জীব রায়। তিনি দাবি করেন, 'দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। পদ্মের পরিবারের জন্যে আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।' চালকরাও একইভাবে দোষীদের কড়া শাস্তি চেয়েছেন।

নেপাল পুলিশের সাব-ইনস্পেকটর নবরাজ থাপা জানান, ঘটনায় অভিযুক্ত আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপর ট্রাকচালকের চিকিৎসা চলছে নেপালে। নবরাজ বলেন, 'নেপালে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে পুনরায় ময়নাতদন্ত করা হবে। সমস্ত ফরমালিটি সারা হলে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।'

এদিন বিক্ষোভের খবর পেয়ে খড়িবড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সন্ধ্যায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নেপাল ও খড়িবাড়ি পুলিশের আলোচনার পর বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেন। এরপর নেপাল পুলিশ এবং মৃতের পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ নিয়ে নেপালের উদ্দেশে রওনা দেন।

গত ২২ সেপ্টেম্বর রাতে ভারত থেকে পাট নিয়ে নেপালের বিরাটনগরের একটি জুটমিলে আনলোড করতে গিয়েছিলেন পদ্ম। সেখান থেকে ফেরার সময় নেপালের বিড়তা মোড় সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতী দল রাস্তায় বালির বস্তা ফেলে তাঁর ট্রাক সহ আরও একটি ভারতীয় ট্রাক আটক করে। এরপর ট্রাক দুটিতে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এরপর নেপাল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উভয় ট্রাক থেকে চালকদের উদ্ধার করে। নেপালের একটি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা শুরু হয়। এরপর পদ্মকে সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানে বেশ কিছুদিন তাঁর চিকিৎসা চলে। শেষমেশ শনিবার রাতে পদ্মের মৃত্যু হয়। এদিন ময়নাতদন্তের পর বিকেলে পদ্মের মৃতদেহ নিয়ে

পানিট্যাঙ্কিতে নেপালগামী সড়কে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ। রবিবার।

নেপাল পুলিশ প্রশাসনিক কাজ সারতে নেপালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেইসময় ভারতীয় ট্রাকচালক এবং পদ্মের পরিবারের সদস্যরা পানিট্যাঙ্কির নেপালগামী আন্তর্জাতিক সড়কে দেহ নিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

এদিকে, পদ্মের মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই শোকের ছায়া নেমে আসে চোপালগছে। চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'মৃতের পরিবারকে কোনওভাবে সহযোগিতা করা যায় কিনা সেটা দেখছি।'

বস্ত্র বিলি বহিষ্কৃত নেতা গৌতমের

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : সামনেই পুজো। সেই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি লক্ষ করা গেল। রবিবার জেল ফেরত তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা গৌতম গোস্বামী ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ভালোবাসা মোড়ে নিজের পাড়ায় বস্ত্র বিলি করলেন। সেখানে শতাধিক দুঃস্থ মহিলাকে নতুন শাড়ি উপহার দেওয়া হয়।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন তিনি। গৌতম বলেন, 'আমি আগেও রাজনীতির মধ্যে দিয়ে সমাজসেবা করেছি। এখন আমি বহিষ্কৃত। তা সত্ত্বেও সেটাই করছি।'

এদিন অরবিন্দপল্লিতে অরবিন্দ ইন্টার ইউনিয়নের পুজোর উদ্বোধন হয়। সেই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মহিলাদের নতুন শাড়ি দেওয়া হয়েছে। এদিন শিলিগুড়িতে 'বয়েজ ৯১'-এর তরফে শিশুদের নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলের ১৯৯১ সালের মাধ্যমিক ব্যাচের পড়ুয়ারাই ওই সংগঠনের সদস্য।

এদিন বিজেপির তরফে পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গাতে রক্তদান শিবির ও বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। শিবিরে ১৫ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। বস্ত্র বিলি কর্মসূচিতে ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য লক্ষ্মী সাহা। অন্যদিকে, 'আমরা বেকার' সংগঠনের তরফে এদিন মাটিগাড়া চা বাগানে শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয়েছে। দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের তরফেও এদিন বস্ত্র বিলি করা হয় সদর চোপড়ায়। উপস্থিত ছিলেন সোমনাথ সিংহ সহ অন্যরা।

ছবি-নম্বর সহ আপত্তিকর পোস্ট

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : সামাজিক মাধ্যমে একই পরিবারের তিন মহিলা ও এক পুরুষের ছবি ও মোবাইল নম্বর সহ একটি পোস্ট করে লেখা হয়, 'এখানে কলগার্ল সার্ভিস দেওয়া হয়'। এরপর সেই পোস্টে দেওয়া নম্বরগুলিতে অহরহ ফোন আসতে থাকে। শেষমেশ তিতিবিরক্ত হয়ে গত শুক্রবার পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের ওই পরিবার শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করে।

ওই পরিবারের সদস্য বুলা লাহিড়ী বলেন, '১৫-২০ দিন ধরে আমি, আমার মা, দিদি এবং বৌদির মোবাইলে লাগাতার অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসছে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে অশ্লীল আবেদন করা হত।' এরপরেই আর বিলম্ব না করে পুলিশের দ্বারস্থ হন বুলা। সামাজিক মাধ্যমে 'সন্দীপ ঘোষ (নট দ্য প্রিন্সিপাল)' নামের একটি আইডি থেকে একাধিকবার ওই পোস্ট করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খুঁটিতে ধাক্কা, জখম দুই

চোপড়া, ৬ অক্টোবর : রবিবার সন্ধ্যায় চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস কলোনি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খুঁটিতে ধাক্কা মারল একটি বাইক। এর ফলে গুরুতর জখম হন বাইকচালক এবং আরোহী।

ঘটনার পর সেখানে ভিড় জমান স্থানীয়রা। ওই দুজনকে উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা সেখানেই চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছেছেন বাইকচালক ও আরোহীর পরিবারের সদস্যরা।

নারী সুরক্ষার বার্তা পুজোমণ্ডপে

নকশালবাড়ি, ৬ অক্টোবর : নকশালবাড়ি থানার সামনে নারী সুরক্ষার বার্তা দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করেছে বাবুপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব। এবার ৬৫ বছরে পা দিতে চলেছে এই পুজো। আরজি করের ঘটনার

পর রাজ্যজুড়ে নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। এই আবহে খোদ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তৃণমূলের অরুণ ঘোষের পাড়ায় নারী সুরক্ষার বার্তা দিচ্ছে ওই ক্লাব। ৩ অক্টোবর ওই পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মণ্ডপ তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি।

পুজোমণ্ডপের ভেতরে ঢুকলেই দেখা যাবে নারী সুরক্ষা নিয়ে নানা বার্তা। আট থেকে আশি, সব বয়সের নারীদের ওপর নির্যাতনের কথা তুলে ধরা হয়েছে ছবির মাধ্যমে। নারীদের আর্তনাদের মধ্যে থাকবে দুর্গা প্রতিমা। ১০ লক্ষ টাকা বাজেটের এই পুজোয় থাকবে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। বাবুপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক বুলন ঘোষ জানান, নকশালবাড়ির পুরোনো পুজোগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। তাঁর কথায়, 'এই পুজোর মাধ্যমে নারী সুরক্ষার বার্তা দেওয়ার ভাবনা প্রথম থেকেই ছিল। আরজি করের ঘটনার সঙ্গে আমাদের থিমের কোনও মিল নেই।' পুজোয় দু'দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা রাজকুমার পাল - কে 27.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65G 71728 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার খবর পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। এই এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমাদের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

সুপারিবোঝাই তিনটি ট্রাক আটক

খড়িবাড়ি, ৬ অক্টোবর : খড়িবাড়ির কদমতলা মোড়ে তিনটি সুপারিবোঝাই ট্রাক আটক করল পুলিশ। অসম থেকে ওই ট্রাকগুলি খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়ক দিয়ে বিহার হয়ে দিল্লির উদ্দেশে যাচ্ছিল। রবিবার ভোরে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ট্রাকচালকদের দাঁড়াতে বলে। কিন্তু তারা কথা শোনেনি। এরপর খড়িবাড়ি পুলিশের সহযোগিতায় ট্রাকগুলিকে খড়িবাড়ি-ভালুকগাড়া রাজ্য সড়কে কদমতলা মোড়ে আটক করা হয়।

ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ তিন ট্রাকচালক দীপ চান, হরিওম এবং চন্দন প্রসাদকে আটক করে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। চালক চন্দন দাবি করেন, তাঁদের গাড়ি ও মালের সমস্ত বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। এরপর খড়িবাড়ি থানায় সন্ধ্যা পর্যন্ত গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জিএসটি চালান সন্দেহজনক।

রাতে এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ট্রাকচালকদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হচ্ছে। যদিও খবর লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ট্রাকগুলি ঘোষপুকুর ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মেয়র পারিষদের নিশানায় গৌতম

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : এর আগে বিভিন্ন সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তো অভিযোগ তুলেছেই যে, মেয়র কাজ করতে পারছেন না। এবারে এই একই অভিযোগ তুললেন খোদ মেয়র পারিষদ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে মাদার টেরেজা রোড। রবিবার সেখানে বেডমিশালি ফেলার সময় মেয়রের বিরুদ্ধে এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। তাঁর অভিযোগ, 'আমাকে নিজে কিনে ওয়ার্ডে আলো লাগাতে হচ্ছে। এটা কি কাউন্সিলারের কাজ? তাহলে মেয়র সাহেব কেন ওখানে বসে বড় বড় কথা বলছেন? তিনি কোনও কাজ করতে পারছেন না।'

তাঁর আরও অভিযোগ, 'মেয়র যেভাবে কাজ করছেন, সেটা ঠিক নয়। তাঁরই দায়িত্ব কোনও সমস্যা থাকলে কিছু না কিছু উপায় বের করে নেওয়া। আসলে তিনি শুধু নাম কামানোর চেষ্টা করেন।' যদিও এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'এব্যাপারে আমি কিছু বলব না। এখন পুজো। সবাই ভালো থাকুক।'

কটাক্ষ

আমার বিরুদ্ধে মেয়র আগেও অনেক অভিযোগ করেছেন। আমি আগেই বলেছি, মুখ খুললে আমাকে আটকানো যাবে না।

- দিলীপ বর্মন, মেয়র পারিষদ

জবাব

এব্যাপারে আমি কিছু বলব না। এখন পুজো। সবাই ভালো থাকুক।

- গৌতম দেব, মেয়র

পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলো সংস্কারের কথা বলা হলেও বাস্তবে কোনও ব্যবস্থাই এখনও পর্যন্ত নজরে পড়েনি। এলাকার এই পরিস্থিতির কথা বিভিন্ন সময় খবরের শিরোনামেও এসেছে। তবে এবারে ওয়ার্ডের যাবতীয় পরিস্থিতির জন্য মেয়রকেই কাঠগড়ায় তুললেন দিলীপ। দিলীপের কথায়, 'আমি এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলি। এলাকার মানুষ যাতে অন্তত পুজোর সময় একটু ভালোভাবে চলতে পারেন, সেজন্য মিশালি দিচ্ছি। ২৫ হাজার ভোট এই ওয়ার্ডে অথচ বাতির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ২১টি বাতি দেওয়া হয়েছে আমাকে ওয়ার্ডে লাগানোর জন্য। কিন্তু এত বড় ওয়ার্ডে এই ২১টি বাতি দিয়ে কী হবে? পবিত্রনগরেই শুধুমাত্র ৬টি বাতি লাগানো হয়েছে। মেন রোডে বাতি কিনে লাগাতে হচ্ছে।'

মেয়রকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন, 'আপনাকে কাজ করতে হবে। এলাকার মানুষের ভোটে আমি জিতেছি। মেয়রের ভোটে নয়। উনি যেভাবে কাজ করছেন, সেটা ঠিক নয়।'

হঠাৎ করে মেয়রের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভের কারণ কী? মেয়র পারিষদের স্পষ্ট কথা, 'খিদে পেলে আমি তো বলবই। এখন তিনি যদি খাওয়ার দিতে না পারেন, তাহলে তাঁর চেহারা দেখে তো লাভ নেই।'

এর আগেও দিলীপ বিভিন্ন সময় বিতর্কিত মন্তব্য করে শিরোনামে এসেছেন। কখনও কৃষি ও বিপণনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, কখনও আবার শিক্ষককে চড় মারার কথা বলেছেন। যা নিয়ে দলের ওপরমহলেও কম অভিযোগ জমা পড়েনি। তা নিয়ে ডোন্ট কেয়ার মনোভাব দিলীপের। উলটে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আমার বিরুদ্ধে মেয়র আগেও অনেক অভিযোগ করেছেন। আমি আগেই বলেছি, মুখ খুললে আমাকে আটকানো যাবে না।'

দার্জিলিং ও সিকিমের যৌথ কমিটি গঠন

উপজাতি স্বীকৃতির দাবি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : নতুন করে পাহাড়ের ১১টি জনজাতিকে উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি সামনে আনলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, একই দাবিতে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। সিকিমের ১২টি জনজাতিকে উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি নিয়ে যৌথ আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী। দাবি আদায়ে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যৌথ কমিটি গঠিত হয়েছে 'জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ফর শিডিউল ট্রাইব ডিমান্ড' নামে। রবিবার শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত একটি বৈঠকে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিকিমের লোকসভার সাংসদ ইন্দ্র হাং সুব্বা, রাজ্যসভার সাংসদ ডিটি লেপচা, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব।

শিলিগুড়িতে বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন রাজু বিস্ট। রবিবার। - সংবাদচিত্র

আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিকে পুরসভার নির্বাচন হবে। অর্থাৎ পুজো শেষ হলেই পুর নির্বাচন নিয়ে পাহাড়ে প্রস্তুতি শুরু করে দেবে রাজনৈতিক দলগুলি। স্বাভাবিকভাবে আবারও সামনে চলে আসবে ১১টি জনজাতিকে উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি। এমন পরিস্থিতিতে রবিবার শিলিগুড়ির একটি হোটেলে জনজাতিগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনের বৈঠক নিয়ে রাজুর বক্তব্য, 'এই দাবি সংবিধানিক। তাই দাবি আদায়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যৌথভাবে গঠিত কমিটি যাবতীয় নথি সংগ্রহের পাশাপাশি আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করবে।'

আগেও একাধিকবার লোকসভায় বিষয়টি তুলেছেন রাজু। বারবার তিনি এ ব্যাপারে চিঠিও দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে। নিজে বিজেপি সাংসদ হওয়ার পরেও কেন দাবি আদায় করতে পারছেন না? রাজুর জবাব, 'কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে না, তা নয়। স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি অনেকটাই এগিয়েছে। তবে সমস্ত কিছু যাতে দ্রুত হয়, তার জন্যই যৌথভাবে কমিটি গঠন করা হয়েছে।'

উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নতুনভাবে তাঁরা তুলে ধরবেন বলে জানান প্রেম। তাঁর বক্তব্য, 'সিকিমে ১২টি জনজাতিকে উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিও সংবিধানের মধ্যে রয়েছে। এখন থেকে সিকিম এবং দার্জিলিং একযোগে কাজ করবে।'

ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি নানান বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে সিকিম এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে। কিন্তু দুই পাহাড়েই ক্ষোভ রয়েছে উপজাতির স্বীকৃতির বিষয়টি নিয়ে। দার্জিলিংয়ের মতো সিকিমেও এই স্বীকৃতির দাবিতে বছরের পর বছর ধরে আন্দোলন চলছে এবং ভোট এলেই একই বিষয় বারবার ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মুদি দোকানে আগুন

খড়িবাড়ি, ৬ অক্টোবর : পুজোর মুখে বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেলেন পানিট্যাঙ্কির ব্যবসায়ীরা। রবিবার ভোরে পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড়ের একটি মুদি দোকানে আগুন লাগে। এর ফলে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় দোকানটি। পথচলতি কয়েকজনের নজরে আসতেই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সেখানে পৌঁছায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশও।

কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার মাধব মল্লিক। পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী বলেন, চলতি বছর মার্চে পানিট্যাঙ্কি বাজারে আগুন লাগে। সেবার ১৩টি দোকান ভস্মীভূত হয়। পুজোর আগে বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেলেন ব্যবসায়ীরা।'

পুলিশের বৈঠক

চোপড়া, ৬ অক্টোবর : পুজোয় ভিড় সামলাতে টোটোচালকদের নিয়ে বৈঠক করল চোপড়া থানার পুলিশ। রবিবার কালাগছ এলাকায় আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ওসি অনির্বাণ ঘোষ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

স্কুলে উমা।। ইসলামপুরের ঠাকুরনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুভময় বণিকের ক্যামেরায়।

ধামোরগছঘাট এবার সাঁকোহীন

মনজুর আলম

চোপড়া, ৬ অক্টোবর : পুজোর আগে চোপড়ার বেরং নদীর উত্তর ধামোরগছ ও ডোক নদীর দক্ষিণ ধামোরগছ ঘাটে সাঁকো তৈরি না হওয়ায় মনখারাপ এই এলাকার বাসিন্দাদের। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই দুই ঘাটে পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। সেতু না থাকায় ভরা বর্ষায় নদীর ওপারের পাঁচটি গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার মানুষের পারাপারের একমাত্র ভরসা নৌকা। এলাকাবাসীদের কথায়, রেওয়াজ রয়েছে চলাচলের সুবিধার জন্য মহালায়ার আগে গ্রামবাসীরা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়। কিন্তু এবছর এখনও সেরকম কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে এই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে।

ধামোরগছ গ্রামের বাসিন্দা দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'প্রত্যেকবার পুজোর আগে সাঁকো হয়ে যেত। এবার এখনও কোনও খবর নেই। পুজোয় কোথাও বেড়াতে গিয়ে রাতে ফিরতে হলে নৌকা পেতে সমস্যা হবে।'

আরও এক বাসিন্দা ললিতা মাড্ডির কথায়, 'গ্রাম থেকে প্রতিদিনই বাইরে যেতে হয়। নৌকায় মাসিক টাকা দিতে হচ্ছে। সাঁকো হলে ভালো হত।' বিষয়টি নিয়ে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'সাঁকোর বিষয়টি নজরে রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

ভেরভেরি, উত্তর ধামোরগছ, আদিবাসীপাড়া, দোমুখো ও দক্ষিণ ধামোরগছ গ্রামের বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে বের হতে হলে একদিকে বেরং নদী পার হয়ে কালাগছের রাস্তা ধরে সদর চোপড়া আসতে হয়। তাই পুজোর আগে সাঁকোর দাবি জোরালো হয়েছে এই এলাকায়।

এই এলাকার বাসিন্দা তনুশ্রী বিশ্বাস বলছেন, 'সাঁকো না থাকায় অনেক সময় বাচ্চাকে ঘুরপথে স্কুলে নিয়ে যেতে হয়।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শিউলি রায়ের স্বামী পরিমল রায়ের বক্তব্য, 'মাঝে নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় সাঁকো তৈরি করা যায়নি।' স্থানীয় তৃণমূল নেতা স্বপন বিশ্বাস বলেন, 'বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে আনা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বস্তও করেছে।'

শিলিগুড়ির বাজারে অভিযান টাস্ক ফোর্সের

শিলিগুড়ির সবজি বাজারে অভিযানে টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। - সংবাদচিত্র

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন বাজারে রবিবার অভিযান চালাল টাস্ক ফোর্স। এদিন মূলত বিধান মার্কেট, বাগরাকোট ও সুভাষপল্লি বাজারে অভিযানে নামেন টাস্ক ফোর্সের কর্তারা। আলু, পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন সবজির দাম খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষি আধিকারিক দেবাশিস ঘোষ বলেন, 'সুভাষপল্লি বাজারের কয়েকটি দোকানে আলুর দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পেয়ে এদিন অভিযানে নেমে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্য বাজারেও বেশ কিছু সবজির দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আমরা ব্যবসায়ীদের বলেছি, কোনওভাবেই বেশি লাভ করা যাবে না। পুজোর সময় যাতে ক্রেতারা সমস্যায় না পড়েন সেই বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

গত কয়েকদিন ধরেই শিলিগুড়ির বাজারগুলিতে বেশ কিছু সবজির দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে সাধারণ মানুষ অভিযোগ করছেন। আলু বেশিরভাগ বাজারে ৩০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হলেও সুভাষপল্লি বাজারের কয়েকটি দোকানে ৩৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজের দাম প্রায় সব বাজারে ৭০ টাকা কিলো। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত যেখানে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৪০ টাকা কিলো দরে। আলু, পেয়াঁজের পাশাপাশি বেগুন, পটল, কাঁচা লংকা, টমেটো, রসুনের দামও খুচরা বাজারে বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিন টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা শিলিগুড়ির তিনটি বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেন। কোনওভাবে যাতে ক্রেতাদের থেকে বেশি দাম নেওয়া না হয় সেই বিষয়টি পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয় বিক্রেতাদের।

> অভিযানে নেমে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে। কোনওভাবেই বেশি লাভ করা যাবে না। পুজোর সময় যাতে ক্রেতারা সমস্যায় না পড়েন সেই বিষয়টি দেখা হচ্ছে।
>
> **-দেবাশিস ঘোষ**
> *মহকুমা কৃষি আধিকারিক*

দুর্ঘটনার শঙ্কা

চোপড়া, ৬ অক্টোবর : সদর চোপড়া এলাকায় জাতীয় সড়কের বেহাল দশায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। তাঁদের অভিযোগ, সড়কের একাধিক জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হলে বালি-পাথর ফেলে গর্ত ভরাট করা হয়। কিন্তু স্থায়ীভাবে রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে না। সেকারণে পুজোয় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'সমস্যার বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

নকশালবাড়ির ডেঙ্গি পরিস্থিতিতে উদ্বেগ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৬ অক্টোবর : হায়দরাবাদ থেকে ফিরে ডেঙ্গি আক্রান্ত হলেন নকশালবাড়ি বাবুপাড়ার এক তরুণ। বর্তমানে তিনি মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জানা গিয়েছে, ওই তরুণ গত ৩০ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদ থেকে বাড়ি ফেরার পর জ্বরে ভুগছিলেন। বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভোগার পর রক্ত পরীক্ষায় গত ৪ অক্টোবর তাঁর ডেঙ্গি পজিটিভ ধরা পড়ে।

পজোর মুখে ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মেলায় চিন্তায় ব্লক প্রশাসন। ইতিমধ্যে নকশালবাড়ি সহ মাটিগাড়া ব্লকের বেশ কয়েকটি এলাকায় এডিস মশার উৎসস্থল নিয়ে চিন্তায় রয়েছে প্রশাসন। বর্তমানে শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকে ৫৬ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ডেঙ্গির লার্ভা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নয়। তবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এরজন্য ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীদের পুজোর মধ্যেও কাজ করতে বলা হয়েছে। প্রতি সংসদ ধরে ধরে রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছে। সমতল এলাকায় প্রতি সপ্তাহে ছয় থেকে সাতজন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলছে।

মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'যে ব্যক্তি ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন, খোঁজ নিয়ে জেনেছি তিনি এখন সুস্থ আছেন। ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে জেলা ও ব্লক প্রশাসন রেগুলার মনিটরিং করছে। ভয়ের কিছু নেই, সাবধানে থাকতে হবে।'

> যে ব্যক্তি ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন, খোঁজ নিয়ে জেনেছি তিনি এখন সুস্থ আছেন। ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে জেলা ও ব্লক প্রশাসন রেগুলার মনিটরিং করছে। ভয়ের কিছু নেই, সাবধানে থাকতে হবে।
>
> **- অরুণ ঘোষ** *সভাধিপতি মহকুমা পরিষদ*

গত ১ থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত যেসব এলাকায় ডেঙ্গি রোগী ধরা পড়েছে, সেইসব এলাকায় এন্টোমোলজিক্যাল টিম সার্ভে শুরু করেছে। তাছাড়া সেইসব এলাকায় সার্ভেতে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। সমীক্ষায় উঠে আসে, ডেঙ্গি মশার জন্য দায়ী এডিশ মশার লার্ভা ধবংস করতে ব্যর্থ ওই এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীরা। বেশ কিছু এলাকায় একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এডিশ মশার লার্ভার উৎসস্থলের রিপোর্ট জমা পড়েছে। ইতিমধ্যেই গত ১ অক্টোবর রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত ও উন্নয়ন দপ্তর ডেঙ্গির সার্ভের জন্য শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার ফান্ড বরাদ্দ করেছে।

এন্টোমোলজিস্টদের সার্ভেতে মাটিগাড়া ব্লকের মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত, পাথরঘাটা, আঠারোখাই, চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সংসদকে রেড এরিয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অপরদিকে, নকশালবাড়ি ব্লকের গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, লোয়ার বাগডোগরা ও আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত, হাতিঘিসা, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২১টি এলাকাকে রেড এরিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঐতিহ্যের পুজো বালিগোড়ার দুর্গা মন্দিরে

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৬ অক্টোবর : বালিগোড়ার দুর্গা মন্দিরে মন্ত্রোচ্চারণের পর শুরু চাকুলিয়ার দুর্গোৎসব। এবছর এই পুজো ২২৪ বছরে পদার্পণ করছে। ১৮০১ সালে তৎকালীন চাকুলিয়ার লাধি এস্টেটের জমিদার অনাদিমোহন দাস বালিগোড়ায় এই দুর্গাপুজোয় প্রচলন করেছিলেন। সে সময় থেকেই ঐতিহ্য মেনে এই মন্দিরে পুজো হয়ে আসছে। এই সাবেকি পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণেই নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জমিদারের প্রজাদের বংশধর মন্দির সংলগ্ন এলাকায় আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা অতুল মণ্ডল বলেন, 'জমিদারি আমলের ঐতিহ্য মেনে আজও পুজোর নিয়মরীতি পালন করা হয়। এই মন্দিরে পুরোহিতের প্রথম মন্ত্রপাঠের পর এলাকার অন্যান্য মন্দিরে পুজো শুরু হয়।'

বালিগোড়ার দুর্গাপুজোর শুরু থেকেই সকল জনসাধারণের জন্য মন্দিরের দরজা খোলা থাকত। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সর্বজনীন এই দুর্গাপুজোয় এলাকার বাসিন্দা ছাড়াও বাইরের ভক্তদের কাছে একইভাবে মনের কোঠায় জায়গা করে নিয়েছে। শোনা যায় প্রজাহিতৈষী জমিদার অনাদিমোহন প্রজাদের উদ্দেশ্যে বালিগোড়ায় এই জমি দান করেছিলেন। তারপর এই জমির ওপর খড়ের চালায় প্রথম পুজো শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই মন্দিরটির পাকাপাকিভাবে তৈরি করা হয়।

পুজো কমিটির সদস্য শম্ভু মণ্ডলের বক্তব্য, 'এই পুজোর বছর বছর ভক্তসমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করছি এবছর সংখ্যাটা আরও বাড়বে।' পুজো কমিটির সদস্যদের কথায়, নবমী থেকে দশমী পর্যন্ত মন্দির চত্বরে মেলা বসে। সমাগম হয় এলাকার বহু মানুষের। পুজোর ক'টা দিন মানুষের মিলনক্ষেত্র তৈরি হয় মন্দির চত্বরে।

পুজোর থিমে সবুজের অঙ্গীকার

বাতাসি পিএসএ ক্লাবে পুজোর প্রস্তুতি। - সংবাদচিত্র

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৬ অক্টোবর : এই পৃথিবীকে নতুন প্রজন্মের বাসযোগ্য করে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে এবার শারদোৎসবে নিজেদের শামিল করতে চলছে বাতাসি পিএসএ ক্লাব। এবছরে এই পুজোর থিম 'সবুজের ধরিত্রী'। প্রতিবছরই খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসির এই পুজোকে ঘিরে শিলিগুড়ি শহরতলির মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। শহরতলির বিগ বাজেটের এই পুজো এবার ৫৮তম বর্ষে পা দিতে চলেছে। এবছর এই পুজোর বাজেট প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ বাসুকিনাথ দত্ত বলেন, 'পৃথিবী আজ দূষিত। নির্দ্বিধায় চলছে পুকুর ভরাট, গাছ কাটা। তৈরি হচ্ছে কলকারখানা। জলাভূমি ও গাছপালা ধ্বংস করা হচ্ছে নির্দ্বিধায়। মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যেই এই থিম।' পুজোর যুগ্ম সম্পাদক মুকুল সরকারের কথায়, 'পুজোর সময় ক্লাবের মাঠে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি চারাগাছ বিতরণ করা হবে। বস্ত্র বিতরণ, নারায়ণসেবার সঙ্গে থাকবে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান।'

পুজো কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, প্যান্ডেলজুড়ে থাকবে অভিনবত্বের ছোঁয়া। পরিবেশবান্ধব ও প্রকৃতিজাত দ্রব্যের সাহায্যে প্যান্ডেলের কাজ করা হচ্ছে। ভুট্টার খোসা, হোগলা পাতা, ম্যানগ্রোভ গাছের লতাপাতা, পেঁপে গাছের ছাল, বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস, ঝাউ গাছ, বাঁশ, কঞ্চি সহ একাধিক প্রাকৃতিক সামগ্রী দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। এই সবুজ গাছপালা, নদী, পুকুরের দূষণমুক্ত সবুজ পৃথিবীর মাঝে একটি ভ্রূণের স্পন্দন অনুভব করতে পারবেন দর্শনার্থীরা। আলো-আঁধারে প্যান্ডেলকে ফুটিয়ে তুলতে ২০ জন কারিগর বিগত দু'মাস ধরে কঠিন পরিশ্রম করে চলেছেন শিলিগুড়ির শিল্পী বাপন ঘোষের নেতৃত্বে।

পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, এবার তাঁদের প্রতিমার ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব থাকবে। প্রতিমার হাতে এবার অস্ত্রের পরিবর্তে থাকবে চারাগাছ। নিপুণ হাতে প্রতিমা তৈরি করছেন বাতাসি কুমোরটুলির শিল্পী সুরঞ্জন পাল। বাতাসির ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পাশের এই পুজোতে সুদৃশ্য তোরণ ও রাস্তাজুড়ে চন্দননগরের রকমারি আলোর ব্যবস্থা করছেন আলোকশিল্পী সবিত্র সরকার।

মহালয়ায় প্রতিমা বরণ সাহাবাড়িতে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : বাড়ির সদস্যদের মঙ্গলকামনায় চার দশক আগে পুজো শুরু করেছিলেন প্রকাশ সাহা। এখন তিনি নেই, কিন্তু তাঁর বংশধররা পুজোর আয়োজনে কোনও খামতি রাখেন না। মহালয়া থেকেই পুজো শুরু হয়ে যায় শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার সাহাবাড়িতে। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি দিনরাত বাড়িতে অতিথিদের ভিড় লেগেই থাকে।

দেশবন্ধুপাড়ায় বনেদিবাড়ির পুজো বলতে প্রথমেই নাম ওঠে সাহাবাড়ির পুজোর। যৌথ পরিবারের পুজো। ১৯৮৩ সালে সাহা পরিবারের কর্তা প্রকাশ সাহা সন্তানদের মঙ্গলের কথা ভেবে পুজো শুরু করেছিলেন। প্রথম থেকে কলকাতার কুমোরটুলি থেকে বড় ট্রাকে করে প্রতিমা আনা হয়। মৃৎশিল্পী প্রদীপরুদ্র পালের তৈরি সেই প্রতিমার মুখ দেখতে শহর তো বটেই, শহরতলি দেখেও অনেকে ভিড় জমান। রীতি অনুযায়ী এখনও মহালয়ার দিন বরণ করে মণ্ডপে প্রতিমা স্থাপন করা হয়। দেবীকে পরানো হয় সোনার অলংকার। প্রকাশ সাহার পর তাঁর চার ছেলে পুজোর দায়ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। ছেলে প্রসেনজিৎ সাহা বললেন, 'বাবার হাতে সেই কবে পুজো শুরু হয়েছিল। এখনও চেষ্টা করি, একইভাবে পুজো করার। পরিবারের সবাই মিলে পুজোয় দারুণ আনন্দ করে দিন কাটাই।' জানালেন, পুজোর কয়েকটা দিন রকমারি পদ দিয়ে চলে পেটপুজো। সেইসঙ্গে পরিবারের তরফে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

নিমন্ত্রিতরাও চলে আসেন পঞ্চমীতে। শুধু আত্মীয় বা বাড়ির লোকেরা নন, সাহাবাড়ির পুজোর জন্য অপেক্ষা করেন আশপাশের এলাকার মানুষও। এই পুজো এতটাই নিয়মনিষ্ঠা মেনে করা হয় যে সকলের মন ছুঁয়ে যায়। অষ্টমীর অঞ্জলি, পাতপেড়ে ভোগ খাওয়া থেকে শুরু করে দশমীতে মাকে বরণ করে সিঁদুরখেলা, সবেতেই একসঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠেন এলাকাবাসী। এই পুজোতে প্রত্যেকবার অঞ্জলি দিতে যান গোপাল মোড়ের দেবিকা নাথ। তাঁর কথায়, 'গত দশ বছর ধরে সাহাবাড়ির পুজোয় অষ্টমীর অঞ্জলি দিই। এত সুন্দর করে পুজোর আয়োজন করা হয় যে মন ভরে যায়।'

গতবছরের সাহাবাড়ির দুর্গা প্রতিমা। - ফাইল চিত্র

প্রকাশের নাতি পুষ্পল সাহা আবার পুজোয় বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতেও পারেন না। তিনি বললেন, 'পুজোর কয়েকদিন ভাইবোনেরা মিলে পরিবারের সবাই হইহুল্লোড় করে সময় কাটাই। এই দিনগুলোর জন্য সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি। বাইরে থেকেও আমাদের অনেক আত্মীয় এইসময় বাড়ি ফেরেন।' পুজোর বেশি দেরি নেই। তার আগে পুজোর হাজারটা কাজ নিয়ে চরম ব্যস্ত সাহাবাড়ির বৌমা শিপ্রা, অপর্ণা, পূরবী, মালারা।

বৈঠকে জয়শংকর-মুইজু। নয়াদিল্লি।

ভারত সফরে মহম্মদ মুইজু

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : অবশেষে সরকারিভাবে ভারত সফরে এলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজু। রবিবার দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং। ৪ দিনের সফরে মুইজুর সঙ্গী তাঁর স্ত্রী সাজিদা মহম্মদ। চলতি সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক মন্ত্রী-আমলার সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। ২০২৩-এর নভেম্বরে ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মালদ্বীপে ক্ষমতায় এসেছিলেন মুইজু।

প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রথম বিদেশ সফরে ভারতে আসার প্রথা ভেঙে তুরস্কে গিয়েছিলেন তিনি। পার্লামেন্ট নির্বাচনেও ভারত বিরোধী প্রচারকে হাতিয়ার করে মুইজুর দল। তাঁর দাবি মেনে সেদেশে ত্রাণ-উদ্ধার কাজ এবং এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় সেনাদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মুইজু সরকারের একাধিক মন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে করা কটূক্তি নিয়েও দু-দেশের মধ্যে ব্যাপক টানাপোড়েন চলেছে। তবে গত কয়েক মাসে মালদ্বীপের আর্থিক সংকট তীব্রতর হয়েছে। ভারতের সাহায্য না পেলে মালদ্বীপ দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মুইজুর ভারত সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

পঞ্জাবে আপ নেতাকে গুলি

চণ্ডীগড়, ৬ অক্টোবর : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক হিংসা পঞ্জাবে। ঘটনাটি ঘটেছে ফজলিকা জেলায়। স্থানীয় আপ নেতা মনদীপ সিং ব্রারকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে শিরোমণি অকালি দলের নেতা বরদেব সিং মানের বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, ব্লক ডেভেলপমেন্ট এবং পঞ্চায়েত অফিসারের দপ্তরের বাইরে প্রাক্তন সাংসদ জোরা সিং মানের ছেলে বরদেব আপ নেতা মনদীপের সঙ্গে প্রথমে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। হঠাৎই মনদীপকে গুলি করেন অকালি নেতা। গুলিবিদ্ধ আপ নেতাকে প্রথমে জালালাবাদের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। পরে তাঁকে লুধিয়ানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পঞ্জাবে ১৫ অক্টোবর পঞ্চায়েত ভোট।

অসম তৃণমূলের দায়িত্বে মলয়

গুয়াহাটি ও কলকাতা, ৬ অক্টোবর : তৃণমূল কংগ্রেসের অসম শাখার দায়িত্ব দেওয়া হল মলয় ঘটককে। দলের তরফে জারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে অসম তৃণমূল কংগ্রেসের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। লোকসভা ভোটে অসমে ৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু দাগ কাটতে পারেনি। এরপর সেপ্টেম্বরের শুরুতে রাজ্য সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন রিপুন বোরা। তাঁর সঙ্গেই দল ছেড়েছেন বেশ কয়েকজন নেতা ও পদাধিকারী। তখন থেকে রাজ্যে তৃণমূলের সভাপতি পদটি ফাঁকা রয়েছে। সাংগঠনিক কাজকর্মেও ভাটার টান। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের এক নেতাকে অসমে তৃণমূলকে শক্তি জোগানোর দায়িত্ব দেওয়া হল। এপ্রসঙ্গে মলয় ঘটক বলেন, 'দল আমায় দায়িত্ব দিলে অবশ্যই সেই দায়িত্ব পালন করব।'

গাজার মসজিদে হামলা, হত ২১

গাজা, ৬ অক্টোবর : লেবাননে হিজবুল্লার সমান্তরালে গাজায় প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধেও হামলার তীব্রতা বাড়াল ইজরায়েল। রবিবার ভোররাতে মধ্য গাজার একটি মসজিদে বোমা বর্ষণ করেছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। হামলায় কমপক্ষে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বেশ কয়েকজন। ইজরায়েলের দাবি, দেইর আল-বালাহ অঞ্চলের ওই মসজিদটি হামাস জঙ্গিরা কমান্ড সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করছিল। যদিও গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি, মসজিদে গৃহহীনরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেন, 'মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহতে আল-আকসা শহিদ হাসপাতালের গেটের সামনে অবস্থিত মসজিদটিতে বহু ঘরছাড়া মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে ইজরায়েলি বিমান হামলায় ২১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।'

নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে বাম-বিজেপির বিক্ষোভ কুলতলিতে

৩ মাসে শাস্তি, আশ্বাস মমতার

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : কুলতলিতে নাবালিকা খুন ও ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনাতেও তিন মাসের মধ্যে ফাঁসির শাস্তি চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বডিগার্ড লাইনসে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করে মমতা বলেন, 'এরাজ্যে কয়েকটি ঘটনা নিয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি হচ্ছে।' ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সব ক্ষেত্রেই কড়া অ্যাকশন হবে। ইতিমধ্যেই তিনটি ঘটনায় ফাঁসির আদেশ রয়েছে। আমি চাই কুলতলির ঘটনাতেও পুলিশ পকসো আদালতে মামলাটি নিয়ে গিয়ে তিন মাসে শাস্তির ব্যবস্থা করুক।' সাম্প্রতিক খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় 'মিডিয়া ট্রায়াল'-এর অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'এভাবে ধর্ষিতাকে নিয়ে মিডিয়া ট্রায়াল করা যায় না। তাতে তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে।'

রবিবার কলকাতার এক পুজো উদ্বোধনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুলিশ কর্মীদের দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করে মমতা পুলিশের মনোবল বাড়াতে পুলিশ বাহিনীর প্রতি সরকারের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। যেভাবে পুলিশের 'ছোটখাটো ভুল' নিয়ে হইচই হচ্ছে তাতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। তিনি বলেন, 'বন্যাত্রাণ থেকে পুজো সবসময়ই পুলিশ বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। কিন্তু এগুলো কেউ মনে রাখে না। হাজারো কাজের মধ্যে নিজেদের অজান্তে একটু ভুল হলেই তা নিয়ে অনেক কুৎসা ও অপপ্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে কাজ করে তারই ভুল হয়।' পুলিশ বাহিনীকে সাহস জুগিয়ে তিনি বলেন, 'তোমাদের বিরুদ্ধে কে কী বলল তা নিয়ে পরোয়া কোর না। কাজ করলে গালাগাল খেতে হবে। কিন্তু বাহিনীকে আরও কঠিন হতে হবে। কখনও নরম আবার কখনও রাফ অ্যান্ড টাফ হতে হবে। মানবিক দিক থেকে নিশ্চয়ই দেখবে, কিন্তু শয়তানকে ক্ষমা করবে না। পুলিশ বাহিনীর পিছনে সরকারের পুরোপুরি সমর্থন রয়েছে।'

বহু ঘটনা নিয়ে কিছু মানুষ ভুল তথ্য প্রচার করছে। এই অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'যখন যেখানে ভুল খবর দেখবেন, সেই ছবির ওপর ফেক লিখে পোস্ট করে দেবেন। যাঁরা এভাবে ভুল খবর ধরতে সাহায্য করবেন, অপরাধীদের ধরতে সাহায্য করবেন তাঁদের জন্য ১০০টি পুরস্কার থাকবে। প্রয়োজনে সেই মহিলাদের চাকরিও দেওয়া হবে।'

সাম্প্রতিক সময়ে অপরাধ বাড়ার জন্য তিনি চলচ্চিত্রের পাশাপাশি বিশেষভাবে সিরিয়ালকে দায়ী করেন। বলেন, 'সিরিয়ালগুলিতে যেভাবে অপরাধের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে, তাতে ছোটদের ক্ষতি হচ্ছে। এখান থেকেই অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। আমি টিভিতে এসব দেখলে বন্ধ করে দিই।' রাস্তায় নেমে আন্দোলন করলে শাসকদলের শক্তিবৃদ্ধি হয় বলে উল্লেখ করেন মমতা।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কামদুনিতে বলেছিলেন ১৫ দিন, আরজি করের ক্ষেত্রে ৭ দিন আর এখন ৩ মাসে শাস্তির কথা বলছেন। মুখ্যমন্ত্রী আগে নজর দিক যে রাজ্যে দুর্নীতি বাড়ছে কেন এবং ধর্ষকরা এত সাহস কী করে পাচ্ছে?' বিজেপি পরিষদীয় দলের নেতা শংকর ঘোষ বলেন, '২০১১-র পর যা যা আশ্বাস দিয়েছেন তার কোনওটাই বাস্তবায়িত হয়নি। উনি অপরাধীদের শাস্তির থেকেও তাদের আড়াল করতেই বিশেষ সিদ্ধহস্ত।'

পকসো'র ধারা না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ কোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : কুলতলি কাণ্ডে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় পুলিশ পকসো আইনের ধারা যুক্ত না করায় তীব্র ক্ষোভ জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। রবিবার মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য উঠলে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, 'নির্যাতিতার বয়স ১০ বছর হওয়া সত্ত্বেও কেন পকসো আইন যুক্ত করা হয়নি? অভিযুক্তকে এরপর থেকে পকসো আদালতে পেশ করবেন।'

হাইকোর্ট যা বলল

- নির্যাতিতার বয়স ১০ বছরের কম হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ কেন পকসো আইন যুক্ত করেনি
- পুলিশকে পকসো ধারা যুক্ত করতে হবে
- কল্যাণী এইমসে ময়নাতদন্তের পরিকাঠামো না থাকলে জেএনএমে করতে হবে
- জেএনএম হাসপাতালের কোনও চিকিৎসক বা কর্মী ময়নাতদন্তে অংশ নিতে পারবেন না
- বারুইপুর কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকবেন
- মৃতদেহের চালান সমেত সমস্ত কিছু তথ্য এইমসের সুপারকে হস্তান্তর করতে হবে

জয়নগরে ১০ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল কুলতলি। বিচারের দাবিতে রবিবারও সকাল থেকে পথে নেমেছেন স্থানীয়রা। কলকাতা হাইকোর্টের ওপর আস্থা রেখে তার দ্বারস্থ হয়েছে নাবালিকার পরিবার। ঘটনাটি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। দুপুর ২টোয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের আপৎকালীন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। বিচারপতি নির্দেশ দেন, সোমবার পৌনে ১২টার মধ্যে মৃতদেহ নিয়ে কল্যাণী এইমসে পৌঁছোতে হবে। বারুইপুর আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ওখানে ময়নাতদন্ত করতে হবে। যদি সেখানে সঠিক পরিকাঠামো না থাকে, তাহলে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে এইমসের চিকিৎসকরাই ময়নাতদন্ত করবেন। ঘটনার পর থেকেই কুলতলিতে রাজনৈতিক তর্জা চলছে। দফায় দফায় রাজ্য-প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বাম-বিজেপি। পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দুটি মামলা রুজু করেছে। সেই এফআইআরগুলিতে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর, অগ্নিমিত্রা পলের নাম রয়েছে। কাঁটাপুকুর মর্গে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছেন দুই তরুণ।

নাবালিকার পরিবার কেন্দ্রীয় কোনও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করাতে চেয়ে বারুইপুর আদালতের দ্বারস্থ হয় নাবালিকার পরিবার। তবে ওই আদালতের এই নির্দেশ দেওয়ার এক্তিয়ার না থাকায় পরিবারের আর্জি হাইকোর্টে পেশ করে রাজ্য পুলিশ। বিচারপতির প্রশ্ন, 'সুরতহাল রিপোর্টে যৌন নির্যাতনের ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও পুলিশ পকসো আইনে কেন মামলা রুজু করেনি?' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত উত্তরে জানান, পুলিশ আলাদা করে আবেদন করে পকসো ধারা যুক্ত করে নেবে। নির্যাতিতার ময়নাতদন্তের জন্য কমান্ড হাসপাতাল, জোকা ইএসআই হাসপাতালে নাম ওঠে। শেষে কল্যাণী এইমসে পাঠানোর বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। বিচারপতি নির্দেশ দেন ময়নাতদন্তের সময় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বারুইপুরের এসিজেএম উপস্থিত থাকবেন। ময়নাতদন্তের ভিডিওগ্রাফি করতে হবে। ময়নাতদন্তের কক্ষের বাইরে থেকে সমগ্র প্রক্রিয়াটি ভার্চুয়ালি দেখতে পারবেন তার মা-বাবা। কল্যাণীর এসডিপিও সমগ্র ঘটনার নজরদারি করবেন।

ষষ্ঠী থেকে ধর্নায় অভয়ার বাবা-মা

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : বছর তিনেক আগে হইহই করে তাঁর উদ্যোগেই বাড়িতে শুরু হয়েছিল অসুরদলনীর পুজো। ছোট গ্যারাজে একচালা প্রতিমা এনে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে আনন্দে মেতে থাকতেন আরজি করের নির্যাতিতা। এবছর একরাশ বিষাদ গ্রাস করেছে তাঁর মা-বাবাকে। নিস্তব্ধ বাড়িতে বরং এবছর বোধনের দিনই বিসর্জনের বিষাদ। শুনশান বাড়ির সামনেই মেয়ের স্মৃতিতে ধর্নামঞ্চ করে ষষ্ঠী থেকে অবস্থানে বসবেন তাঁরা। সঙ্গে থাকবেন পরিবারের লোকজন। সহমর্মী কেউ চাইলে যোগ দিতে পারেন বলেও জানিয়েছেন নির্যাতিতার মা-বাবা।

চোখের জল বাঁধ মানছে না মায়ের। বললেন, 'আমার দুর্গার আগেই বিসর্জন হয়ে গিয়েছে।' খানিক সামলে সাহস নিয়ে জানালেন, এখনও লড়াই বাকি রয়েছে। এবছরও পুজোর পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন নির্যাতিতা। মাস তিনেক আগে ঢাকের বায়না দিয়ে রেখেছিলেন। নাড়ু বানানো থেকে পুজোর প্রস্তুতি সবটাই নিজের হাতে করতেন তিলোত্তমা। পুজোর সময় ডিউটি থাকলেও যেটুকু সময় পেতেন, তাতে পুজোর জোগাড়ে ব্যস্ত থাকতেন। কথাগুলি বলতে বলতেই মা-বাবার চোখ বেয়ে অঝোর ধারা। পরিবারের এই ধর্নামঞ্চে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা চাইলে আসতে পারেন বলে জানান তাঁর বাবা। তিনি বলেন, 'রাজনীতিকরা চাইলে আসতে পারেন, তবে মঞ্চে তাঁদের স্থান হবে না। আমরা চাই না রাজনীতির রং লাগুক।' জুনিয়ার ডাক্তারদের আমরণ অনশন প্রসঙ্গে নির্যাতিতার মা বলেন, 'ওরা না খেয়ে আছে। আমি এখন ওদেরও মা। মুখ্যমন্ত্রীকে ওদের সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করব।' সরকারকে মানবিক হওয়ার আবেদন জানান তিনি।

কলকাতার ত্রিধারার দুর্গা প্রতিমা। (নীচে) নাকতলা উদয়ন সংঘের মণ্ডপ। ছবি-রাজীব মণ্ডল

ট্রাম্পের পাশে এক্স কর্তা মাস্ক

ওয়াশিংটন, ৬ অক্টোবর : ভক্ত হলেও এই প্রথম ট্রাম্পের জনসভায় এলন মাস্ক। শনিবার পেনসিলভেনিয়ার বাটলারে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনে মাত্র সাত মিনিটের বক্তৃতায় কাঁপিয়ে দিলেন টেসলার প্রধান। এক্স হ্যান্ডেলের মালিক বিলিয়নেয়ার মাস্ক নির্বাচনি লড়াইয়েই জোর দিয়েছেন।

এলন মাস্ক রিপাবলিকান সমর্থকদের উদ্দেশে জানিয়েছেন, সবার ভোট পেতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এবার না পারলে আর হবে না, এই সতর্কবাণীও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। চলতি বছরের জুলাইয়ে পেনসিলভেনিয়াতেই গুলি লেগেছিল ট্রাম্পের কানে। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে একহাত নিয়ে এলনের কটাক্ষ, 'আমাদের এমন একজন প্রেসিডেন্ট আছেন যিনি সিঁড়ি দিয়ে বিমানে উঠতে পর্যন্ত পারেননি, আবার এমন একজন রয়েছেন যিনি গুলি খেয়েও মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে আছেন।' ট্রাম্পকে আগেই জানিয়েছেন, '২০২৪-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। আগুনের মধ্যে থেকে সাহস দেখানোই প্রকৃত পরীক্ষা।'

নদীতে তলিয়ে গেল ৭ শিশু

পাটনা, ৬ অক্টোবর : ভরা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল ৭টি শিশু। তারা একই পরিবারের সদস্য। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের রোহতাস জেলায়। পুলিশ সূত্রে খবর, শিশুগুলি স্থানীয় তুংবা গ্রামের বাসিন্দা। রবিবার সকালে তারা সোন নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। সকলের বয়স ৮-১২ বছর। একটি শিশু গভীর জলে চলে যায়। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে বাকিরা। গ্রামবাসীরা তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করার আগেই সবাই তলিয়ে যায়।

ধর্ষণের পর খুন, অভিযুক্তকে পিটিয়ে হত্যা পটাশপুরে

চিত্ত মাহাতো

পটাশপুর, ৬ অক্টোবর : এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে কীটনাশক খাইয়ে প্রাণে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানা এলাকায় ঘটেছে। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী রবিবার সকালে সেই অভিযুক্তকে বাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে রাস্তায় ফেলে গণধোলাই দেয়। লাঠি, বাঁশ নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রামের মহিলাবাহিনী। অভিযুক্তকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে এগরা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, ৪ অক্টোবর দুপুর নাগাদ বাড়ির পেছনের মাঠে গোরু-ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন নির্যাতিতা ওই মহিলা। সেখান থেকেই তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে নির্যাতিতার মুখে জোর করে বিষ ঢেলে সে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি যখন সবার নজরে আসে সেই সময় ওই মহিলা বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে ছিলেন এবং তাঁর মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছিল। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তমলুকের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসা করা হয়। রবিবার ভোররাতে সেখানেই মহিলার মৃত্যু হয়। ঘটনাটিকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় আখ্যা দিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য জানান, ওই মহিলার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া মেনে ইতিমধ্যে মহিলার মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মৃতার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত প্রতিবেশী ওই মহিলার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তাদের বাড়ির দূরত্বও খুব সামান্য। ঘটনার সূত্রপাত অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিবেশী অন্য এক মহিলার অবৈধ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। তাদের কোনও একসময় ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন ওই নির্যাতিতা গৃহবধূ। ওই খবর পাঁচকান হতেই গৃহবধূকে একাধিকবার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই কারণে শুক্রবার মহিলাকে একা পেয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে মুখে বিষ ঢালা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

গণধোলাইয়ে মৃত ওই ব্যক্তির নাম সুখচাঁদ মাইতি। এই ঘটনার ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে গ্রামের মহিলারা রীতিমতো বাঁশ, লাঠি দিয়ে ওই ব্যক্তিকে রাস্তায় ফেলে মারধর করছে। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। অভিযুক্তের মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি ঘটনারও পৃথক তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভাগবতের মন্তব্যে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি দেশ থেকে সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দিতে চান বলে বারবার অভিযোগ শানায় বিজেপি। অথচ এবার আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত যেভাবে সমস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে জাতপাত ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন তাতে পরোক্ষে সংরক্ষণ ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। রাজস্থানের বরনের একটি সভায় সরসংঘচালক বলেন, 'ভাষা, জাতপাত এবং আঞ্চলিক মতবিরোধ দূরে সরিয়ে সুরক্ষার স্বার্থে হিন্দু সমাজের উচিত অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হওয়া।' ভারতকে আরও একবার হিন্দুরাষ্ট্র বলে আখ্যা দিয়ে ভাগবত বলেন, 'হিন্দু শব্দটা এখানে আসার আগে থেকেই আমরা ভারতে বাস করছি। হিন্দুরা সবাইকে আপন করে নিয়েছে। লাগাতার আলোচনার মাধ্যমে সবাই সম্প্রীতির পরিবেশে বিরাজ করেছে।' তবে জাতপাত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধিতার সুর শোনা গিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের গলাতেও। তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, 'হিন্দুরা যদি বিভাজিত হয় তাহলে আমরা সবাই মারা যাব।'

কেজরির তির

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার ছত্রসাল স্টেডিয়ামে 'জনতা কি আদালত' কর্মসূচিতে তিনি বলেছেন, 'মানুষজন বলছে মোদি ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও কিছুই করেননি। উনি যদি এখন, অন্তত শেষ বছরে কিছু একটা করেন, তাহলে মানুষ বলবে, কিছু করার চেষ্টা করেছেন। দিল্লিতে ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট রয়েছে। উনি যদি ২২টি রাজ্যে বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেন তাহলে আমি ওঁর হয়ে প্রচার করব।'

ধর্ষণে রাজ্যপালের সুরেই গণপিটুনির দাওয়াই শুভেন্দুর

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : রাজ্যে লাগাতার খুন ও ধর্ষণে রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাৎপর্যপূর্ণভাবে রবিবার তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে প্রতিরোধের কথা। একইদিনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পটাশপুরের ধর্ষক ও খুনিকে লাঠি, বাঁশ নিয়ে গণপিটুনি দেওয়াকে 'উচিত শিক্ষা' বলে মন্তব্য করে কার্যত গণপিটুনির দাওয়াইকেই সিলমোহর দিলেন। যদিও বিরোধী দলনেতা হিসাবে গণপিটুনিকে সমর্থন করেন না বলেও জানিয়েছেন তিনি।

আরজি করের ডাক্তার ছাত্রীর খুন ও ধর্ষণের পর রাজ্যজুড়ে লাগাতার এই ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন কুলতলি কাণ্ড। এদিন কুলতলি কাণ্ডের জেরে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে রাজ্যপাল বলেছেন, 'সঠিক সময় সঠিক পদক্ষেপ না করাতেই ধর্ষণের মতো ঘটনা বেড়ে চলেছে।'

আরজি কর কাণ্ডের পর মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত তদন্ত শেষ করে অপরাধীর ফাঁসির দাবি করেছিলেন। পরে সেই লক্ষ্যে আইন সংশোধন করতে বিধানসভায় অপরাজিতা বিল এনেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই বিলে এখনও অনুমোদন মেলেনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও ধর্ষককে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এদিন কুলতলি প্রসঙ্গেও রাজ্যপালের মুখেও শোনা গেল প্রতিরোধের কথা। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেছেন, 'এই জঘন্য অপরাধের জন্য কড়া পদক্ষেপ জরুরি। নাহলে মনে হবে রাজ্য ধর্ষণ ও হিংসাকে উৎসাহ দিচ্ছে। এটা কোনও কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। সরকারের বোঝা উচিত যে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো।' আবার এদিনই কুলতলির ঘটনায় মন্তব্য করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'কুলতলির মতো পটাশপুরেও ঘটেছে। সেখানে জনগণ যা শিক্ষা দেওয়ার দিয়েছে। আমি গণপিটুনিকে সমর্থন করি না কিন্তু আজ পটাশপুরের মানুষ লাঠি, বাঁশ নিয়ে বিরোধী ধর্ষক, খুনিকে পেটাল কেন?' শুভেন্দুর মতে, এজন্য রাজ্য সরকার ও প্রশাসনই দায়ী। বিরোধী দলনেতার মতে, যখন আইনের ওপর মানুষের আস্থা চলে যায় তখন মানুষ বাধ্য হয় আইন নিজের হাতে তুলে নিতে। এই অবস্থাই হয়েছে এরাজ্যের।

১,৮০০ কোটির মাদক উদ্ধার

নয়াদিল্লি ও ভোপাল, ৬ অক্টোবর : দিল্লির পর এবার মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব। আরও দুই রাজ্য থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধারের ঘটনা সামনে এল। শনিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালের একটি কারখানায় হানা দেয় দিল্লির মাদক-বিরোধী সংস্থা এনসিবি এবং গুজরাট পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। যৌথ তল্লাশিতে প্রচুর মাদক উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৫৬২ কেজি কোকেন ও ৪০ কেজি হাইড্রোফোনিক মারিজুয়ানা। যার বাজারদর ১,৮১৪ কোটি টাকা।

রবিবার মধ্যপ্রদেশ থেকে মাদক উদ্ধারের কথা জানিয়েছেন গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সিংভি। তিনি বলেন, 'গুজরাট এটিএস এবং এনসিবি-দিল্লি মাদক-বিরোধী লড়াইয়ে বড় সাফল্য পেয়েছে।

তারা মধ্যপ্রদেশের একটি কারখানায় অভিযান চালিয়ে মাদক ও মাদক তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণ বাজেয়াপ্ত করেছে। এগুলির মোট বাজারদর ১,৮১৪ কোটি টাকা।' মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মধ্যপ্রদেশে কারখানা চালানোর আড়ালে মাদক তৈরি ও পাচার করা হচ্ছিল।

২ অক্টোবর দক্ষিণ দিল্লি থেকে ৫০০ কেজি মাদক উদ্ধার হয়েছিল। বাজারে এর দাম ৫,৬০০ কোটি টাকা। মাদকচক্রের মূল পান্ডা বীরেন্দ্র বাসোয়া পালিয়ে গেলেও তুষার গয়াল, জিতেন্দ্র পাল সিং, হিমাংশু কুমার, ঔরঙ্গজেব সিদ্দিকি এবং ভরতকুমার জৈন নামে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের জেরা করেই মধ্যপ্রদেশ ও পঞ্জাবে মাদকচক্রের খোঁজ মিলেছে। দিল্লিতে ধৃত পঞ্জাবের বাসিন্দা জিতেন্দ্রর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অমৃতসরের এক গ্রামে তল্লাশি চালায় এনসিবি। সেখানে একটি বিলাসবহুল গাড়ি থেকে ১০ কোটি টাকার কোকেন উদ্ধার হয়। বীরেন্দ্র বাসোয়ার খোঁজে বিভিন্ন রাজ্যে তল্লাশি চলছে। জারি হয়েছে লুক আউট নোটিশ।

সোমবার, ২০ আশ্বিন ১৪৩১, ৭ অক্টোবর ২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৪১ সংখ্যা

উৎসব ও আন্দোলন

আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের জেরে বাংলার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে রাজ্যবাসীকে উৎসবে ফেরার আহ্বান জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই আহ্বান নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। বাস্তবে কিন্তু মহানগরী উৎসবের আলোয় সেজে উঠতেই মানুষ মণ্ডপমুখী হয়ে গিয়েছে। টালা থেকে টালিগঞ্জ, বেহালা থেকে বাগুইআটি- রাতভর সেই চিরপরিচিত জনস্রোত দেখা যাচ্ছে।

পুজো শেষে কলকাতায় এবং জেলায় জেলায় পূর্ণ জৌলুস নিয়ে কার্নিভালের ঘোষণাকেও আর অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে না। কাল বাদে পরশু দেবীর বোধন। ইতিমধ্যে উৎসবের জন্য পুরোপুরি তৈরি কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার। তবুও কোথায় যেন একটা বিষাদের সুর। তিলোত্তমাই নেই তিলোত্তমায়। সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি হচ্ছে। চলছে সিবিআই তদন্ত। কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেও আন্দোলনে অনড় জুনিয়ার ডাক্তাররা।

তিলোত্তমার খুন-ধর্ষণের সুবিচার, হাসপাতালে নিরাপত্তা বিষয়ক দশ দফা দাবিতে তাঁরা আমরণ অনশনে বসেছেন। আপাতত তাতে শামিল ৬ জন জুনিয়ার ডাক্তার। জুনিয়ার ডাক্তাররা অবশ্য কথা দিয়েছেন, নিজেরা পুজো-উৎসবে না থাকলেও অন্যদের পুজো-উৎসবে বাধা দেবেন না। মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকের পর জুনিয়ার ডাক্তারদের ৪২ দিনের কর্মবিরতি উঠেছিল ২১ সেপ্টেম্বর। দিনকয়েক জরুরি বিভাগে কাজ করার পর ১ অক্টোবর থেকে ফের কর্মবিরতি শুরু হয়েছিল।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ-দাবিদাওয়া নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঘটনা যে, গত ৫৫-৫৬ দিন ধরে সরকারি হাসপাতালগুলোয় চিকিৎসা পরিষেবা অনেকটাই বিপর্যস্ত। বিনা চিকিৎসায় অন্তত ৩৫-৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারের অভিযোগ। সরকারি হাসপাতাল যাদের একমাত্র ভরসা, সেই সাধারণ গরিব মানুষের ভোগান্তি এতে চরমে ওঠে।

প্রশ্ন উঠেছিল, দিনের পর দিন পূর্ণ বা আংশিক কর্মবিরতি চালিয়ে গেলেই কি নির্যাতিতার খুন-ধর্ষণের ন্যায়বিচার পাওয়া নিশ্চিত হবে? রাজ্য সরকারকে চাপে রাখা অবশ্যই জরুরি। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, মুখ্যসচিবের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর খুব সামান্যই বাস্তবায়িত হয়েছে। এই অভিযোগ মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়, সবসময় কর্মবিরতিই কি সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হবে?

যে কোনও মামলার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে তদন্ত ঠিকমতো হওয়া দরকার। অন্যথায় বিচারপতিদের করণীয় কিছু থাকে না। তদন্ত রিপোর্ট, চার্জশিটের ওপরে নির্ভর করে বিচার ও রায়দান। তাছাড়া মুখে যে যাই বলুন, বিচার একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। মামলার নিষ্পত্তি হতে অনেক সময় নিম্ন আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত অনেক ধাপ পেরোতে হয়। মিছিল, মহামিছিল বা অবরোধ করে সুবিচার চাইলেই চটজলদি সমাধান হয় না সবসময়।

কর্মস্থলে মহিলা ডাক্তারদের উপযুক্ত নিরাপত্তা অবশ্যই দরকার। প্রশ্ন হল, শুধু মহিলা ডাক্তারদের নিরাপত্তা থাকলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? অনেক ক্ষেত্রেই তো মহিলাদের রাত পর্যন্ত কর্মস্থলে থাকতে হয়। রোজগারের তাগিদে কত মহিলাকে কতদূরে যেতে হয়, রাতবিরেতে সম্মান ও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ফিরতে হয়। নিরাপত্তা তাঁদেরও প্রাপ্য। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি অন্য ক্ষেত্রের মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টিতেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

শুধু কঠোর আইন প্রণয়ন করে, অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, হাসপাতালে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেই কি মহিলাদের ধর্ষণ-খুন বন্ধ করা সম্ভব? পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটলে এ ধরনের অপরাধ ঠেকানো অসম্ভব। আরজি কর আবহে রাজ্যজুড়ে হইচইয়ের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে চতুর্থ শ্রেণির নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ উঠেছে। একই অভিযোগ সামনে এল পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শিশুরা নিজের পরিবারেও সবসময় নিরাপদ নয়। অভিযুক্ত কোথাও দাদা, কোথাও বাবা, কোথাও নিকটাত্মীয়। যতদিন পুরুষের মধ্যে এই অপরাধপ্রবণতা থাকবে, ততদিন তিলোত্তমারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিতই থাকবে।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

আজও যা বাঙালির প্রাণের মিলনমেলা

কে গির্জায় যায়, কে মুসলমান, কে কোন বর্ণের, দুর্গাপুজোয় মহিলাদের উদযাপনে এসব প্রশ্ন আসে না বাংলায়।

সৈয়দ তানভীর নাসরীন

'কতবার তোমাকে বলেছি হিসেব করে খরচ করো। মোবাইল রিচার্জের জন্য যে টাকাটা দিলাম, সেটা তুমি কীসে খরচ করে দিলে? সামনে পুজো আসছে, কত খরচ খেয়াল রাখবে না?'

পিছন থেকে নারীকণ্ঠে উচ্চকিত অভিযোগ শুনে ঘাড় ঘোরাই। বেসরকারি বাসে একদম পিছনের সিটে জানলার ধারে বসে যে মেয়েটি উঁচু গলায় কথা বলছে, তার পরনে টি-শার্ট আর জিনস। হয়তো কোনও মল কিংবা শপিং সেন্টারে 'জব' (আজকাল খুব কম মানুষকে 'চাকরি' বলতে শুনি!) করে। আমার মতোই রাতের বাসে শিয়ালদা অভিমুখে যাচ্ছে। হয়তো শিয়ালদা থেকে কোনও শহরতলি যাওয়ার ট্রেন ধরবে।

হাওড়া থেকে শিয়ালদা ছুঁয়ে রাজাবাজার যাওয়ার পথে তরুণী এবং তাঁর সঙ্গীর কথোপকথন শুনতে থাকি এবং উপলব্ধি করতে পারি, আমাদের এই উপমহাদেশে, বিশেষ করে আমাদের দেশে, এরাই সংখ্যাগুরু, এরকম 'দম্পতি'রাই শহরের চালিকাশক্তি। শহুরে 'এলিট'রা শপিং মল কিংবা রেস্তোরাঁয় গেলে যাঁরা হাসিমুখে আপ্যায়ন করে, সবাইকেই 'ম্যাডাম' বা 'স্যর' বলে সম্বোধন করে পণ্য দেখান বা খাবারের অর্ডার নেন। 'এলিট'রা এঁদের জীবনকে চেনেন না, জানেন না কীভাবে এঁরা তিলতিল করে টাকা জমান, ওভারটাইম খেটে পুজোর জন্য, বাড়তি খরচের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য। বহুতলের লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমাদের ফ্লোরের অন্য কোনও ফ্ল্যাটের গৃহকর্মী আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, অল্প হাসলেন। আচমকাই শুধোলেন, 'দিদি, নীচের প্যান্ডেলে ঠাকুর এসে গেইচে?' একটু অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, 'কেন? কী হয়েছে?' একগাল হেসে মধ্যবয়সি মহিলা আমায় বললেন, 'পুজোর ক'দিন তো আমাকেই ফল সবজি কাটতে বলেছে। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।' বুঝতে পারি আবাসনের মহিলা পরিচালিত পুজোর প্রধান 'সাপোর্ট সিস্টেম' বিভিন্ন ফ্ল্যাটের এই গৃহকর্মীরা। কেউ ফল কাটবেন, কেউ দৌড়ে বাজার থেকে ফুল এনে দেবেন, কারও আবার দুপুরে ভোগ রান্নার জন্য সবজি কেটে দেওয়ার দায়িত্ব। লিফটে নামতে নামতে আমি ভাবি, ফরাসি অর্থনীতিবিদ, যাঁকে গোটা বিশ্বে আজকের বামপন্থী দর্শনের 'নয়া মার্কস' বলা হয়, সেই টমাস পিকেটি যখন 'ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারি' শব্দটা এনেছিলেন, এবং আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেমিনারে সেই শব্দবন্ধটা উচ্চারণ করি, তখন কি আমরা আসলে জানি দুর্গাপুজোর 'ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারি' কোন মহিলারা?

বাড়ির কাছে যে সালনটিতে মাঝেমধ্যে যাই, তার মালিক তৃতীয় লিঙ্গের একজন মানুষ। খুব সপ্রতিভ, নিজের জীবন এবং ব্যবসার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান আর দায়িত্বশীল। পুজোর আগে তাঁর সালন তথা বিউটি পার্লারে মারাত্মক ভিড়। আমি গিয়ে কাচের দরজায় টোকা মারতেই তিনি মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'দিদি, একটু অপেক্ষা করবেন, প্লিজ। মহালয়া পার হয়ে গেছে তো, এই ক'দিন মারাত্মক চাপ যাচ্ছে।' আমি আলতো হেসে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে মোবাইলে স্ক্রল করতে করতে আড় চোখে কারা সালন থেকে বেরোচ্ছেন এবং আমার মতোই কারা বাইরে অপেক্ষায়, 'মাপতে' থাকি। যে কিশোরী চুল 'স্ট্রেইটেন করে বেরিয়ে আসছে, তার চোখে তো নিজেকে আলিয়া ভাট ভেবে বাইরের পৃথিবীকে মোকাবিলা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কোনও রণবীর কাপুর তার হাত ধরুক বা না ধরুক, সে জানে পুজোয় 'ব্রেকআপ' কীভাবে সামলাতে হয়, নতুন বন্ধুর হাত কীভাবে খুঁজে নিতে হয়।

ছবি : আবীর চৌধুরী

যে তিনটে দৃশ্য দিয়ে এই লেখা শুরু করলাম, সেগুলো আমাদের চারপাশের। অধিকাংশ সময়ই নামী চ্যানেলের দামি ক্যামেরায় বেসরকারি বাসে চেপে মফসসলে ফিরে যাওয়া তরুণী সেলস গার্লের পুজোর জন্য টাকা সঞ্চয়ের আকুলতা কিংবা কলকাতা থেকে দূরের কোনও মফসসল শহরের সালনের মালিকের জীবনে জলছবি ধরা পড়ে না। আমি যেহেতু 'প্রান্ত'-রই মানুষ, তাই এই প্রান্তিক চরিত্রদের চিনি। মাঝেমধ্যে গিয়ে উঠি শহর কলকাতার যে মহল্লায়, সেখানেও মুসলিম আর হিন্দু প্রান্তিক মহিলাদেরই সংখ্যাধিক্য। যে বছর দুর্গাপুজোয় বা কালীপুজোয় মধ্য কলকাতার রাজাবাজার, আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট হয়ে বৌবাজারে পৌঁছে একটু হাঁফ ফেলি, তখন দেখতে পাই স্বামীর হাত ধরে বোরখা ঢাকা মহিলা ট্যাঁক এবং হাতে বাচ্চা সামলে ঠাকুর দেখার ফাঁকে ফাঁকে কেমন মুখের নকাব তুলে কোল্ড ড্রিংকে চুমুক দিচ্ছে। অনাবিল আনন্দে ভেসে যাচ্ছে পরিবারটি। বুঝতে পারি ছোটবেলা থেকে বাবা কেন বারবার বোঝাতে চেয়েছেন, দুর্গাপুজো শুধুমাত্র হিন্দুদের আর একটা পুজো নয়, দুর্গাপুজো আসলে বাঙালির প্রাণের মিলনমেলা।

হয়তো সেই কারণেই পুজোর সময় পিৎজার দোকানে অর্ডার দিতে গিয়ে টি-শার্টের উপরে ব্যাজে লাগানো নাম দেখে আমি বিস্মিত হই না। উপমহাদেশের বহু পরিচিত স্লোগানটাকে মাথার মধ্যে ঝালিয়ে নিই, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।' ওই আপ্তবাক্যটিতে বিশ্বাস করি বলেই জানি, 'গিগ ইকনমি'র ওপর ভরসা করে বেঁচে থাকা নবীন প্রজন্মের নাম আসিফা বা দেবিকা যাই হোক না কেন, তিনি পুজোর সময় কাজ করছেন কিছু বাড়তি উপার্জনের আশায়, যে অর্থ তাঁকেও হয়তো একদিন শহরতলির কোনও সিনেমা হলে আয়েশ করে একটু বিনোদন, একটু নিজের মতো করে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর অধিকার এনে দেবে।

আমার যে কলেজের বন্ধুর অফিসে কলকাতা শহরে সুইগি বা জোম্যাটোর কলসেন্টার চলে, সেখানেও তো দেখেছি অষ্টমী কিংবা নবমীতে 'শবনম' কিংবা 'রীতা'দের সাজগোজ করে ডিউটিতে আসার ধুম! আজকের পৃথিবীতে গজিয়ে ওঠা এই নতুন অর্থনীতির, যাকে তাত্ত্বিকরা গিগ ইকনমি বলছেন, অংশীদার বা 'স্টেক হোল্ডার' শবনম বা আয়েশারা। ওরা জানে, পুজোর সময় ডিউটিও থাকবে, আবার দশ ঘণ্টার শিফট শেষে হালকা লিপস্টিক কিংবা আইলাইনার বুলিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে নিজেদের মতো করে পুজোকে উপভোগ করতে।

নাগরিক জীবন, তার আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-সুখের কোলাজ নিয়েই বাঙালি জীবনের দুর্গাপুজোর আসল চালচিত্র আঁকা হয়। এই চালচিত্র কুমোরটুলিতে তৈরি হয় না, কোনও শিল্পীর ক্যানভাসে রংতুলিতে আঁকা হয় না; আমাদের চারপাশের অসংখ্য মহিলা তাঁদের জীবনের ছোট ছোট ছবি দিয়ে একটা বৃহৎ 'ট্যাপেস্ট্রি' তৈরি করেন।

নাগরিক জীবন, তার আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রান্তিক মানুষদের দুঃখ-সুখের কোলাজ, এই সবকিছু নিয়েই তো বাঙালি জীবনের দুর্গাপুজোর আসল চালচিত্রটা আঁকা হয়। এই চালচিত্র কুমোরটুলিতে তৈরি হয় না, কোনও শিল্পী ক্যানভাসে রংতুলি দিয়ে আঁকেন না; আমাদের চারপাশের অসংখ্য মহিলা তাঁদের জীবনের ছোট ছোট ছবি দিয়ে একটা বৃহৎ 'ট্যাপেস্ট্রি' তৈরি করেন। আমার জীবনের দুই প্রিয় নারী, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী তাঁর প্রিয়, আমাদের যাদবপুরের অধ্যাপিকা, আসলে জীবনের 'শিক্ষিকা' নবনীতা দেবসেনের বিয়েতে যেমনটা নিজের হাতে একটা কাঁথা বুনে দিয়েছিলেন, সেইরকমই বাংলার মহিলারা দুর্গাপুজোয় অদৃশ্য রংবেরঙের প্রেক্ষাপট তৈরি করতে থাকেন, এই শরতের প্রতিটা সকালে ভোগের ফল কাটতে গিয়ে, প্রতিটা দুপুরে খাবার অর্ডার নিতে নিতে, প্রতিটা সন্ধ্যায় নিজেকে সাজিয়ে ভিড়ের মাঝে মিশে গিয়ে উদযাপনকে রক্তে, অস্থিতে, মজ্জায় মিশিয়ে নিয়ে।

কে গির্জায় যায়, কে মুসলমান, কে কোন বর্ণের, দুর্গাপুজোয় মহিলাদের উদযাপনে এইসব প্রশ্ন আসে না। বোরখা পরা নারী তাঁর সঙ্গী পুরুষের লম্বা দাড়িতে লস্যি লেগে গেলে মিষ্টি হেসে রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দেন, সারাদিন রেস্তোরাঁয় অর্ডার নেওয়া ক্লান্ত তরুণীও মাঝরাতে বেরিয়ে পড়েন হেঁটে প্রতিমা দর্শন করতে। বড় গাড়ি, পাঁচতারা হোটেলের রকমারি ভোজের পাশাপাশি নিতান্ত ছাপোষা, নাম না জানা বাঙালির দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে এই যে আবেগ আর চারদিনের উদযাপনের আকুলতা, সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতির অনন্য এই আবর্ত আমাদের সম্মোহিত করে রাখে। সেই সম্মোহন থেকেই শুরু আবার অপেক্ষা, পরের বছরের।

(লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

আজ

১৯১৪

কিংবদন্তি গায়িকা বেগম আখতারের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেটার ডোয়েন ব্র্যাভো।

আলোচিত

বিচার কোনও জাদুকাঠি নয়, এটা ধাপে ধাপে হয়। অনেকে মনে করছেন তাঁরা যাকে দোষী ভাবছেন, তাকেই শাস্তি দিতে হবে। এটা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

- বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ

ভাইরাল/১

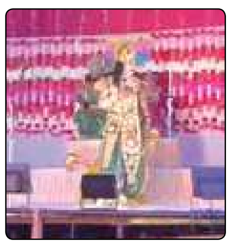

দিল্লির শাহদারায় নবরাত্রি উপলক্ষ্যে রামলীলা চলছিল। রামের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন সুশীল কৌশিক। মঞ্চে সংলাপ শুরু করতেই হঠাৎ তাঁর বুকে ব্যথা। তড়িঘড়ি মঞ্চ থেকে নেমে পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মর্মান্তিক ভিডিওটি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

কানাডায় গিয়ে পার্ট-টাইম কাজ করে পড়াশোনার খরচ চালিয়ে নেবেন ভাবছেন। সজাগ হন। সম্প্রতি কানাডায় এক রেস্তোরাঁর ওয়েটার পদে ইন্টারভিউয়ের জন্য বাইরে হাজার হাজার ভারতীয় পড়ুয়া অপেক্ষা করছেন। ভিডিওটি ভাইরাল।

জনমন

জনমত

ন্যায়বিচার পেলেই সার্থক হবে দেবীবন্দনা

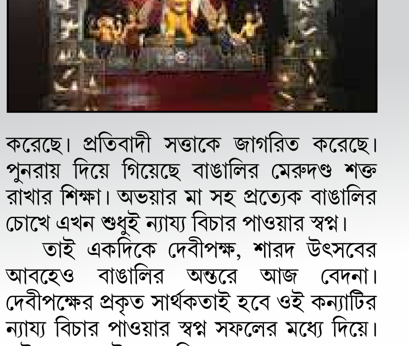

ইতিমধ্যে দেবীপক্ষের সূচনা হয়ে গিয়েছে। শরতের শিউলির গন্ধ, ঘাসের আগায় ভেজা শিশির, নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, কাশফুল, চারদিকে প্যান্ডেল, থিম পুজোর ছড়াছড়ি, কুমোরপাড়ায় প্রতিমার রংয়ে তুলির শেষ টান, প্রবাসে থাকা বাঙালির ঘরে ফেরার জন্য মন উচাটন– এইসব আবেগ-অনুভূতি এবছর যেন কিছুটা হলেও ম্লান। পুজো, উৎসব, আনন্দ সবের মাঝেই কোথাও যেন মনের এক কোনায় বেদনার ছাপ। সেই বেদনা যেন আমাদেরই আপন সন্তান, আমাদেরই ঘরের মেয়ে অভয়ার জন্য। ওর পরিবারে আজ এই অনুভূতিগুলি যেন শূন্য।

শরতের আবেগমাখা শিশির যেন ওর বাড়ির উঠোন স্পর্শ করেনি। এই অভয়াই বাঙালিকে আজ একজোট করেছে। পথে নামতে বাধ্য করেছে। প্রতিবাদী সত্তাকে জাগরিত করেছে। পুনরায় দিয়ে গিয়েছে বাঙালির মেরুদণ্ড শক্ত রাখার শিক্ষা। অভয়ার মা সহ প্রত্যেক বাঙালির চোখে এখন শুধুই ন্যায্য বিচার পাওয়ার স্বপ্ন।

তাই একদিকে দেবীপক্ষ, শারদ উৎসবের আবহেও বাঙালির অন্তরে আজ বেদনা। দেবীপক্ষের প্রকৃত সার্থকতাই হবে ওই কন্যাটির ন্যায্য বিচার পাওয়ার স্বপ্ন সফলের মধ্যে দিয়ে। এই আশাতেই বাঙালি এবার পালন করবে শারদোৎসব।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

ভালো লাগল 'শারদাঞ্জলি'

উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিয়মিত পাঠক হিসেবে বিশেষ উপহার শারদাঞ্জলি হাতে পেলাম। পুজো উপলক্ষ্যে নতুন বইয়ের গন্ধ পেলাম। বইটির অধিকাংশ জায়গা দখল করেছে তিলোত্তমাকে স্মরণ করে লেখা। মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতার শেষ লাইন দুটি 'শেষ মুহূর্তে কি বলে গেছিল তিলোত্তমা, ওমা বড় কষ্ট হচ্ছে মা গো', 'নাকি অন্য কিছু বলতে চেয়েছিল মেয়েটি আজও অজানা রয়ে গেল।'

প্রফুল্ল রায়ের লেখা 'ডাক্তার হতে চেয়েছিল শারদা' ভালো লাগল। কিন্তু শেষপর্যন্ত শারদা ডাক্তার হতে পারল কি না সেটা অজানাই রয়ে গেল। শাশ্বতী চন্দর লেখা 'আপন হতে বাহির হয়ে'র প্রথম দুটি লাইনও ভালো লেগেছে। বাস্তবসম্মত লেখা। এককথায় এবছরের শ্রেষ্ঠ শারদ উপহার শারদাঞ্জলি।

প্রাণগোপাল সাহা, সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরবঙ্গে বদলি মানেই বেদনা নয়

তিস্তা-মহানন্দা-তোর্ষা তীরের সবুজ আর সদাহাস্য মানুষগুলোর আশ্রয়ে দু'তিন বছরের মাঝে সেকেন্ড হোম হয়ে ওঠে।

সন্দীপন নন্দী

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক মহলে একটা চালু কথা আছে। কোনও সরকারি কর্মী উত্তরবঙ্গে কর্মভার পেলে, জয়েনিংয়ের দিন মন খারাপ করেন আর বদলিকালে বিষণ্ণ হন।

এ আবার কেমন কথা? আসলে গঙ্গার ওপারের বহু কর্মী ও আধিকারিকের এখনও ধারণা যে, উত্তরবঙ্গে বদলি মানেই চাকরিজীবনে এক অশনিসংকেত। তবে এরপর ক্রমশ প্রকাশ্যের মতো একেকটা মুহূর্ত এসে পড়ে, যখন আমলাদের বিস্ময়কর সাক্ষাৎকার নেন উত্তরবঙ্গের অফিসকর্মীরা। সেদিন দক্ষিণবঙ্গের নবাগতরা বলতে বাধ্য হন যে, তোর্ষা, জলঢাকা, আত্রেয়ী, ডিমডিমার মতো অযুত নদী সমাবেশই উত্তরের মানুষের ব্যবহারে নাকি এনেছে এই সারল্য। তাই জলের মতো স্বচ্ছ হেথায় সকলের হৃদয়। এদিকে বোরোলি, রাইখর, রাসমেলা, তুলাইপাঞ্জি চাল, খনগান, ভেটাগুড়ির জিলিপিরাও এই আত্মীয়তার সেতুবন্ধনে বুক চিতিয়ে লড়ে যায়। ফলে ওঁদের চাকরিকালে এমন একটা দিন সমাগত হয়, যেদিন উত্তরবঙ্গ অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে। স্বপ্ন-শয্যায় জুড়ে থাকে জন্মদাগের মতো।

অবশেষে মহানুভবে দুই বাংলা মিলেমিশে একটা জরুরি ইউনিট হয়ে ওঠে প্রশাসনের। শুধু তাই নয়, ডিউটি আওয়ার শেষেও অপরিহার্য কলিগরা হয়ে যান একেকটা কাছের মানুষ। ফলে বাসভূমি থেকে বহুদূরেও এভাবে একটা আত্মীয়ের নিবিড় টান অনুভব করেন আমলারা। যে দুখোভয়ো সংকটেও অফিসের সুইপার থেকে ইঞ্জিনিয়ার তাঁদের সর্বস্ব উজাড় করে দেন প্রিয়তম 'স্যর'-এর জন্য ।

একসময় বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ মিশ্র থেকে গল্পকার নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বালুরঘাটে গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকের পদ সামলেছেন। তবু তাঁদের যাপনে, রেফারেন্সে 'নাটকের শহর' বালুরঘাট অম্লান আজও। তাইতো আবার বছর কুড়ি পরেও, কফিহাউসের সামনে বালুরঘাটের এক তরুণ লেখককে চিনে ফেলেন নন্দনের প্রাক্তন কর্তা সেই নীলাঞ্জনবাবু। এটাই অনুভব, এটাই বোধের অহংকার।

এটাই থিওরি অফ রিলেটিভিটি বা আত্মিক যোগের নতুন সূত্র।

তাই দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ি ব্লক বা কালিম্পংকে একদা 'পানিশমেন্ট পোস্টিং' হিসেবে দেখা হলেও, আজ সে ধারণায় বদল এসেছে পুরোমাত্রায়। আসলে যখন থাকতেই হবে, তখন এখানকার পাহাড়, নদী, ঝরনা আর পাহাড়বাসীকে ভালোবেসে আপন করে নেওয়াটাই তো শ্রেষ্ঠ পথ। যে দুর্গম, নির্জন পাহাড়ি ব্লকে জনগণ হাসিমুখে রাত কাটায়, বাজার যায়, গান গায়, পাখির ডাকে জেগে ওঠে রোজ, সে তো কখনও অগমপাড় হতে পারে না। কেননা পাবলিক সারভেন্ট হয়ে মানবের সমব্যথী ও সমসাথী হওয়াটাই তো বড় আমলার কর্তব্য।

তাই উত্তরবঙ্গে পোস্টিং দক্ষিণবঙ্গের কাছে এখন আর চিন্তার বিষয় নয়, ভাবনার বস্তুও নয়। বরং উত্তরের সমূহ সবুজ আর সদাহাস্য মানুষগুলোর আশ্রয় সকল মানুষের কাছে দু'তিন বছরের মাঝেই সেকেন্ড হোম হয়ে ওঠে।

তাই মন ভালো হয়ে যায়, যখন দেখি শুধুমাত্র শিলিগুড়ি আর পাহাড় ভালোবেসে হাওড়া, বীরভূম, বহরমপুরের বহু শিক্ষক এখানকার স্কুলে পড়িয়ে, ছাত্রছাত্রীদের থেকে আর বাড়ি ফেরার তাগিদ অনুভব করেননি। বরং চিরতরে ফ্ল্যাট বা বাড়ি তৈরি করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে রয়ে গিয়েছেন।

তো এটাই উত্তরবঙ্গ, এটাই নর্থবেঙ্গলের মায়াঘোর। যা হৃদয়ে একবার প্রবেশ করলে ভাইরাল ফিভারের ন্যায় জুড়ে বসে। এই রোগের নাম ভালোবাসা। যা উত্তরকে ভালোবাসতে শেখায়। আর এক ভ্রূকুঞ্চনের কর্মজীবনকে লহমায় মুছে দিতে পারে শুভেচ্ছায়, আমন্ত্রণে আর পরিজনের পরম সহবতে।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। প্রবন্ধকার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৫৭

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। যে গোরুর বাচ্চা হয়নি ৪। বেশি কথা বলার স্বভাব ৫। যার ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম ৭। কৃষকদের কাজে লাগে ৮। যে বিষয়ে অনুমতি নেই ৯। মহালয়ার পরের ১৫ দিন ১১। দেবী দুর্গার এক রূপ ১৩। বিছানাপত্রের পুঁটুলি ১৪। গর্ত, কোটর বা খোঁদল ১৫। মুনির নামে পোকা।

উপর–নীচ : ১। ভগবতীর দেহ থেকে সৃষ্ট দশ মহাবিদ্যার এক দেবী। ২। নীচু বা ঢালু জমি ৩। তাল সম্পর্কে যাঁর ধারণা নেই। ৬। ছয় মাথাওয়ালা দেবতার বাহন ৯। গ্রামীণ এলাকা বা পাড়াগাঁ ১০। যুদ্ধের কৌশল শেখার বিদ্যা ১১। কুরু বংশীয়রা যে নামে পরিচিত ১২। বিরাট রাজার যে আত্মীয়কে ভীমের হাতে মরতে হয়।

সমাধান ■ ৩৯৫৬

পাশাপাশি : ১। কলাবউ ৩। ললিতা ৫। মাল্যরচনা ৭। নীহার ৯। খড়িকা ১১। নারসিংহী ১৪। লহমা ১৫। কপালিনী।

উপর–নীচ : ১। কপর্দিনী ২। উলেমা ৩। লহর ৪। তারানা ৬। চচ্চড়ি ৮। হাঙর ১০। কাত্যায়নী ১১। নাগাল ১২। সিতিমা ১৩। হীরক।

বিন্দুবিসর্গ

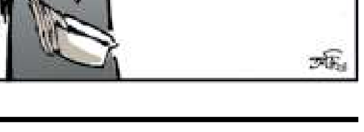

বেঙ্গালুরুতেও ঢাকের তালে কোমর দোলে

মধুশ্রী সেনগুপ্ত (দাস)

কলকাতার বাইরে আর যদি কোথাও প্রচুর বাঙালির বসবাস হয়ে থাকে, তবে সেটা হল বেঙ্গালুরু শহর। এখানে বাঙালির সংখ্যা ১৩ লক্ষের কিছু বেশি। এই বিপুল জনসংখ্যার বেশিরভাগ মানুষ কলকাতা ও শহরতলি থেকে এসে এই কর্মব্যস্ত শহরটাকে ভালোবাসার শহর হিসেবে আপন করে নিয়েছেন। সুতরাং এখন শহরটাকে একটা মিনি কলকাতা বলা যেতেই পারে। বেঙ্গালুরুর পুজো বুঝতে হলে প্রথমে শহরের সত্তাটাকে বোঝা দরকার। একবার শহরটা আপনার আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলে, আপনি বেঙ্গালুরুকে আর ছেড়ে যেতে পারবেন না। যেখানেই যান না কেন, এই শহরের কিছুটা আপনার সঙ্গে যাবে।

ছোট-বড় মিলে এখানে এখন মোট পুজোর সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। শহরের সবচেয়ে পুরোনো ও বনেদি পুজো বলতে বোঝায় বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন উলসুর-এর সর্বজনীন দুর্গোৎসব। ১৯৫০ সালে শুরু হয়ে এই বছর '৭৪ বছরে পা রাখল। প্রাক-প্ল্যাটিনাম জুবিলি দুর্গোৎসবের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন উলসুর। এ বছর মণ্ডপ সাজানো হচ্ছে পিংলা শিল্পের আদলে। পুজোর থিম 'অভয়া শক্তি জাগ্রত হোক'।

জয়মহল দুর্গাপুজো এখানকার দ্বিতীয় পুরোনো পুজো। ১৯৫৫ সালে কারিগরি উন্নয়ন সংস্থার কিছু উৎসাহী বাঙালি মিলে শুরু করেছিলেন এই পুজো। এই বছর ৭০-এ পড়ল জয়মহল দুর্গাপুজো। গত পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে একই মাঠে হয়ে চলা এই পুজোতে কলকাতার পুজোর স্বাদ পাওয়া যায়। ধুনুচি নাচ, মুক্তাঙ্গন ও বিশাল ফুড কোর্ট এই পুজোর প্রধান আকর্ষণ।

বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের এবারের মণ্ডপ ভিক্টোরিয়া

মেমোরিয়ালের আদলে। শুধু স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের উদযাপন নয়, ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাসের প্রতিও এই মণ্ডপ এক শ্রদ্ধাঞ্জলি। কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, কোয়েম্বাটোর এবং হায়দরাবাদ থেকে আসা দক্ষ কারিগরদের হাতে তৈরি মণ্ডপের নিপুণ কাজ আসল স্মৃতিস্তম্ভের কথা মনে করিয়ে দেবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও এবার থাকছে নতুনত্বের ছোঁয়া। মহানবমীতে থাকছে বিশাল ধুনুচি নাচের আসর আর তার সঙ্গে শিলাজিৎ ও অর্ক মুখার্জির গান।

প্যালেস গ্রাউন্ডের আরটি নগর সোশিও কালচারাল ট্রাস্টের পুজোর এবার ১৮তম বছর। এই বছরের থিম 'উৎসব'। যার অর্থ হল, পুজোর সময় সকলের একত্র হওয়া এবং বাংলার সমস্ত উৎসব উদযাপন করা। এবছরের পুজোর বিশেষত্ব কলকাতার কুমোরটুলির শিল্পীদের তৈরি প্রতিমা ও চন্দননগরের বিখ্যাত আলোকসজ্জা। মণ্ডপ চত্বরে বিভিন্ন ধরনের স্টল থাকছে। সেখান সব ধরনের আমিষ ও নিরামিষ স্ন্যাকস এবং মিষ্টি পাওয়া যাবে অঢেল।

বেঙ্গালুরু দুর্গাপুজো কমিটির পুজো শহরের জনপ্রিয় পুজোগুলির অন্যতম। এই পুজোর বৈশিষ্ট্য সপ্তমীর দিন থেকে পুষ্পাঞ্জলির পর জনভোগের আয়োজন। থাকবে আনন্দমেলা, ট্যালেন্ট শো এবং শহরের স্থানীয় এবং কলকাতার পেশাদার শিল্পীদের দ্বারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জেপি নগরের দুর্গাপুজোর এবারের প্রধান আকর্ষণ ধুনুচি নাচ, স্থানীয় শিল্পীদের গান এবং মহানবমীর রাতে কলকাতার বিখ্যাত ব্যান্ড দিগন্ত রেখার অনুষ্ঠান। এছাড়া প্রতিদিনের ভোগ তো আছেই।

ইন্দিরানগর সোশিও কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পুজো এবার ৫৬ বছরে পদার্পণ করল। বাঙালি ছাড়াও প্রচুর কন্নড় পরিবার এই পুজোয় শামিল হয়। ধুনুচি থেকে ডান্ডিয়ায় মিলে যায় গোটা দেশের সংস্কৃতি। এখানে সংগীত পরিবেশন করতে আসছেন কলকাতার অর্ক মুখার্জি ও মুম্বইয়ের চেতন ভরদ্বাজ।

ফিনিশিং টাচ। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কোথাও মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে আসার পর দেওয়া হচ্ছে রূপটান। কোথাও আবার কুমোরটুলিতেই কাজে ব্যস্ত শিল্পী। বালুরঘাট ও আলিপুরদুয়ারে ছবি দুটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার ও আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

নেপালি ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ

সুভাষ বর্মন

বুনো জন্তুর ভয়ে পাঁচ দশক আগে শালকুমারহাটের নেপালিটারিতে নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ দুর্গাপুজো শুরু করেন। সেই পুজো এখনও চলছে। অন্যসব পুজোর সঙ্গে এই পুজোর পার্থক্য মন্ত্রে। সাধারণত দেবীর পুজোর মন্ত্র সংস্কৃত। কিন্তু নেপালিটারির সিংহভাগ বাসিন্দারই মাতৃভাষা নেপালি। পুরোহিতও নেপালি সম্প্রদায়ের। সেকারণে পুজোর মন্ত্র এখানে নেপালি ভাষায় উচ্চারণ করা হয়। সেই ভাষাতেই মন্ত্র পড়ে অঞ্জলি দেন এলাকার আট থেকে আশি।

জলদাপাড়া বনাঞ্চলের পাশে নেপালিটারিপাড়াটি অবস্থিত। শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই এলাকায় নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষই বেশি। পঞ্চাশ বছর আগে এই এলাকা এবং জঙ্গলের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না। রাতের পাশাপাশি দিনেও হাতি, বাইসনের মতো বুনো জন্তুরা লোকালয়ে চলে আসত। তখন বনাঞ্চলের সীমানাও সেভাবে সুরক্ষিত ছিল না। বুনোদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে স্থানীয়রা ঠিক করলেন তাঁরা দুর্গাপুজো করবেন। সেইমতো ছনের মন্দিরে প্রথম দেবীর পুজো শুরু হয়।

এবার এই পুজোর ৫৭তম বছর। এখন অবশ্য স্থায়ী মন্দির তৈরি করা হয়েছে। সেখানে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে পুজো হয়। পুজোয় মেলে সরকারি অনুদানও। নেপালিদের সমাজ থেকে পুজো পরিচালনা করার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি তৈরি করা রয়েছে। সেই কমিটির সম্পাদক সুরজ ছেত্রী বলেন, 'আমাদের পুজো একটু আলাদাভাবে হয়। তবে এখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও এখানকার পুজোয় সহযোগিতা করেন। আশপাশের এলাকা থেকে দর্শনার্থীরা পুজো দেখতে আসেন।'

বুনো জন্তুর হামলা থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়াও আরেকটি কারণে নেপালিটারিতে দুর্গাপুজো শুরু হয়। আশপাশের এলাকায় সেসময় দুর্গাপুজো হত না। ৭-৮ কিমি দূরে পুজো দেখতে যেতে হত। ফেরার পথে সেই বুনো জন্তুর ভয়। সেখান থেকে নিজেদের পাড়াতেই পুজোর উদ্যোগের ভাবনা।

এই পুজোর সঙ্গে বংশপরম্পরায় জড়িয়ে রয়েছে স্থানীয় একটি পুরোহিত পরিবার। এখন পুজো করেন কুমার উপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'বংশপরম্পরায় আমরাই এই পুজো করে আসছি। পুজো এবং অঞ্জলির সময় সংস্কৃত মন্ত্র নেপালি ভাষায় অনুবাদ করে পড়া হয়। কারণ মাতৃভাষায় মন্ত্র বললে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। এতে একটু সময় বেশি লাগলেও দীর্ঘদিন থেকে এই রীতি চলায় সবাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন।'

তবে নেপালিদের পুজোর দেবীর প্রতিমার সঙ্গে অন্যান্য জায়গার প্রতিমার কোনও পার্থক্য নেই। শুরু থেকে প্রতিমা তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন শালকুমারহাটের মৃৎশিল্পী সুভাষ রায়। কিন্তু এই পুজো শুরু হয় অন্যভাবে। সপ্তমীর দিন প্রথমে করা হয় প্রকৃতির পুজো। ফুলপাতি নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোয়। পুজো কমিটির প্রতিনিধি সীতারাম ছেত্রী বলেন, 'পুরোনো ঐতিহ্য এবং নিয়মনিষ্ঠা মেনে গত পাঁচ দশক ধরে এখানে পুজো করা হচ্ছে।'

জলদাপাড়ার নেপালিটারিতে পুজোর প্রস্তুতি চলছে।

নবমীতে ভল্ট থেকে বের হন সোনার দুর্গা

অভিরূপ দে

কোনও মণ্ডপ বা মন্দিরে নয়। সারা বছর দেবী থাকেন ট্রেজারির বিশেষ ভল্টে। নবমীতে নিয়ে আসা হয়। পুজোর পর ফের রেখে দেওয়া হয় ভল্টে। ময়নাগুড়ি ব্লকের খয়েরখাল গ্রামে এভাবেই শতাধিক বছর ধরে পূজিত হয়ে আসছে সোনার দুর্গামূর্তি।

ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোটপট্টি পার করেই খয়েরখাল গ্রাম। গ্রামে রাস্তার পাশেই টিনের চালের মন্দির। নবমীতে রীতি মেনে ভল্ট থেকে সোনার দুর্গামূর্তি আনা হয়। মূর্তিটির উচ্চতা ৭ ইঞ্চি। ওজন প্রায় চারশো গ্রাম। সোনার তৈরি এই দশভুজার মূর্তিতে দুটি সিংহ রয়েছে। বিগ্রহে একইসঙ্গে রয়েছে অসুর ও মহিষের মাথা। তবে এই দুর্গামূর্তির সঙ্গে নেই কোনও সন্তানসন্ততি। দেবীর হাতে নেই কোনও অস্ত্রও। কিন্তু অসুর-বধের ভঙ্গিতেই দেবী বিরাজমান। কয়েকবছর আগে গ্রামবাসীরা দেবীর হাতে রুপোর অস্ত্র দিয়েছেন। বসার জন্য তৈরি হয়েছে রুপোর সিংহাসন। খয়েরখালের দুর্গার সঙ্গে জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দশভুজার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

বর্তমানে এখানে স্থানীয়রা কমিটি গঠন করে পুজোর আয়োজন করেন। পুজো কমিটির সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমাদের পুজোর আয়োজনে কোনও প্রকার খামতি রাখা হয় না।'

নবমীতে বৈষ্ণব মতে দেবীর পুজো হয়। ভল্টের থেকে বিগ্রহ এনে স্নান করিয়ে মন্দিরে পুজো করা হয়। পুজোয় পাঁঠা ও পায়রা বলির রেওয়াজ রয়েছে। পুজো শেষে ওইদিনই সূর্যাস্তের আগে ঘটে জল ঢেলে বিগ্রহ চুবিয়ে প্রতীকী বিসর্জন দেওয়া হয়। মন্দিরের পুরোহিত কুমুদ রায়ের বক্তব্য, 'আগে আমার বাবা, ঠাকুরদা এই পুজোর পুরোহিতের দায়িত্বে সামলেছেন। বিগত দুই বছর ধরে আমি পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছি।'

কোনও থিম কিংবা মণ্ডপের আতিশয্য নেই। নেই প্রতিমাতে তাক লাগানোর প্রতিযোগিতা। কিন্তু এই পুজোকে ঘিরে গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহের সীমা নেই। পুজোর দিন মন্দির চত্বরে মেলারও আয়োজন করা হয়। খয়েরখাল ছাড়াও আশপাশের এলাকা থেকে থেকে বহু মানুষ ভিড় জমান সোনার দুর্গা দেখতে। নবমীতে ময়নাগুড়ি থানা থেকেও নিরাপত্তা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো করা হয় এলাকায়।

মন্দিরের পেছনে রয়েছে সুবিশাল খাল। খালের চারপাশে এক সময় প্রচুর খয়ের গাছ ছিল বলে সেই থেকে খালের এমন নামকরণ। খালটি দেখলে মনে হবে যেন সবুজ খেত। কিন্তু ঘাসের আস্তরণ সরালেই জল দেখা যাবে। অনেক বছর আগে এই খয়েরখাল এলাকা জঙ্গলে ভরা ছিল। সেসময় এক সাধু শত্রুদের হাতে তাড়া খেয়ে খয়েরখালের পাশের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ওই সাধুই খালে সোনার দুর্গা বিগ্রহ পেয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। জঙ্গল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সময় মূর্তিটি তিনি গ্রামবাসীদের দিয়ে যান। এলাকার বাসিন্দাদের কাছে এই দেবী মা গোসানি হিসেবে পরিচিত।

স্থানীয় বাসিন্দা মানিক রায়ের কথায়, 'এখানে একদিনের দুর্গাপুজো হলেও পুজোয় ভরপুর প্রাণ রয়েছে। পুজোকে ঘিরেই গ্রামের সকল মানুষ মেতে ওঠেন।'

খয়েরখাল গ্রামে সোনার তৈরি দুর্গার বিগ্রহ।

ঢাকাই পোলাও

শিলিগুড়ির বাসিন্দা পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন। এছাড়া তাঁর একটি শখ রয়েছে, তা হল রান্নাবান্না করা। পুজোর সময় যতই বাইরে খাওয়াদাওয়া হোক না কেন, নিজে হাতে রান্না করে পরিবারের সকলকে খাওয়ানোর মজাটাই আলাদা।

উপকরণ

- পোলাওয়ের চাল : ৩ কাপ
- ঘি : ৩ চামচ
- সরু করে কাটা একটা বড় আকারের পেঁয়াজ
- জল : ৬ কাপ
- নুন : স্বাদমতো
- হলুদ : সামান্য
- বড় এলাচ : ৩টি
- দারচিনি স্টিক : দু'-তিনটি
- তেজপাতা : ৩টা
- আদা বাটা : ১ চামচ
- জয়ত্রী বাটা : হাফ চা চামচ
- কিশমিশ : আন্দাজমতো
- গোলাপজল : ১ টেবিল চামচ

প্রণালী

প্রথমে চাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। এবার একটা মশলা বানাতে হবে। শুকনো খোলায় দারচিনি স্টিক, বড় এলাচ, তেজপাতা ও লবঙ্গ ভেজে গুঁড়ো করে নিতে হবে। এবার একটা বড় পাত্রে ঘি গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভেজে তুলে রাখতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যাতে পেঁয়াজ পুড়ে না যায়। সেই ঘিতেই তেজপাতা, ঝরানো চাল, আদা বাটা ও গুঁড়ো করে রাখা ভাজা মশলা, স্বাদমতো নুন ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এবার যত কাপ চাল ঠিক সেই কাপেরই দ্বিগুণ জল নিতে হবে। আমি এখানে তিন কাপ চাল নিয়েছি। তাই জল দিতে হবে ৬ কাপ। তারপর পাত্রের মুখ ভালো করে ঢেকে দিতে হবে। সাত-আট মিনিট পর দেখা যাবে চাল পুরো সিদ্ধ ও ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। এবার নামানোর আগে ওপর থেকে ভাজা পেঁয়াজ বা বেরেস্তা, জাফরান ও গোলাপজল পোলাওয়ের ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে কিশমিশ।

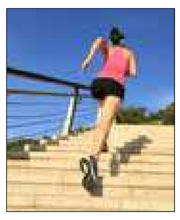

সিঁড়ি ভেঙে উঠলে শুধু ওজনই কমবে না, পায়ের জোরও বাড়বে। এছাড়া সুগার বশে থাকবে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকবে। নিয়মিত সিঁড়ি ভেঙে উঠলে অনায়াসে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

সুস্থ থাকুন

পরিমিত মাত্রায় কাজুবাদাম খেলে বিভিন্ন উপকার পাওয়া যায়। কাজু ফাইবারের ভালো উৎস, যা রক্তে শর্করার বৃদ্ধি রোধে সাহায্য করে। এছাড়া রক্তনালিকে প্রসারিত করে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

কার্ডিওমায়োপ্যাথি এক ঘাতক হৃদরোগ

কার্ডিওমায়োপ্যাথি, মায়োকার্ডিয়াম বা হার্টের পেশির একটি প্রগতিশীল রোগ। যাঁদের কার্ডিওমায়োপ্যাথি রয়েছে তাঁরা সঠিক যত্ন, চিকিৎসা এবং পরিচর্যার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মিত হার্টবিট, হার্ট ফেলিওর, হার্টের ভালভে সমস্যা বা অন্যান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। লিখেছেন ডিপ.কার্ড এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ চিন্ময় মুখার্জি

কার্ডিওমায়োপ্যাথি কী

কার্ডিওমায়োপ্যাথি হার্টের পেশির এমন একটি সমস্যা, যার ফলে এগুলো দুর্বল হয়ে যায় এবং শরীরের বাকি অংশে রক্ত পাম্প করতে পারে না। এটি একটি প্রগতিশীল অবস্থা, অর্থাৎ এটি সাধারণত সময়ের সঙ্গে খারাপ হয়।

প্রকার

কার্ডিওমায়োপ্যাথি সাধারণত চার ধরনের হয় -

ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি (ডিসিএম) – এই ধরনের রোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এতে আপনার হার্টের পেশিগুলি রক্তকে ঠিকমতো পাম্প করতে পারে না। পেশিগুলি প্রসারিত এবং পাতলা হয়ে যায়। এতে হার্টের চেম্বারগুলি বড় হয়ে যায়। ফলে হার্ট সম্পূর্ণ ক্ষমতার সঙ্গে পাম্প করতে পারে না। এটি দীর্ঘস্থায়ী করোনারি ধমনী রোগ (সিএডি)-এর কারণে হতে পারে। তখন একে বলা হয় ইসকেমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি। হার্ট অ্যাটাকের পর ধীরে ধীরে এই ধরনের জটিলতা হওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। এটি সিস্টোলিক হার্ট ফেলিওরের অন্যতম প্রধান কারণ। দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণেও এই ধরনের ডিসিএম হতে পারে। এছাড়া কিছু ভাইরাল ইনফেকশন যেমন এন্টারোভাইরাস, মূলত কক্সস্যাকি বি ভাইরাস এবং কিছু অ্যাডিনোভাইরাস সংক্রমণের পর মায়োকার্ডাইটিস হয়ে এই ধরনের কার্ডিওমায়োপ্যাথি হতে পারে।

গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের জটিলতা হিসাবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ধরনের ডিসিএম দেখা যায়। এক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার শেষ মাস এবং প্রসবের পরবর্তী পাঁচ মাসের মধ্যে কোনও কারণ ছাড়াই হার্ট ফেলিওরের লক্ষণ দেখা যায়। তবে অন্যান্য ডিসিএমের তুলনায় এক্ষেত্রে নিরাময়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। প্রায় অর্ধেকের বেশি রোগী সঠিক চিকিৎসায় ছয় মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারেন।

হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি – হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি বংশগত বলে মনে করা হয় এবং বেশিরভাগ রোগীর একটা পারিবারিক ইতিহাস থাকে। যাদের বাবা-মা অথবা ভাইবোনের এই রোগ রয়েছে তাঁদের ঝুঁকি বেশি থাকে। এই রোগে হার্টের দেয়ালগুলি মোটা হয়ে গিয়ে হার্ট চেম্বারগুলি আকারে ছোট হয়ে যায়। তাই তারা বেশি রক্ত ধরে রাখতে পারে না এবং দেয়ালগুলি সঠিকভাবে শিথিল করতে না পারার জন্য হার্টকে ভাল্বের মধ্যে দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করতে বাধা দেয়। ফলে হার্ট রেট অনিয়মিত বা খুব দ্রুত বা খুব ধীর হয়ে যেতে পারে। যদি আপনার পরিবারে বা পূর্ব প্রজন্মের কোনও হঠাৎ মৃত্যুর ইতিহাস থাকে তাহলে অবশ্যই এই রোগের জন্য প্রয়োজনীয় চেকআপ করাতে হবে।

রেস্ট্রিক্টেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি – রেস্ট্রিক্টেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি সবচেয়ে কম দেখা যায় (মাত্র পাঁচ শতাংশ)। এটি ঘটে যখন ভেন্ট্রিকলগুলির (হার্টের নীচের দিকের অংশ) মাংসপেশিগুলো শক্ত হয়ে যায় এবং রক্ত দিয়ে ভরাট করতে পর্যাপ্ত প্রসারিত হতে পারে না। এটি প্রায়শই অন্য একটি অন্তর্নিহিত সমস্যার কারণে ঘটে। যেমন অ্যামাইলয়েডোসিস, হিমোক্রোমাটোসিস, স্ক্লেরোডার্মা বা সারকোইডোসিস। কিছু ক্ষেত্রে ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত কেমোথেরাপি বা রেডিয়েশন থেরাপির পরেও এটি হতে পারে।

অ্যারিথমোজেনিক রাইট ভেন্ট্রিকুলার ডিসপ্লাসিয়া (এআরভিডি) – এই ধরনের কার্ডিওমায়োপ্যাথি খুব বেশি দেখা যায় না। তবে এটি তরুণ পুরুষ বা ক্রীড়াবিদদের শরীরচর্চা বা পরিশ্রমের সময় হঠাৎ মৃত্যুর সর্বাধিক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের জিনগত কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে চর্বি এবং অতিরিক্ত টিস্যু হার্টের ডান দিকের ভেন্ট্রিকলের পেশিগুলিতে জমা হয়। এর জন্য আচমকা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন এবং তার থেকে হঠাৎ মৃত্যুও হতে পারে। এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র হার্টের মধ্যে বসানো হয়। একে আইসিডি বা ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলেটর বলে।

প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গ

প্রাথমিক পর্যায়ে কার্ডিওমায়োপ্যাথির কোনও উপসর্গ লক্ষ্য করা খুব কঠিন হতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। এই সব লক্ষণের মধ্যে রয়েছে –

- গোড়ালি এবং পায়ের কাছে ফোলাভাব।
- আপাত কোনও পরিশ্রম ছাড়াই ক্লান্তি।
- বুক ধড়ফড় বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন।
- বুকে চাপ অনুভব করা।
- মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা বা মাথায় হালকা ভার অনুভব করা এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়া।
- শ্বাস নিতে অসুবিধা।

কারণ

এই অবস্থার প্রধান কারণ নির্ণয় করা কঠিন, কিছু ক্ষেত্রে এটি বংশগতও হতে পারে। যে বিষয়গুলি এই রোগের কারণ হতে পারে সেগুলি হল ঃ

- রক্তচাপ সংক্রান্ত রোগ
- হার্ট অ্যাটাক থেকে ক্ষতি
- ভালভের সমস্যার সঙ্গে হার্ট রেটের সমস্যা
- দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত মদ্যপান
- হার্টের সংক্রমণ (এন্ডোকারডাইটিস)
- হার্টের মাংসপেশিতে প্রোটিন জমে থাকা
- গর্ভাবস্থায় কিছু জটিলতা

চিকিৎসা

কার্ডিওমায়োপ্যাথির ধরনের ওপর চিকিৎসা নির্ভর করে। রক্তচাপ কম করতে, রক্তপ্রবাহ বাড়াতে, হৃদস্পন্দন ধীরে করতে এবং রক্ত জমাট গঠন প্রতিরোধ করতে ওষুধ দেওয়া হতে পারে। অতি সম্প্রতি হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে ব্যবহার করার জন্য মাভাকামটেন নামের একটি ওষুধের অনুমোদন হয়েছে।

এছাড়া যে যন্ত্র বা ডিভাইসগুলি ইমপ্ল্যান্ট বা বসানো হয়, সেগুলি হল -

- হার্টের রিদম বা ছন্দ পরীক্ষা করতে আইসিডি বা ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলেটর। ডিভাইসটি ক্রমাগত হার্টের ছন্দ পরীক্ষা করে। যদি প্রাণঘাতী হার্টের ছন্দের পরিবর্তন ঘটে, তাহলে আইসিডি হার্টকে পুনরায় সেট করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দেয়।
- রক্ত সঞ্চালন বা রক্ত চলাচলে সাহায্য করে ভিএডি বা ভেন্ট্রিকুলার অ্যাসিস্ট ডিভাইস।
- অ্যারাইথমিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে রয়েছে পেসমেকার। হার্টের প্রাচীর পাতলা এবং রক্তপ্রবাহকে সহজ করতে বা ক্ষতিগ্রস্ত অংশ যেগুলি অনিয়মিত হৃদস্পন্দন ঘটাতে পারে সেগুলিকে কেটে বাদ দিতে হয়।

কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে আক্রান্ত কিছু রোগীর সর্বশেষ উপায় হিসাবে শেষপর্যন্ত হার্ট প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে। তবে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন যেমন ওজন কমানো, নিয়মিত হালকা শরীরচর্চা, সুষম খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান ও মদ্যপান ছেড়ে দেওয়া, মানসিক চাপ কমানো এবং পর্যাপ্ত ঘুম জরুরি।

সর্বোপরি কোন ওষুধ বা চিকিৎসা আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো সেটা আপনার চিকিৎসক আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন। সঠিক সময়ে সঠিক ওষুধ আপনার হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতে পারে, জটিলতা এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে পারে।

সেরিব্রাল পলসি অবশ্যই সমস্যা তবে বাধা নয়

২০১২ সালের ৬ অক্টোবর সেরিব্রাল পলসি অ্যালায়েন্স (অস্ট্রেলিয়া) ও ইউনাইটেড সেরিব্রাল পলসি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) যৌথভাবে পালন করে বিশ্ব সেরিব্রাল পলসি দিবস। তারপর থেকেই প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় এই দিনটি। পালন করার প্রধান উদ্দেশ্য সেরিব্রাল পলসি নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো, কী কী পরিষেবা তাদের জন্য রয়েছে তা জানানো এবং এইসব পরিবারকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা-যাতে তারা একজোট হয়ে নিজেদের চাহিদার জন্য আওয়াজ তুলতে পারে, সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারে। লিখেছেন শিশুমঙ্গল চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীলাঞ্জন মুখার্জি

দেড় বছরের সৌকত হোসেন এখনও দাঁড়াতে পারে না। ৯ মাসের আলম এখনও বসতে শেখেনি। মুখ দিয়ে লালা পড়ে, জামাকাপড় ভিজে যায়। চার বছরের অমূল্য তার সঙ্গীদের সঙ্গে দৌড়ে খেলতে যেতে পারে না, মাটিতে ছেঁচড়ে এগিয়ে যায়, অদ্ভুত শব্দে নিজের প্রয়োজন বোঝায়। ছ'মাসের শওকাতকে দেখে যখন ওর বাবা বুঝতে পারে, ছেলেকে নিয়ে স্বাভাবিক কিছু করা যাবে না, ছেড়ে চলে যায় দ্বিতীয় সংসার করার জন্য। এমন ঘটনা কিন্তু গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে।

এই ধরনের বাচ্চাদের দেখলেই আমাদের মনে অনুকম্পা জাগে। 'আহা কি কষ্ট' - জাতীয় কথা বলে আমরা এদের বিশেষভাবে সক্ষম বা হ্যান্ডিক্যাপড বলে চিহ্নিত করি এবং সমাজে অপাংক্তেয় করে রাখি।

ভারতে প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে প্রায় তিনজন এই সমস্যায় আক্রান্ত। সেরিব্রাল পলসি এমন এক সমস্যা যেখানে শিশুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি হতে পারে। চলাফেরায় অসুবিধে, বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক বা কম, বুকের খাঁচার স্বাভাবিক সংকোচন প্রসারণ হ্রাস, খাবার খেতে তীব্র অসুবিধে, মলমূত্র ত্যাগের নিয়ন্ত্রণ না থাকা ইত্যাদি নিয়ে এই সেরিব্রাল পলসি আমাদের সংসারে বা পরিবারে নিয়ে আসে বিষাদ।

আমরা জানি বিশেষ কিছু কারণে মানুষের মস্তিষ্ক যদি আঘাত পায় তবে এই বিশেষ অবস্থা হওয়া সম্ভব। জন্মের পর শিশুর না কাঁদা বা দেরিতে কান্না, সময়ের অনেক আগে জন্মানোর জন্য অপরিণত ফুসফুস এবং তার থেকে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, জন্মের প্রথম সপ্তাহে অতিমাত্রায় জন্ডিস বা শরীরে শর্করার পরিমাণ হ্রাস ইত্যাদি বহুল কারণের জন্য দায়ী। তবে কি শুধুই জন্মের পর? না এমন কিছু বিশেষ অবস্থা আছে, যেখানে শিশু ভূমিষ্ঠ হতে পারে মস্তিষ্ক বিহ্বলতা নিয়ে। আমরা জানি শিশুর বিকাশের উপযুক্ত সময় জীবনের প্রথম দু'তিনটে বছর। তাই এই ক্ষতপূরণের কাজটাও আমাদের সেরে ফেলতে হবে অতি শীঘ্রই এবং পারলে জন্মের মুহূর্ত থেকে।

মস্তিষ্কে দুই ধরনের স্নায়ু পদার্থ থাকে - গ্রে ম্যাটার এবং হোয়াইট ম্যাটার। প্রথমটি তৈরি হয় কোষদেহ দিয়ে এবং মস্তিষ্কের উপরিভাগে থাকে আর দ্বিতীয়টি তৈরি হয় স্নায়ুতন্তু দিয়ে এবং থাকে গভীরে। গ্রে ম্যাটার যখন আক্রান্ত হয়, আমাদের চলাফেরা নড়াচড়া সর্বাধিক আক্রান্ত হয়। সেরিব্রাল পলসির সঙ্গে দেখা যায় আরেকটা বিপদ। স্নায়ুকোষের অস্বাভাবিক আচরণ যদি ক্রমাগত চলতে থাকে তাহলে এপিলেপসি বা খিঁচুনি দেখা যায়। সেরিব্রাল পলসি আক্রান্ত অধিকাংশ শিশু এই খিঁচুনি রোগে (সিজার ডিসঅর্ডার) আক্রান্ত।

নাগরিক হিসাবে আমাদের কর্তব্য কী? 'কচিকাঁচা থাকতেই তো শেখার নিয়ম' - এই চরম বাক্যটি যেন আমরা কখনোই বিস্মৃত না হই। জেনে রাখুন, আর্লি স্টিমুলেশন ও আর্লি ইন্টারভেনশন - এই দুই পদ্ধতি সেরিব্রাল পলসি মুক্তির প্রধান উপায়। জেনারেল মুভমেন্ট মূল্যায়ন পদ্ধতিতে (জিএম অ্যাসেসমেন্ট) শিশুর জন্মের প্রথম মাসের মধ্যেই তার মস্তিষ্কের সমস্যা শনাক্ত হতে পারে। দেরি না করে তৎক্ষণাৎ শুরু করতে হবে তার চিকিৎসা পদ্ধতি। ভুলে গেলে চলবে না মস্তিষ্কই আমাদের শরীরের সকল প্রক্রিয়া চালনা করে, তাই মস্তিষ্কের বিকৃতির জন্য শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হয়।

সুতরাং, যেসব পরিবারে এমন সমস্যা রয়েছে, তাদের আশ্বাস দেওয়ার সঙ্গে জানিয়ে দিন, শিশুটির জীবনের পথে সেরিব্রাল পলসি অবশ্যই সমস্যা, কিন্তু বাধা নয়। বহু মানুষ আছেন যাঁরা শরীরের বাধাকে উপেক্ষা করে কিছু অর্জন করেছেন। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া প্যারা-অলিম্পিকে এ ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

বিমর্ষ পরিবারকে তখনই আমরা খুশির আলো দেখাতে পারি যদি বোঝাতে পারি যে কেবলমাত্র দ্রুত শনাক্তকরণ ও শীঘ্র হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এর নিরাময় সম্ভব। সহানুভূতি নয় বরং সহমর্মিতার সঙ্গে হাত বাড়ান সেইসব পরিবারের দিকে, যারা এই গ্লানি থেকে মুক্তির অপেক্ষায় প্রহর গুনে চলে।

প্রতিবন্ধকতা

সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত প্রতি চারটি শিশুর একজন হাঁটতে পারে না

প্রতি চারটি শিশুতে একজন কথা বলতে পারে না

আক্রান্ত প্রতি দুটি শিশুতে একজনের বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়

আক্রান্ত প্রতি চারটি শিশুতে একজন খিঁচুনি রোগে আক্রান্ত

সমস্যা ও সমাধান

সেরিব্রাল পলসি এমন এক সমস্যা যেখানে শিশুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি হতে পারে। চলাফেরায় অসুবিধে, বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক বা কম, বুকের খাঁচার স্বাভাবিক সংকোচন প্রসারণ হ্রাস, খাবার খেতে তীব্র অসুবিধে, মলমূত্র ত্যাগের নিয়ন্ত্রণ না থাকা ইত্যাদি নিয়ে এই সেরিব্রাল পলসি আমাদের সংসারে বা পরিবারে নিয়ে আসে বিষাদ।

আর্লি স্টিমুলেশন ও আর্লি ইন্টারভেনশন - এই দুই পদ্ধতি সেরিব্রাল পলসি থেকে মুক্তির প্রধান উপায়।

জন্মের পর শিশুর না কাঁদা বা দেরিতে কান্না, সময়ের অনেক আগে জন্মানোর জন্য অপরিণত ফুসফুস এবং তার থেকে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, জন্মের প্রথম সপ্তাহে অতি মাত্রায় জন্ডিস বা শরীরে শর্করার পরিমাণ হ্রাস ইত্যাদি বহুল কারণ এর জন্য দায়ী।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

* আজকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
শিলিগুড়ি ৩১°
বাগডোগরা ৩১°
ইসলামপুর ৩১°

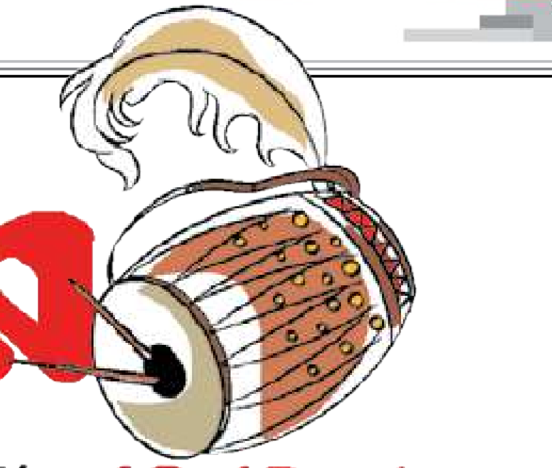

পুজোর বাদ্যি বেজেছে

আত্মনির্ভর নারীদের সম্মানে 'ভাতকাপড়'

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : কেউ গৃহ সহায়ক, কারও পেশা শিক্ষকতা। কেউ রাঁধুনি, তো কেউ ফ্যাশন ডিজাইনার। এমন নানা পেশায় যুক্ত মহিলাদের সম্মান জানাতে যুব জ্যোতি সংঘের এবারের থিম 'ভাতকাপড়'। এবছর ৪১তম বর্ষে পা দিতে চলেছে এই পুজো। রবিবার সন্ধ্যায় পুজোর উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব।

মণ্ডপের ভেতরে ঢুকলেই দেখা যাবে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত নারীদের প্রতিকৃতি। পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে তাপস পাল জানিয়েছেন, বিয়েতে ভাতকাপড়ের প্রথা রয়েছে। তবে এখন ভাতকাপড়ের

দেবীপক্ষ

জন্য মহিলারা আর পুরুষের ওপর নির্ভরশীল নন। তাঁরা নিজেরাই বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে আত্মনির্ভর। নিজেদের ভাতকাপড় নিজেরাই জোটাতে সমর্থ। সেইসমস্ত মহিলাদের সম্মান জানাতেই এই থিম।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনির বি ব্লকে এই পুজো হয়। গতবছর যুব জ্যোতি সংঘের 'মাটির টানে' থিম সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। পুজোর পাশাপাশি উদ্যোক্তারা ষষ্ঠীতে এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করবেন। সপ্তমীতে এলাকার বয়স্কদের নিয়ে পুজো পরিক্রমার আয়োজন করেছেন তাঁরা।

পুজো কমিটির সম্পাদক চিত্রক দাস বলেন, 'মণ্ডপশিল্পী চিরঞ্জিৎ জানার তত্ত্বাবধানে দেড় মাস ধরে পরিবেশবান্ধব উপায়ে তৈরি করা হচ্ছে মণ্ডপ।' মণ্ডপসজ্জার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা গড়েছেন শিল্পী সৌরভ পাল।

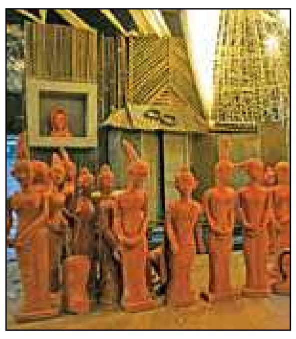

সূর্য সেন কলোনির যুব জ্যোতি সংঘের মণ্ডপ। ছবি : তপন দাস

দর্শনার্থীদের ঢল। শিলিগুড়ির রবীন্দ্র সংঘ (উপরে)। ইসলামপুরের দেশবন্ধুপাড়া আদর্শ সংঘ। -সূত্রধর ও রাজু দাস

উদ্বোধনের আগে প্রবেশের আবদার

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : শান্তিনগর নবযুবক সংঘের অর্ধনির্মিত মণ্ডপের সামনে জটলা। চলছে তিথি নিয়ে লড়াই। একপক্ষের বক্তব্য, রবিবার চতুর্থী, আরেকপক্ষের দাবি, এদিন তৃতীয়া। কিছুটা দূরে একটি ব্যানারে লেখা 'মঙ্গলবার মহাপঞ্চমীতে উদ্বোধন'।

এক তরুণী সেটা দেখিয়ে বললেন, 'সোমবার পঞ্চমী বলে আমার বাড়িতে মনসাপুজো রয়েছে। তাহলে কী করে মঙ্গলবার পঞ্চমী হয়?' উলটো দিক থেকে জবাব এল, 'তিথির গোলকধাঁধায় আটকে আমাদের কী কাজ? ঘুরতে যাবি তো আছি, নাহলে বাড়ি।' কিছুক্ষণের মধ্যে তরুণ-তরুণীরা স্কুটি-বাইকে বেরিয়ে পড়লেন। গন্তব্য, শহরের কোনও পুজোমণ্ডপ।

রবিবার থেকেই যে শহরবাসী পুজো দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন, সেটা এদিনের সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত রাস্তায় লোক দেখে বেশ ভালোই বোঝা গেল। পুজোর আগে শেষ রবিবারের বাজার শেষে অনেকেই পথের পাশের পুজোমণ্ডপগুলিতে ঢুঁ মেরেছেন। একটু তাড়াতাড়ি সেরে রাখতে চাইছেন দেবী দর্শন!

কিছুটা দূরে দাদাভাইয়ের মাঠেও দেখা গেল জনাকয়েক দর্শনার্থীকে। তাঁদেরই মধ্যে একজন দেশবন্ধুপাড়ার বিক্রম ঘোষদস্তিদার। বললেন, 'আকাশের মতিগতি বোঝা দুষ্কর। তাই রিস্ক নিতে চাইছি না। বাড়ির আশপাশের পুজোগুলি আগে দেখে রাখলে পরে সমস্যা হবে না।'

এদিন সন্ধ্যা সাতটায় উদ্বোধন হওয়ার সময় ছিল রবীন্দ্র সংঘের পুজোর। তার আগে থেকেই ভিড় জমে যায় সেখানে। একইরকম ছবি চোখে পড়ল সূর্য সেন কলোনির যুবজ্যোতি সংঘের পুজোমণ্ডপের সামনেও। উদ্বোধন হতেই প্রধাননগরের নবাঙ্কুর সংঘের পুজোমণ্ডপে প্রবেশের জন্য ব্যস্ত হয়ে

প্রধাননগরে একটি পুজোর উদ্বোধনে মেয়র সহ অন্যরা। রবিবার। -সূত্রধর

প্যান্ডেল হপিং

- পুজোয় বৃষ্টির আশঙ্কার কথা মাথার রেখে রবিবার থেকেই রাস্তায় মানুষ
- ভিড় খুব বেশি না থাকায় মণ্ডপ, প্রতিমা দর্শনের সুবিধা
- পুজোর আগে শেষ রবিবারে কেনাকাটা করতে গিয়ে ঢুঁ মারলেন অনেকে
- একাধিক মণ্ডপের সামনে টোটোর লাইন পড়ে গিয়েছিল সন্ধ্যা থেকে রাতে

পড়েন সকলে। উৎসাহী জনতাকে সামাল দিতে কিছুটা বেগ পেতে হয় উদ্যোক্তাদের।

উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা কয়েকটি পুজোমণ্ডপেও ভিড় জমাতে দেখা যায় অনেককে। সোমবার সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের পুজোর উদ্বোধন হওয়ার কথা। একদিন আগেই রবিবার সন্ধ্যার সময় মণ্ডপের ভিতর প্রবেশ করার 'আবদার' করলেন অনেকে। একজনকে বলতে শোনা গেল, 'ভিতরে বেশি সময় নেব না। একটা সেলফি তুলেই চলে আসব।' পরবর্তীতে অবশ্য সামনের টাঙানো ত্রিপল আর দেখা যায়নি। যথারীতি মাইকে গান বেজেছে, লাইট জ্বলেছে এবং মানুষের ভিড় মণ্ডপে জমাট বেঁধেছে। এমন ভিড় দেখা গিয়েছে উদ্বোধন না হওয়া একাধিক পুজোমণ্ডপেও। যানজট রোধে ফুলেশ্বরীতে তো এদিনই পুলিশের তরফে ব্যারিয়ার দিয়ে একমুখী যান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাব, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব ইত্যাদি পুজোমণ্ডপের সামনে টোটোর লাইন পড়ে গিয়েছিল। স্ত্রী, ছেলে, পুত্রবধূ এবং দুই নাতিকে নিয়ে টোটো করে পুজো পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন কলেজপাড়ার দেবাংশু ঘোষ। তাঁর কথায়, 'ঘণ্টা হিসেবে টোটো ভাড়া। এখন রাস্তা কিছুটা ফাঁকা পাওয়া যাবে। ফলে অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশি ঠাকুর দেখা যাবে। এই বয়সে আর এত ভিড়ে ঠেলাঠেলি করতে পারি না।' রাত যত বেড়েছে, মাটিগাড়া থেকে ইস্টার্ন বাইপাস, চম্পাসারি থেকে শক্তিগড়, ভিড়ও তত বেড়েছে। সোমবার থেকে এই ভিড় যে আরও বাড়বে, মণ্ডপে মণ্ডপে দেখা যাবে কালো মাথার লাইন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

লিফট দিয়ে ছিনতাইয়ের শিকার

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : লিফট দিতে গিয়ে বিপত্তি। একদল দুষ্কৃতীর খপ্পরে পড়ে খোয়াতে হল ৩৫ হাজার টাকা। ছিনতাই করে নেওয়া হল মোবাইল। এই ঘটনায় পুজোর আগে ফের প্রশ্নের মুখে শহর শিলিগুড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তদন্তে নেমে পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম রণদীপ দাস এবং মহম্মদ আফতাব। তাদের কাছ থেকে ছিনতাই করা মোবাইলটি উদ্ধার করা হয়েছে ইতিমধ্যে। রবিবার দুই ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ১ অক্টোবরের। ওইদিন এক তরুণ স্কুটারে চড়ে ঝংকার মোড় হয়ে চতুর্থ মহানন্দা সেতু দিয়ে মাটিগাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। তুম্বাজোতে জোড়া সেতুর কাছে এক ব্যক্তি সাহায্যের জন্য হাত দেখান। ওই তরুণ সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েন সেখানে।

অভিযোগ, এরপর ব্যক্তিটি দাবি করেন যে, তাঁর মা অসুস্থ। তাই কিছুটা পথ লিফট দিতে স্কুটারে। সেই কথা শুনেই ফাঁদে পা দেন তরুণ। অভিযোগ, এরপর নানা অজুহাত দেখিয়ে তুম্বাজোতের চা বাগানের কাছে নিয়ে যান অভিযুক্ত। সেখানে পৌঁছাতেই চারপাশ থেকে একদল দুষ্কৃতী ওই ব্যক্তিকে ঘিরে ধরে বলে অভিযোগ। বিভিন্নভাবে ভয় দেখাতে শুরু করে তারা। তরুণের দাবি, তিনি প্রাণভয়ে ৩৫ হাজার অনলাইন পেমেন্ট করতে বাধ্য হন। এরপর তাঁর মোবাইলটিও ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ২ তারিখ মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণ। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে পুলিশ রণদীপ ও আফতাবকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করে। দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তারা সবটা স্বীকার করে নেয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত চক্রের বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

বিল্ডিংয়ে নোটিশ

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে রবিবার সন্ধ্যায় ঘোগোমালির বিতর্কিত বিল্ডিংয়ে নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। যদিও ঘটনার প্রায় আধঘণ্টা বাদে গিয়ে দেখা যায়, নোটিশটি উধাও। বিল্ডিংটি নিয়ে পুরনিগমে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেইমতো তদন্ত শুরু করে কর্তৃপক্ষ। তদন্তে বেশ কিছু গাফিলতি ধরা পড়ে বলে সূত্রের খবর।

পুর আইন অনুযায়ী, কোনও নদী থেকে অন্তত ১৫ মিটার দূরত্ব রেখে নির্মাণ করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে বিল্ডিংয়ের পেছনের অংশ থেকে নদীর দূরত্ব ১১ মিটারেরও কম। পার্কিংয়ের জন্য বরাদ্দ জায়গা ব্যবহার করা হচ্ছে অন্য কাজে। ২০২২ সালে পুরনিগমে এই বিল্ডিংয়ের প্ল্যান পাশ হয়। কীভাবে নিয়ম বহির্ভূতভাবে এমনটা হল, জানতে চেয়ে দুই কর্মীকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছে পুরনিগম। পাশাপাশি এই মুহূর্তে ওই বিল্ডিং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

চারা রোপণ

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : প্রধাননগরের নবাঙ্কুর সংঘের দুর্গাপুজো এবারে ৫০ বছরে পদার্পণ করতে চলেছে। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার এলাকায় ৫০টি চারা রোপণ করা হল। নবাঙ্কুর সংঘ এবং স্থানীয় একটি বুটিকের কর্ণধারের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। মাখন ঘোষ, মালিনী ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, দেবী দে সহ ক্লাব সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবন্ধকতা ঠেলে মূর্তি গড়েন মহিলা শিল্পীরা

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ভোর থেকেই ব্যস্ততা শুরু। এখন শেষমুহূর্তের কাজ চলছে। মহালয়ার পর থেকে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ায় তাঁদের ব্যস্ততাও দ্বিগুণ। অন্যদিকে, গোটা রাজ্যে এখনও নারী সুরক্ষা নিয়ে চলছে নানা বিতর্ক, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ। তবে সেদিকে আমল দিতে নারাজ শিলিগুড়ির কুমোরটুলির মহিলা শিল্পীরা। সোনি দাস, সন্ধ্যা রায়দের এখন একমাত্র লক্ষ্য প্রতিমার কাজ শেষ করা। এর থেকে উপার্জিত অর্থ তাঁদের আগামী কয়েকদিনের রসদ।

কথা হচ্ছিল সোনির সঙ্গে। কুমোরটুলিতে কাজ করতে গিয়ে কোনও সমস্যা হয়েছে? সোনির স্পষ্ট জবাব, 'ওরকম সমস্যা কিংবা অভিজ্ঞতার মুখে কোনওদিন আমায় পড়তে হয়নি। উলটে আমাকে সকলেই কাজ শেখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন।'

গত চার বছর ধরে তিনি এই সময়টায় কাজের জন্য কুমোরটুলি চলে আসছেন। সোনির কথায়, 'চিকিৎসার জন্য আমার টাকার প্রয়োজন। তা জোগাতেই এই কাজ করি। প্রতিবছর আমরা এই সময়টার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।'

দুগ্গা এল

দীর্ঘদিন ধরে এই কাজে যুক্ত সন্ধ্যা। সমস্যা হয়েছে কোনওদিন? তাঁর জবাব, 'কুমোরটুলিতে কাজ করতে যাচ্ছি শুনলে এখনও অনেকেই তির্যক দৃষ্টিতে তাকায়। কারণ এই কাজটা নাকি পুরোপুরি পুরুষনির্ভর। তবে সেরকম কোনও সমস্যার মুখে এখনও পড়তে হয়নি।' শিল্পী বীণা পাল বলছিলেন, 'প্রতিবছর কোচবিহার থেকে আমি এখানে কাজ করতে আসি। গ্রামের অনেকেই কটুকথা বলে। এই কাজটা শিল্পকলা। তার থেকেও বড় কথা, আমাদের আয়ের উৎস।' শিলিগুড়ি মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক অশোক পাল বলছিলেন, 'আমরা এখানে পরিবারেরমতোথাকি।পুজোরআগেরদিনগুলোএকসঙ্গে লড়াই করি। এটাই আমাদের সুখ-দুঃখের জায়গা।'

পার্কিং আদায়ে বিতর্ক

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ছুটির দিনে উপরি পাওনা পরিষ্কার আকাশ। রবিবার শিলিগুড়ির বাজারগুলোতে পা ফেলার জায়গা ছিল না। এই সুযোগে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন সংলগ্ন বাজারে বেআইনিভাবে পার্কিং চার্জ আদায় করলেন স্থানীয় কিছু তরুণ। বাজারের আশপাশে বাইক রাখার বিনিময়ে রসিদ ছাড়াই হাজার হাজার টাকা তোলা হল সাধারণ মানুষের থেকে। অথচ প্রশাসনের চোখেই পড়ল না সেসব।

এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের আশপাশে জমে উঠেছিল পুজোর বাজার। অনেকেই বাইক নিয়ে এসে বাজারে ঢুকতে পারছিলেন না ভিড়ের কারণে। তাঁদের একজন রমেশ মুখিয়া। পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন পতিরামজোত থেকে। এদিক-ওদিক তাকাতেই আচমকা যেন ত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভাব হলেন এক তরুণ। বললেন, 'বাইক রাখবা? এদিকে আসো। এক-দুই ঘণ্টা থাকলে ১০-২০ টাকা দিলেই হবে। বেশি হলে ৫০ টাকা লাগবে।'

অন্য উপায় না পেয়ে ওই তরুণের কথামতো বাইক রেখে বাজারের দিকে এগিয়ে গেলেন রমেশ। ঠিক সেসময় কিছুটা দূরে দাঁড়ানো এক তরুণীকে বলতে শোনা গেল, 'কেন? পয়সা দেব কেন? এখানে স্কুটার রাখতে পয়সা কীসের?' পাশে তখন হাতের আঙুলে টাকা ভাঁজ করে রাখা এক তরুণ দাঁড়িয়ে। তরুণীর প্রশ্নে তাঁর সটান জবাব, 'স্কুটার রেখে যাবেন টাকা দেবেন না? কে দেখবে?' রাগে গজগজ করতে করতে সেই তরুণের হাতে দশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন তরুণী। কয়েক পা এগোতেই তাঁকে প্রশ্ন করা হল, টাকা দিলেন কেন? তরুণী বললেন, 'এরা অনেকে আছে দেখলাম। টাকা না দিয়ে গেলে যদি গাড়ির ক্ষতি করে দেয়। তাই দিয়েছি।'

সকাল থেকে এভাবেই বাজার করতে আসা মানুষের থেকে কয়েক হাজার টাকা আদায় করলেন সাত-আটজনের একটি দল। বেলা তিনটে নাগাদ টাকা তুলতে ব্যস্ত এক তরুণের কাছে আদায় হওয়া টাকার অঙ্ক শুনে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। তাঁর কথায়, 'সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত ২০-২২ হাজার টাকা সংগ্রহ হয়েছে। আরও হবে।'

প্রকাশ্যে এসব চললেও ভ্রূক্ষেপ ছিল না ব্যবসায়ীদের। এক দোকানদারের সাফাই, 'এদিন প্রচণ্ড ভিড় রয়েছে। গ্রাহক না সামলে ওদের সঙ্গে গিয়ে ঝগড়া করতে পারব না।' বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত বলে দায় সারলেন আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী। এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মার প্রতিক্রিয়া, 'জায়গাটি রেলের আওতাধীন। স্থানীয় পুলিশ পদক্ষেপ করতে গেলে অসুবিধা হবে। একটি চক্র সেখানে অনেকদিন ধরে তোলাবাজি চালাচ্ছে। পুরোটা অবৈধ। বিষয়টি পুরনিগমে জানাব।' ঘটনা স্বীকার করে নিলেও সংগৃহীত টাকার অঙ্ক এতটা বেশি হতে পারে না বলে মনে করেন কাউন্সিলার।

আয়োজনে কাঁধ মেলান মিলনপল্লির অবাঙালিরাও

আমার পাড়া আমার পুজো

কবি বলেছিলেন, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। মিলনপল্লিতে সেই মিলনের ছবি ঐতিহ্য বহন করে। ভোগ রান্না থেকে প্রতিমা নিয়ে আসা- সবেতেই সক্রিয় অংশগ্রহণ অবাঙালিদের। লিখলেন সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : দুর্গাপুজোকে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব বলে ঠিকই, কিন্তু শিলিগুড়ির মিলনপল্লিতে পুজো আয়োজনে বাঙালিদের সঙ্গে কাঁধে কাধ মেলান অবাঙালিরাও। মিলনপল্লি যুবক বৃন্দ ক্লাব থেকে রেনেসাঁস ক্লাব কিংবা মিলন সমিতি ক্লাবের পুজো- ছবিটা প্রায় এক। পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে অষ্টমীর অঞ্জলি কিংবা সকলের সঙ্গে বসে প্রসাদ খাওয়া, সর্বত্র দেখা যায় সম্প্রীতির ছবি। আয়োজনে অবাঙালিদের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। মিলনপল্লিতে মোট সাতটি বারোয়ারি পুজো হয়। এরমধ্যে চারটি বিগ বাজেটের।

মিলনপল্লি যুবক বৃন্দ ক্লাবের পুজো এবার ৫৯তম বছরে পা দিয়েছে। থিম 'স্বপ্ন উড়ান'। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বপ্নের ঘোরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে প্যান্ডেল। দর্শনার্থীদের চোখে সেরা হতে স্থানীয় কমল

মিলনপল্লি যুবক বৃন্দ ক্লাবের পুজো। রবিবার শিলিগুড়িতে।

তিওয়ারি, কানাইয়া গোয়েল ও টিটু বনসলরা দিনরাত এক করে আয়োজনে ব্যস্ত।

পুজো কমিটির সেক্রেটারি সীমা সাহার কথায়, 'জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই একত্রিত হয়ে দেবীর আরাধনা করেন। মিলনপল্লির প্রত্যেকটা পুজোর সঙ্গে এলাকার হিন্দিভাষী মানুষ জড়িত। তাঁদের সাহায্য ছাড়া এত বড় আয়োজন সম্ভব নয়। আমাদের সঙ্গেই পুজোর দিনগুলিতে ওঁরা আনন্দে মেতে ওঠেন। যা অন্য জায়গায় সেভাবে দেখা যায় না।'

৮০ বছরে মিলনপল্লি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির থিম, 'সবার ওপর মানুষ সত্য, তাহার ওপর নাই'। কমিটিতে হিন্দিভাষী সদস্যের সংখ্যা কম নয়। অন্যতম সদস্য প্রীয়ম রায়ের কথায়, 'মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ঠিক নয়, সেটাই থিমের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। মন্দির, মসজিদ ও গির্জার আদলে প্যান্ডেল তৈরি হয়েছে। সকলে মিলে প্রত্যেক বছর পুজোয় নতুন কিছু করার চেষ্টা করি।'

মিলনপল্লি ২ নম্বর রাস্তার পুজো কমিটির সদস্য রীতেশ মিত্তালের ব্যাখ্যায়, 'এটা তো আমাদের পাড়ার পুজো। শুরু থেকে শেষ অবধি থাকি প্রতিবছর। ভোগ রান্না থেকে বিসর্জন যাত্রা- সবেতেই অংশ নিই।'

পূর্ব মিলনপল্লির মিলন সমিতি ক্লাবের পুজো ৬০ বছরে পড়েছে। এবারের থিম 'চর্যাপদ'। যেখানে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন বইয়ের কাটআউট ব্যবহার করা হয়েছে প্যান্ডেলে। রয়েছে আশাপূর্ণা দেবী থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ অনেকেরই লেখা বই। উদ্যোক্তাদের তরফে আদিত্য বসু রায় বলেন, 'এবছরের পুজো গতবারের তুলনায় বহরে বেড়েছে। বাংলা বই পড়ার প্রবণতা কমছে আগের তুলনায়। সেই কারণে এমন ভাবনা।'

মিলনপল্লির রেনেসাঁস ক্লাবের পুজো এবার ৭১ বছরে। কমিটির সদস্য সমীর পাল বলছিলেন, 'বড় বাজেট নয়, আমরা নিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিই।' এগুলো ছাড়াও উত্তরণ, সোসাইটি ক্লাবের মতো পুজোর সঙ্গে জড়িত বহু হিন্দিভাষী মানুষ।

পর্যটন ভিসায় কড়াকড়ি

পুজোর চেনা ভিড় উধাও চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৬ অক্টোবর : গত অগাস্ট থেকেই অশান্ত ছিল বাংলাদেশ। দেশের অভ্যন্তরীণ ডামাডোলে কড়াকড়ি করা হয়েছে পর্যটন ভিসায়। যার জেরে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে আসা পর্যটকের আনাগোনা প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে, প্রতি বছর পুজোয় পর্যটকদের চেনা ভিড়ের দেখা মিলছে না।

পুজোর ছুটিতে পাহাড়-জঙ্গল ঘুরতে আবার কেউ এদেশের পুজো দেখতে সীমান্ত পেরিয়ে হাজির হন। অনেকে এপারে আত্মীয়স্বজনের বাড়ির পুজোয় অংশ নিতেও চলে আসেন। বাংলাদেশি পর্যটকরা চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে গাড়ি ধরে সড়কপথে ভারতের নানা প্রান্তে যান। কিন্তু এখন বাংলাদেশি

পর্যটকদের অপেক্ষায় চেকপোস্ট চত্বরের বাইরে সারিবদ্ধভাবে গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ অতীতে পুজোর আগে কখনও এমন দৃশ্য দেখা যায়নি। চ্যাংরাবান্ধার ছোট গাড়ির চালক দিলীপ সাহা বলেন, 'গত অগাস্ট থেকে মানুষের আসা কমতে থাকে। আগের ভিড় আর ফিরল না। রোজ গাড়ি নিয়ে বর্ডারে এসে বসে থাকি। কিন্তু ভাড়া মেলে না। গাড়ি চালিয়ে পরিবার চলছে না। ভবিষ্যতে কী হবে জানি না।' আরেক গাড়ির চালক ওলিয়ার রহমানের গলায় আতঙ্কের সুর। তাঁর কথায়, 'কিস্তিতে গাড়ি কিনেছি। কতদিন যে গাড়ি রাখতে পারব জানি না। হয়তো গাড়ি বেচেই ঋণ মেটাতে হবে।'

চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন সূত্রে খবর, চিকিৎসা ও পড়ুয়া ভিসায় যাতায়াত চললেও চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে পর্যটন ভিসায় কড়াকড়ি আছে। কিছু নির্দিষ্ট বন্দর যেমন হরিদাসপুর ও গেদে সীমান্ত দিয়ে পর্যটকরা যাতায়াত করছেন। উল্লেখ্য, গত বছর পুজোর দিনগুলিতে দৈনিক গড়ে পাঁচশোর বেশি মানুষ যাতায়াত করলেও এখন তার প্রায় ৭০ শতাংশ কমে গিয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের কর্মী অমিত বসাকের কথায়, 'আগে পুজোতে পর্যটকদের ভিড়ে নাওয়া খাওয়ার

পর্যটকদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গাড়ি। রবিবার। - সংবাদচিত্র

সময় থাকত না। আর এখন মাছি মারছি।' বৈদেশিক পর্যটকের ভিড় না থাকায় পর্যটন ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস মৈত্র বলেন, 'প্রতি বছর পুজোর আগে পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে বাংলাদেশি পর্যটকদের ভিড় লেগে যেত। এবার সেটা নেই। সিকিম থেকে দার্জিলিং, ডুয়ার্স সর্বত্র অগাস্ট থেকে একই অবস্থা চলছে। চিকিৎসা ভিসায় আসা কিছু মানুষ মাঝে মাঝে আসেন। তার সংখ্যাও খুবই কম।' হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি পুজোয় নানা জায়গায় ঘুরতে ভালোবাসেন। পুজোয় এখানে আসা বৈদেশিক পর্যটকদের অন্তত ৩০ শতাংশ বাংলাদেশি থাকতেন। কিন্তু এবার ভিসা জটিলতায় পর্যটকদের আসা সম্ভব হচ্ছে না। এতে শুধু পর্যটন নয়, হোটেল থেকে গাড়ি, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সহ আনুষঙ্গিক সবকিছুর ক্ষতি হচ্ছে। পুজো শেষ হলে সংগঠন থেকে গত বছর ও চলতি বছরের পুজোয় পর্যটনের তুলনামূলক হিসাব সহ সম্পূর্ণ তথ্য নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলব। ভারতের নিরাপত্তার বিষয়টি নজরে রেখে পর্যটন ব্যবসার কীভাবে উন্নতি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করে হাল ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

মা আসছেন বাপের বাড়ি। রবিবার ময়নাগুড়িতে অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

খোঁজ নেয়নি রাজ্য, ডাক্তাররা অনশনেই

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : কলকাতা, ৬ অক্টোবর : অনশন ৩০ ঘণ্টা পার। সরকার নীরব। খোঁজ নেয়নি, যোগাযোগ করেনি। দাবিগুলি মানা হবে কি না, তাও জানায়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু একটি পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বলেন, 'যাঁরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন, তাঁদের বলি করুন। এটা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার। এতে আমাদেরও শক্তি বাড়ছে।'

জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশনের পরিণতি কী, জানা নেই কারও। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে অনশনের উল্লেখ মাত্র নেই। বরং তাঁর বক্তব্য, 'দু-একটা ঘটনা কখনো-কখনো ঘটে যায়। তাতে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি, হাহাকার বেশি হয়। তা হওয়া উচিত। অধিকার আছে। কিন্তু অন্য জায়গায় কিছু ঘটলে অনেকে মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে রাখে। একটা প্রতিবাদও করে না।'

কলকাতার ডোরিনা ক্রসিংয়ে বাঁধা মঞ্চে ঘণ্টায় ঘণ্টায় অনশনের সময় লেখা হচ্ছে। মঞ্চ বাঁধার কোনও অনুমতি নেই। অবস্থানের অনুমতিও দেয়নি পুলিশ। এমনকি, বায়োটয়লেট বসানোর আবেদনেও সাড়া মেলেনি। বৃষ্টিতে মঞ্চের ত্রিপল উড়ে গেলে, জুনিয়ার ডাক্তাররাই হাত লাগাচ্ছেন।

আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন অনিশ্চয়তার সঙ্গী হয়েছে নানারকম টিপ্পনী। যে ৬ জন শনিবার রাত থেকে অনশনে বসেছেন, তাঁদের কেউ আরজি কর মেডিকেলের না হওয়ায় ধেয়ে আসছে সমালোচনা। সমাজমাধ্যমে কটাক্ষ করে বলা হচ্ছে, বৈঠকের সময় দশজনকে যেতে বললে ৩০ জন চলে যাচ্ছেন, অথচ অনশনে বসার জন্য আরজি কর থেকে একজন ডাক্তারও কেন এলেন না?

আন্দোলনের অন্যতম নেতা অনিকেত মাইতি অবশ্য সাফাই দিয়েছেন, 'কারা অনশনে বসবেন, সেটা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। থ্রেট কালচার নিয়ে শনিবার আমাদের কলেজ কাউন্সিলে বৈঠক থাকায় আমরা ধর্মতলায় আসতে পারিনি। তবে আমরা আন্দোলনেই আছি।' শেষপর্যন্ত রবিবার রাতে অনশনে যোগ দেন অনিকেত নিজেই। সিনিয়ার ডাক্তাররা কর্মবিরতি প্রত্যাহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন জুনিয়ারদের। বিকল্প কর্মসূচির পথে যেতে বলেছিলেন। অনশন একটি বিকল্প তো বটেই। তাতে সমর্থন জানাতে সোমবার অনশনে শামিল হবেন সিনিয়াররা। তবে তাঁরা রিলে অনশন করবেন। সিনিয়ার ডাক্তার সুবর্ণ গোস্বামী রবিবার জানান, এই আন্দোলনকে তাঁরা পূর্ণ সমর্থন করেন। প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে এই আন্দোলন। প্রশাসন সতর্ক হলে এত কিছুর প্রয়োজন হত না।

তিনি বলেন, যেভাবে আন্দোলন চলছে, তাতে ন্যায়বিচার মিলবেই। জুনিয়ার ডাক্তারদের এক প্রতিনিধিদল রবিবার জয়নগরের মহিষমারিতে গিয়েছিল। যেখানে ৯ বছরের এক বালিকাকে ধর্ষণের পর খুনের অভিযোগ উঠেছে। সেই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে জুনিয়ার ডাক্তাররা জয়নগরে যান।

১৩ লক্ষ টাকা ফিরে পেলেন মহিলা

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ১৩ লক্ষ টাকা খুঁইয়েছিলেন এক মহিলা। সেই টাকা রবিবার ফিরে পেলেন তিনি। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানান, গত মাসের ২০ তারিখ সাইবার ক্রাইম থানায় হাকিমপাড়ার এক মহিলা অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে ওই মহিলা জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে মুম্বই পুলিশের কর্তা পরিচয় দিয়ে একজনের ফোন আসে। বলা হয়, তাঁর অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা ট্রানজাকশান হয়েছে। তাই তাঁর অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হবে। এরপর এফআইআরের ভয় দেখিয়ে ওই মহিলাকে ১৩ লক্ষ টাকা একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠাতে বাধ্য করা হয়।

তাঁর সঙ্গে যে প্রতারণা হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। তদন্তে নামে পুলিশ। যে অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছিল, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বলে ফ্রিজ করানো হয়। দেখা যায়, পুরো টাকা ওই অ্যাকাউন্টেই রয়েছে। এরপর সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর চলতি মাসের ১ তারিখ ওই মহিলার অ্যাকাউন্টে পুরো টাকাটাই ফিরে আসে।

পুজোই নেই, চাঁদার নামে লুটপাট

বক্সিরহাট, ৬ অক্টোবর : পুজোর চাঁদা আদায়ের নামে গভীর রাতে পোলট্রির গাড়ি দাঁড় করিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি এলাকার ঘটনা। পিকআপ ভ্যানচালক ও তাঁর দুই সঙ্গীকে মারধরের পাশাপাশি তাঁদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা, মোবাইল ফোন ছিনতাই করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি শনিবার রাতে। পিকআপ ভ্যানচালক বিদ্যুৎচন্দ্র বর্মন রবিবার বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবাক হয়ে যায়। দেখা যায়, সেখানে কোনও পুজো না থাকলেও পুজোর নাম করে জুলুমবাজি চালানো হচ্ছিল।

পিকআপ ভ্যানের মালিক অনুপ বর্মন বলেন, 'রাস্তাঘাটে পোলট্রির গাড়ি থেকে জোর করে চাঁদা আদায় চলছেই।'

চাঁদার জুলুমে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

ব্যবসায়ীকে মারধর, টাকা ও সামগ্রী লুট

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৬ অক্টোবর : পুজোর চাঁদা চাইতে গিয়ে এক মাছ ব্যবসায়ীকে মারধর সহ ১০ হাজার টাকা ও সামগ্রী লুটের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি এবং স্থানীয় পুজো কমিটির কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপ্টিবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সুস্তিরহাটে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। রবিবার দুপুর নাগাদ নিগৃহীত ব্যবসায়ী পরিতোষ রায় ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি আরাফত হোসেনের বিরুদ্ধে। যদিও আরাফাত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। তবে বিকেল পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আরাফাতের সঙ্গী ছিলেন স্থানীয় জাগরণী ক্লাব ও পাঠাগার দুর্গাপুজো কমিটির আরও বেশ কয়েকজন সদস্য। তাঁদের পরিচয় জানেন না পরিতোষ রায়। ঘটনার কথা অস্বীকার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের তরফেও।

সুস্তিরহাটে সাপ্তাহিক হাটের দিন ছিল শনিবার। চূড়াভাণ্ডার এলাকার শালবাড়ির বাসিন্দা পরিতোষ প্রায় ১৫ বছর ধরে সেখানে সাপ্তাহিক হাটের দিন মঙ্গলবার এবং শনিবার মাটিতে পলিথিন বিছিয়ে মাছের ব্যবসা করে আসছেন। অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যার পর স্থানীয় জাগরণী ক্লাব ও পাঠাগার দুর্গাপুজো কমিটির তরফে বেশ কয়েকজন দলবেঁধে চাঁদা চাইতে আসেন পরিতোষ রায়ের মাছের দোকানে। পরিতোষ গত বছরের চাইতে ৫০ টাকা বেশি চাঁদা দেবেন বলে জানান। দোকান বন্ধ করে ক্লাবে চাঁদা পৌঁছে দিয়ে আসবেন বলে জানান তিনি। কিন্তু পুজো কমিটির সদস্যরা তাতে কান না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মোটা চাঁদা দাবি করেন। এরপর আরাফতের নেতৃত্বে মাছের পলিথিন উলটে ফেলে দেওয়া হয়। মহাজনের পাওনা দশ হাজার টাকা ও দোকানের ওজনযন্ত্র সহ সবকিছু লুঠপাট করা হয়।

> আরাফত আমাকে ঘুসি, লাথি মারে। আমার মাথায় আঘাত লেগেছে। রাতে বাড়িতে এসে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে গিয়েছি। রাত হয়ে যাওয়ায় রবিবার দুপুরে ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।
>
> **পরিতোষ রায়**
> *ব্যবসায়ী*

পরিতোষ বলেন, 'আরাফত আমাকে ঘুসি, লাথি মারে। আমার মাথায় আঘাত লেগেছে। রাতে বাড়িতে এসে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে গিয়েছি। রাত হয়ে যাওয়ায় রবিবার দুপুরে ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

পরিতোষের আরও অভিযোগ, 'দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা ও সামগ্রী লুঠপাট করেছে। আমাকে হাট থেকে একপ্রকার তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আরাফতের সঙ্গে ওখানকার পুজো কমিটির আরও কয়েকজন ছিল। বাকিদের পরিচয় জানা নেই আমার। আমি কোনওরকমে ওখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে আসি।'

পরিতোষের স্ত্রী বিমলা বলেন, 'শনিবার রাতে কাঁপতে কাঁপতে বাড়িতে ফেরে স্বামী। অসুস্থ হয়ে পড়ায় রাতেই চিকিৎসার জন্য ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাই। আমরা গরিব মানুষ। তিন মেয়ে রয়েছে আমাদের। হাটে মাছ বিক্রি করেই সংসার চলে। তাই প্রশাসনের কাছে তদন্তসাপেক্ষে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।'

পুজো কমিটির সদস্য তথা অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার সাফাই, 'অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। একটা ঘটনা ঘটেছে। তবে আমি পাশেই ছিলাম। ছুটে গিয়ে মিটমাট করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' পুজো কমিটির সম্পাদক জয়দেব বর্মন বলেন, 'আমি নিজে পেশায় টোটোচালক। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। তবে ঘটনার কথা শুনেছি।' পুজো কমিটির সভাপতি মৃণালকান্তি বর্মন বলেন, 'ঘটনার সময় ওখানে আমি নিজে ছিলাম না। তবে শুনেছি ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে পুজো কমিটির সদস্যদের তর্কাতর্কি হয়েছে।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'ঘটনার খবর জানতাম না। খোঁজ নিয়ে দেখছি।' ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

মার্কিন মুলুকে

প্রথম পাতার পর

কলেজপাড়ার বাসিন্দা শাশ্বতী, তাঁর স্বামী শুভ্রজিৎ বসু কর্মসূত্রে ১০ বছর ধরে বস্টনে থাকেন। গত শুক্র থেকে রবিবার পর্যন্ত দুর্গাপুজোয় মেতেছিলেন তাঁরা। শাশ্বতীর কথায়, 'পুজোর সময় আর এখন শিলিগুড়ি যাওয়া হয় না। বস্টনে আমরা পুজোর দায়িত্বে রয়েছি। এখানে সকলে মিলে তিনদিন দারুণ আনন্দ করি।'

প্রায় ১৪ বছর লেকটাউনের বাসিন্দা স্বাগতা কাঞ্জিলাল গোস্বামী থাকেন আমেরিকার নিউ জার্সিতে। গানের শিক্ষিকা স্বাগতা মৈত্রী অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ও আনন্দ মন্দির নামে দুটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। মৈত্রীতে শুক্র, শনি ও রবিবার পুজো হলেও আনন্দ মন্দিরে পুজো হয় তিথি মেনেই। তাঁর কথায়, 'পুজোর ক'টাদিন খুব আনন্দ করি। প্রায় ২৮টি পুজো হয় নিউ জার্সিতে।'

টেক্সাসে ২১ বছর ধরে রয়েছেন শিলিগুড়ির ডন বসকো স্কুলের প্রাক্তনী তথা বর্তমানে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শুভ্র মিত্র। শুভ্র এবং সেখানকার একটি ব্যাংকে কর্মরত তাঁর স্ত্রী পারমিতা আন্তরিক নামে একটি পুজো কমিটির সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের ওখানে পুজো হবে আগামী শুক্র ও শনিবার। ১৯ তারিখ বিজয়া দশমী। পারমিতা বলছেন, 'পুজোর সময় আমেরিকাতে তো আলাদাভাবে ছুটি হয় না। তবে আমাদের এখানে খুব নিষ্ঠা সহ পুজো হয়। পুজোর সময় আগে বাড়ি যেতাম। কিন্তু এখন আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। এখানেই সবাই মিলে আনন্দ করি।'

ভিড়ের চাপ

প্রথম পাতার পর

এখন অনলাইনে অর্ডার করলে আর পুজোর সময় ডেলিভারি পাওয়া যাবে না। তাই স্টোরেই জিনিস কিনতে এলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় মলের স্টোরেও স্টক শেষের দিকে। তাই যেটা সাইজে ঠিক হল সেটাই কিনেছি। পরে হয়তো এটাও পাব না।

এদিনের ভিড় দেখে পুজো যে জমজমাট ও মানুষ যে আরজি কর হাসপাতালের কাণ্ডের প্রতিবাদের পাশাপাশি উৎসবেও রয়েছেন তা কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে। সোমবারও ক্রেতাদের ভিড়ে বাজার জমজমাট থাকবে এতটাই আশা দেখছেন ব্যবসায়ীরা।

পুজো উদ্বোধনে ব্রাত্য নিশীথ

কোচবিহার, ৬ অক্টোবর : তিনি ছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক তো বটেই দেশের বহু মন্ত্রীর তুলনায় নিশীথ প্রামাণিকের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অনেকটাই বেশি। মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি জেলার বহু পুজোয় উদ্বোধনের ডাক পেয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিত্ব হারানোর পর সবই হঠাৎ ফিকে। পুজো উদ্বোধনের মঞ্চে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন।

শুধু নিশীথই নয়, জেলায় নয়জন বিধায়কের মধ্যে বিজেপির ছয়জন বিধায়ক থাকলেও পুজো উদ্বোধনের মঞ্চে তাঁরাও কার্যত ব্রাত্য। তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী, বিধায়ক, নেতারা পুজোর ফিতে কাটছেন। বিজেপি নেতারা তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত পুজোতেই বেশি করে মনঃসংযোগ করছেন। কোচবিহার শহরে বিজেপির জেলা দলীয় কার্যালয়ের ভিতরেই এবার দ্বিতীয় বর্ষ দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সেখান থেকেই সামাজিক কাজকর্ম ও জনসংযোগ সারবে বিজেপি নেতৃত্ব। রবিবার বহু চেষ্টা করেও নিশীথের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এবারের পুজোয় এভাবে ব্রাত্য থাকার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি নেতারা সেভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বরং তাঁরা নিজেদের পুজো নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চান বলে জানিয়েছেন।

পুজো কমিটিগুলিকে রাজ্য সরকারের তরফে অনুদান দেওয়ায় সেখানকার অনুষ্ঠানে অনেকেই বিজেপি নেতাদের ডাকার 'ঝুঁকি' নিচ্ছেন না। বরং শাসকদলের প্রতিনিধিরাই মঞ্চে বেশি করে জায়গা পাচ্ছেন। কোচবিহার থেকে দিনহাটা, সর্বত্রই একই ছবি। এদিকে, কোচবিহার শহরের ব্যাংচাতরা রোডে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। দলের তরফে আয়োজিত এই পুজোর এবার দ্বিতীয় বর্ষ। ইতিমধ্যেই নেতৃত্ব পুজোর আয়োজনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। দলের জেলা সভাপতি তথা পুজো কমিটির সভাপতি সুকুমার রায় বলেছেন, 'সবাই মিলে একসঙ্গে পুজো করব।' কার্যালয়ের ভিতরে ষষ্ঠী থেকে পুজো শুরু হবে। নিয়ম মেনে দশমী পর্যন্ত পুজো চলবে। এই ক'দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ হবে। পুজোর আমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে বিলি করার কাজও প্রায় শেষ। পুজো কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তথা বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে'র কথায়, 'দলীয় নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থকরা মিলে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে সবাই মিলে আনন্দ করবেন।' পুজো উপলক্ষ্যে এদিন বিজেপির জেলা কার্যালয়ে বহু মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

জেলার খেলা

প্রত্যাবর্তন দেখে খুশি রেফারি সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : মাসদেড়েকের মধ্যেই ছবিটা বদলে গিয়েছে। ছেড়ে যাওয়া বেশ কিছু সদস্য শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থায় প্রত্যাবর্তন করায় খুশি সচিব রানা দে সরকার। তাঁর খুশি আরও বাড়িয়ে রবিবার নতুন রেফারি ও আম্পায়ার হওয়ার জন্য পরীক্ষায় বসেছিলেন ৪৯ জন। বলেছেন, 'আমাদের সংস্থা কখনোই সংকটে ছিল না। বাইরের কেউ ভুল বোঝানোয় কয়েকজন হয়তো ছেড়ে গিয়েছিলেন আমাদের। এখন বাস্তব উপলব্ধি করে ফিরে আসতে চাইছেন। ৫ জন ফিরে এসে আমাদের সংস্থার হয়ে শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলে এসআরটি ফাউন্ডেশনের ক্রিকেটে ম্যাচ পরিচালনাও করেছেন। পাকিয়ং, শক্তিগড় ও চটহাটে ফুটবল প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে এসেছি কোনও বিতর্ক ছাড়াই। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদও আমাদের ওপর ভরসা হারায়নি। একটি ম্যাচ বাদ দিলে পরিষদের সব ম্যাচে আমরাই দায়িত্বপালন করেছি।' এরপরই তাঁর সংযোজন, 'বাকিরাও ফিরে আসবেন বলে আমরা আশাবাদী। অনেকেরই পদত্যাগ কার্যনির্বাহী সমিতিতে গৃহীত হয়নি। তাই তাঁরা আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন বলব না।'

রানাকে আরও উৎসাহী করেছে রেফারি-আম্পায়ার হওয়ার জন্য তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ। জানিয়েছেন, ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সি ৪৯ জন এদিন লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় বসেন। এর মধ্যে সাতজন মহিলাও ছিলেন। এরপর তিন পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে জুনিয়ার পর্যায়ের কিছু ম্যাচ দিয়ে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নেওয়া হবে তাঁদের। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সংস্থায় এক মাস ধরে ক্লাস নিয়েছেন জয়ব্রত ঘোষ, রমেশ বর্মন (ফুটবল), প্রিয়ংকর চাকি, রানা মল্লিক (ক্রিকেট) ও সলিল বর্ধন (ভলিবল)।

চ্যাম্পিয়ন কমলা বাগান

ফাঁসিদেওয়া, ৬ অক্টোবর : চটহাট ইউনাইটেড ক্লাবের ১৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কমলা চা বাগান। চটহাট হাইস্কুলের মাঠে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে গোয়ালটুলি টিএ অ্যান্ড টিএন-কে হারিয়েছে। কমলার হয়ে গোল করেন আমান। ফাইনালের সেরা কমলার ডেভিড। ফাইনালের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। চ্যাম্পিয়ন দলকে দেড় লক্ষ টাকা ও ট্রফি দেওয়া হয়। রানার্স দল ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১ লক্ষ টাকা।

আজ আমরণ অনশনে

প্রথম পাতার পর

তার পরেই একজন বা দুজন আমরণ অনশন শুরু করবেন।

এদিন সকালে অনশন শুরু হওয়ার পর থেকেই মেডিকেলের সিনিয়ার ডাক্তারদের অনেকেই অনশনস্থলে এসে আন্দোলনকারীদের সাহস জুগিয়েছেন। কেউ আবার অনশনমঞ্চে বসে আন্দোলনকারীদের ঘণ্টা দুয়েক সঙ্গ দিয়েছেন। সামনেই পরীক্ষা থাকায় সিনিয়াররা পরীক্ষার বিভিন্ন টিপসও দিয়েছেন।

দুপুরে আইএমএ'র শিলিগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে চিকিৎসকরা অনশনস্থলে আসেন। সংগঠনের শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ শঙ্খ সেন, ডাঃ অনুপমনাথ গুপ্ত, ডাঃ উদয়ন মজুমদার সহ অনেকেই আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার বার্তা দেন। সংগঠনের তরফে সেখানে চারটি স্ট্যান্ডফ্যানের ব্যবস্থা করা, বিদ্যুৎ সংযোগ সহ বিভিন্ন সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। আগামীতে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আইএমএ'র শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ শঙ্খ সেন বলেছেন, 'আমরা আন্দোলনকারী ডাক্তারি পড়ুয়াদের পাশে রয়েছি। কেননা আরজি করের ঘটনার দ্রুত বিচার, রাজ্যজুড়ে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফিরুক এসব আমরাও চাই।'

এদিন বিকেলে অনশনমঞ্চে খাটিয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রাতে যাতে অনশনকারীদের সেখানে থাকতে কোনও সমস্যা না হয় সেটাও নিশ্চিত করা হয়েছে। অনশনস্থলের পাশেই সকাল থেকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আরডিএ'র উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি ডাঃ কৌস্তুভ চক্রবর্তী বলেছেন, '১৭ জন প্রতীকী অনশনে বসার কথা ছিল। কিন্তু আমরা এদিন ২৩ জন বসেছি। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত এই অনশন চলবে। তার পরেই একজন বা দুজন আমরণ অনশন শুরু করবেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।' তিনি বলেছেন, 'এদিন অনশনমঞ্চে সিনিয়ার ডাক্তারদের অনেকেই এসেছিলেন। প্রত্যেকেই আমাদের আন্দোলনে সাহস জুগিয়েছেন।'

স্থগিত আন্দোলন

প্রথম পাতার পর

তবে, ৬ নভেম্বর কলকাতায় বৈঠকে যাওয়ার আগে পাহাড়ের ৫০ হাজার চা শ্রমিকের সই সংগ্রহ এবং অন্য শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গেও আলোচনা করা হবে।'

পাহাড়ে বেড়াতে আসা সিংহভাগ পর্যটকই চা বাগানে ঘুরতে যেতে পছন্দ করেন। চা বাগান সংলগ্ন হোটেল, রিসর্ট এবং হোমস্টেতে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পুজোর মরশুমে পাহাড়জুড়ে চা বাগানে আন্দোলন চলায় পর্যটকরাও হতাশ হবেন বলেই পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে হোটেল মালিক সকলেই ভাবছিলেন। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলি রবিবার আন্দোলন স্থগিত করায় পর্যটনশিল্পে খুশির হাওয়া।

দার্জিলিংয়ের পর্যটন ব্যবসায়ী মৃগমা শেরপা বললেন, 'পর্যটকরা পাহাড়ে এলে চা বাগান ঘুরতে পছন্দ করেন। কিন্তু এবার আন্দোলন চলায় আমরাও চিন্তায় ছিলাম। অবশেষে আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়েছে। এটা পর্যটনের জন্যও ভালো।' পর্যটন ব্যবসায়ী তথা হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'বাগানগুলিতে আন্দোলনের জেরে অনেক জায়গায় শ্রমিকরা পথ অবরোধ করছিলেন। সমাজমাধ্যমে সেই খবরগুলি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় পর্যটকদের মধ্যে একটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। শ্রমিক সংগঠনগুলি আন্দোলন স্থগিত করার কথা ঘোষণা করায় পর্যটনশিল্পও সুফল পাবে। কেননা পর্যটকরা আন্দোলন স্থগিত হওয়ার খবর পেয়ে আবার পাহাড়মুখী হবেন।'

পুজোর উদ্বোধন

চোপড়া, ৬ অক্টোবর : রবিবার চোপড়ার দাসপাড়া ও কালাগছ সর্বজনীনের দুর্গাপুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে দাসপাড়ায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক হামিদুল রহমান ও চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল।

কার্নিভাল বাতিল

মালবাজার, ৬ অক্টোবর : দুর্নীতির দায়ে স্বপন সাহাকে দল থেকে সাসপেন্ড করার পর মাল পুরসভার আর্থিক দৈন্যদশা ক্রমশ সামনে আসতে শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সমস্ত শহরে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হলেও মাল পুরসভা দুর্গাপুজোর কার্নিভাল বাতিল করেছে। কয়েক মাস আগে পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে পুরসভা যে মিটিং করেছিল সেখানে ডেঙ্গি প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারের জন্য প্রত্যেক পুজো কমিটিকে পুরসভার তরফে ৫,০০০ টাকা করে অনুদান দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে মালবাজার পুরসভা বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের শেষ মিটিংয়ে সর্বসম্মতভাবে এই অনুদানও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেছেন, 'বর্তমানে প্রশাসনিক এবং আর্থিক দিক দিয়ে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাই এ ধরনের সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে।'

রাজ্য কংগ্রেসে কত স্বাধীনতা দেবেন রাহুল

প্রথম পাতার পর

জোটকে শক্তিশালী করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তা করতে গেলে তৃণমূলকে কাছে রাখাটা জরুরি। লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রকাশ্যে অধীরের সম্পর্কে বিরক্তিসূচক মন্তব্য করে খাড়গে তা বুঝিয়েও দিয়েছিলেন।' কংগ্রেসের এই নেতার মতে, আপাতত অধীর হাইকমান্ডের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পাবেন না।

তাহলে কি কংগ্রেসের নতুন রাজ্য সভাপতি তৃণমূলের প্রতি নরম নীতি নিয়ে চলবেন? কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতারা অবশ্য বলছেন, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে শুভঙ্করের পক্ষে এখনই তৃণমূলের হাত ধরা সম্ভব নয়। তৃণমূলের বিরোধিতার পথেই কংগ্রেসকে থাকতে হবে। এটা হাইকমান্ডও বোঝে। তারাও এই রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে জোট বাঁধার জন্য কংগ্রেসকে চাপ দেবে না। তবে তৃণমূল বিরোধিতা অধীরের মতো চড়া যে হবে না সেই বার্তা হাইকমান্ড নতুন সভাপতিকে দিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেসের অনেক নেতা এ-ও মনে করেন, অনেক ক্ষেত্রেই অধীরের বিরোধিতা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়েছিল। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অধীরের ব্যক্তিগত অসূয়া। শুভঙ্করের ক্ষেত্রে যেটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

তাহলে নতুন রাজ্য সভাপতির আমলে কোন পন্থা অবলম্বন করবে দল? গত কয়েকদিন রাজ্য কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অধিকাংশেরই মত, কংগ্রেস রাজ্যে একক শক্তিতে নির্বাচন লড়ুক। সিপিএমের সঙ্গে জোট বেঁধে যে কংগ্রেসের কোনও লাভ হয় না সেটি প্রমাণিত। একক শক্তিতে লড়তে গেলে প্রথমেই যে খুব বেশি নির্বাচনি সাফল্য কংগ্রেসের আসবে তা-ও না। তবু, একক শক্তিতে লড়লে কংগ্রেস তার যেটুকু নিজস্ব ভোটব্যাংক আছে তা ধরে রাখতে পারবে। নিজের শক্তিটুকুও যাচাই করে নিতে পারবে। সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর জন্য তা কাজে লাগবে। ভবিষ্যতে কংগ্রেস এতে লাভবানও হবে।

পাশাপাশি, কংগ্রেস নেতারা মনে করছেন, কংগ্রেসের দৃশ্যমানতা বাড়াতে হবে। যেটি কার্যত প্রিয়রঞ্জন প্রয়াত হওয়ার পর মুছে গিয়েছিল। এমনকি সোমেন মিত্রের জমানাতেও দৃশ্যমানতা ছিল না। আর দৃশ্যমানতা বাড়ানোর জন্য কংগ্রেসকে পথের আন্দোলনে থাকার একাধিক কর্মসূচি নিতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় পথসভা থেকে শুরু করে ময়দানের জনসভা অবধি। অন্তত ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দৃশ্যমানতা তৈরি করাটা নতুন সভাপতির কাছে প্রথম চ্যালেঞ্জ। এই দৃশ্যমানতা যতদিন গড়ে তুলতে না পারবে কংগ্রেস, ততদিন জনমানসে তার হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাসযোগ্যতাও ফিরবে না।

নতুন সভাপতির নেতৃত্বে কংগ্রেসের পালে নতুন হাওয়া আসবে কি না তা সময় বলবে। তবে রাজ্য কংগ্রেসের অভিজ্ঞ নেতারা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে একটি আশঙ্কাও করছেন। তাঁরা বলছেন, কংগ্রেসকে যদি এই রাজ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, তাহলে হাইকমান্ডকেও পিছন থেকে সর্বদা সুতো ধরে টানলে চলবে না।

তবে পাশাপাশি এই নেতারা এ-ও বলছেন, এই কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধির কংগ্রেস নয়। গত এক দশকের বেশি সময় কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় নেই। যে রাজ্যগুলিতে এখন কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে সেখানে অনেকটাই রাজ্য নেতাদের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে কংগ্রেসকে। হাজার টাকার প্রশ্ন এটাই যে, রাহুল-খাড়গেরা শুভঙ্করের ওপর সেই নির্ভরতা দেখাবেন কি?

মাঠে ময়দানে

বোলারদের দাপটে পাক জয় ভারতের

জোড়া উইকেট নেওয়া শ্রেয়াঙ্কা পাতিলকে অভিনন্দন স্মৃতির।

পাকিস্তান - ১০৫/৮
ভারত - ১০৮/৪ (১৮.৫ ওভার)

দুরন্ত ক্যাচে রিচা ঘোষ ফেরালেন পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানাকে।

দুবাই, ৬ অক্টোবর : মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে শেষ আট ম্যাচে ভারতের পক্ষে স্কোরলাইন ৭-১। ফলে রবিবার চলতি টি২০ বিশ্বকাপে পরিসংখ্যান সঙ্গে নিয়েই নেমেছিলেন হরমনপ্রীত কাউররা। প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে দাদাগিরি এদিনও অব্যাহত থাকল ওমেন ইন ব্লু-র। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে মহিলাদের চলতি কুড়ির বিশ্বসেরার আসরে প্রথম জয় পেল ভারত। এদিন খেলা দেখতে হাজির ছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ।

প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫৮ রানে হারের পর অধিনায়ক হরমনপ্রীত জানিয়েছিলেন, দলের মেয়েরা এর চেয়ে অনেক ভালো পারফর্ম করার ক্ষমতা রাখে। এদিন অরুন্ধতী রেড্ডি, শ্রেয়াঙ্কা পাতিলরা সেটাই করে দেখালেন। টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নেমে পাকিস্তানকে ভাঙার কাজটা শুরু করেন রেণুকা সিং ঠাকুর (২৩/১)। ম্যাচের প্রথম ওভারে তিনি ফিরিয়ে দেন গুল ফিরোজাকে। এরপর অরুন্ধতী (১৯/৩)-শ্রেয়াঙ্কার (১২/২) পেস-স্পিনের ককটেল পাকিস্তানকে কখনোই স্বস্তি দেয়নি। বিশেষ করে শ্রেয়াঙ্কা। মহিলাদের আইপিএলে কৃপণ বোলিংয়ের সঙ্গে নিয়মিত উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছিলেন। এদিন ৪ ওভারের কোটায় ১৪টি ডট বল বেরোল কর্ণাটকের এই অফস্পিনারের হাত থেকে। যার ফলে পাকিস্তান ১০৫/৮ স্কোরে আটকে যায়।

গত ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার ফিল্ডিং নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল। এদিনও আশা শোভানা জোড়া ক্যাচ ফেললেন। কিন্তু বাকিরা কোনও ভুল করেননি। শোভানার বলে পাক অধিনায়ক ফাতিমা সানার (১৩) ক্যাচ এক হাতে তালুবন্দি করে স্টাম্পের পিছনে আরও একবার নিজের স্কিল দেখিয়েছেন শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ। রিচার ক্যাচ নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতে স্মৃতি মান্ধানার (৭) উইকেট হারানোয় ভারতের শুরুটা ভালো হয়নি। কিন্তু শেফালি ভার্মা (৩২) ও জেমিমা রডরিগেজের (২৩) ৪৩ রানের জুটি টিম ইন্ডিয়ার কাজ সহজ করে দেয়। এরপর দলকে জয়ের রাস্তায় নিয়ে যান হরমনপ্রীত (২৯)। রিচা খাতা খুলতে না পারলেও ভারত ১৮.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৮ রান তুলে নেয়। তবে শেষদিকে হরমনপ্রীতের কাঁধের চোট ভারতীয় শিবিরকে চিন্তায় রাখবে।

মায়াঙ্ক, হর্ষিতকে নিয়ে স্বপ্নে বুঁদ কোচ

রোলস রয়েস, ফেরারি যুগ ভারতীয় ক্রিকেটে

গোয়ালিয়রে অভিষেকের পর মায়াঙ্ক যাদব ও নীতীশকুমার রেড্ডি। রবিবার।

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : 'রোলস রয়েস' ও 'ফেরারি'।

ভারতীয় ক্রিকেটে আসন্ন রোলস রয়েস, ফেরারি যুগ! সৌজন্যে মায়াঙ্ক যাদব ও হর্ষিত রানা। পশ্চিম দিল্লির উঠতি দুই ফাস্ট বোলার। ১৫৫ প্লাস গতিতে ইতিমধ্যেই বাইশ গজে ঝড় তুলেছেন মায়াঙ্ক 'রোলস রয়েস' যাদব। 'ফেরারি' হর্ষিত রানা সেখানে গতি-সুইংয়ে শাহরুখ খানের অন্যতম 'বাজিগর'।

রাজধানী শহরের পশ্চিম প্রান্ত থেকে উঠে আসা জোড়া ফলা এই মুহূর্তে চর্চার কেন্দ্রে। দুজনেই বাইশের কোঠায়। গতি

> বরাবরই বলতাম, মায়াঙ্ক, হর্ষিত স্পেশাল। প্রতিভাবান। রক স্টার। একজন আমার কাছে রোলস রয়েস, আরেক জন ফেরারি। মানসিকভাবে দুইজনেই অত্যন্ত শক্তিশালী। গতির সঙ্গে যা ওদের তুরুপের তাস।
>
> **নরেন্দ্র নেগি**
> *মায়াঙ্ক, হর্ষিতের মেন্টর*

ঝাঁঝে মায়াঙ্ক কিছুটা এগিয়ে। হর্ষিত সেখানে মানসিক আগ্রাসনে। পশ্চিম দিল্লির ক্রিকেট-পরম্পরা বেশ চোখধাঁধানো। বীরেন্দ্র শেহবাগ, বিরাট কোহলি, গৌতম গম্ভীর, ইশান্ত শর্মা, আশিস নেহেরা-দীর্ঘ তালিকা। নবতম সংযোজন মায়াঙ্ক, হর্ষিত।

মায়াঙ্ক পশ্চিম দিল্লির মোতিনগরের। বিরাটের ক্রিকেটীয় আঁতুড় থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরত্ব। হর্ষিতের সবকিছুই ভরা গ্রামকে ঘিরে, যা শেহবাগের বিখ্যাত নজফগড়ের একদম লাগোয়া। প্রথমবারের জন্য একসঙ্গে ভারতীয় দলে, বাংলাদেশ ব্যাটারদের টক্কর নেওয়ার পরীক্ষা।

গোয়ালিয়রে পা রাখার পর নেট কাঁপাচ্ছেন। রকেটের গতিতে বল ছুটছে হাত থেকে বেরিয়ে। চোখে পড়ছে দুইজনের বন্ধুত্ব। বোলিংয়ের মাঝেই নিজেদের মধ্যেই শলাপরামর্শ ভাগ করে নিচ্ছেন মায়াঙ্ক-হর্ষিত। হাসিঠাট্টাও বাদ যাচ্ছে না।

ক্লাব ক্রিকেট থেকে আলাপ। দিল্লি অনূর্ধ্ব-১৯ দলে একসঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করা। দুজনেই চোটপ্রবণ। বাবার থেকে ফাস্ট বোলিংয়ের গল্প শুনতে শুনতে ফাস্ট বোলার হওয়ার স্বপ্নটা মনের মধ্যে গেঁথে যাওয়া। কার্টলে অ্যামব্রোজের ভক্ত মায়াঙ্কের বাবা প্রভু যাদব ভর্তি করে দেন দিল্লির বিখ্যাত সনেট ক্রিকেট ক্লাবে।

হর্ষিতের বাবা প্রদীপ রানা অপরদিকে নিজে অ্যাথলিট ছিলেন। সিআরপিএফের হয়ে দেশীয়, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় হ্যামার থ্রো এবং ভারোত্তোলন বিভাগে অংশ নিয়েছেন। তবে নিজে শোয়েব আখতারের গুণমুগ্ধ। ছেলেকে পেসার বানানোর স্বপ্ন শোয়েবকে দেখেই।

বয়সভিত্তিক গ্রুপে বারবার টিম নির্বাচনে আটকে যেত হর্ষিত। কিন্তু পুত্রের মনোবল কখনও ভাঙতে দেননি। বোঝাতেন, 'এমন জোরে বল কর, ব্যাটাররা যেন ভয় পায়। তার পর দেখি কে তোকে না নেয়। ব্যাটারদের মনে ভয় ধরিয়ে দে আগুনে বোলিংয়ে।'

দুজনের মেন্টর নরেন্দ্র নেগির মতে, হর্ষিত, মায়াঙ্ক এক মুদ্রার দুই দিক। দুই ছাত্রের ভারতীয় দলে ডাক পাওয়ার আবেগ নিয়ে বলেছেন, 'বরাবরই বলতাম, দুজনেই স্পেশাল। প্রতিভাবান। রক স্টার। একজন আমার কাছে রোলস রয়েস, আরেকজন ফেরারি। মানসিকভাবে দুজনেই অত্যন্ত শক্তিশালী। গতির সঙ্গে যা ওদের তুরুপের তাস।'

হর্ষিত এবং মায়াঙ্কের প্রচারের আলোয় আসা আইপিএলের সুবাদে। তফাত শুধু মায়াঙ্কের গায়ে ছিল লখনউ সুপার জায়েন্টসের জার্সি। হর্ষিতের কলকাতা নাইট রাইডার্স। গত আইপিএলে মায়াঙ্কের বেশিরভাগ বল যেখানে দেড়শো প্লাস গতিতে ছিটকে বেরিয়েছে, সেখানে হর্ষিতের ঝোলায় ১৯ শিকার। গায়ে এবার ভারতীয় দলের জার্সি। অপেক্ষা জোড়া ঝড়ের।

বলছে মোহনবাগান শিবির

রক্ষণ-আক্রমণের বোঝাপড়াতেই জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : কথায় বলে আহত বাঘকে খোঁচাতে নেই। সে তখন আরও বেশি ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কথাটা বোধহয় শনিবার রাতে হাড়ে হাড়ে টের পেল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ফুটবলে সেরাদের তালিকার প্রথমদিকেই যে নাম থাকবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের, এই নিয়ে দ্বিমত থাকার কথা নয়। সেই তাদের উদ্দেশেই দিনকয়েক আগে থেকেই হুংকার ছাড়ছিলেন সাদা-কালো শিবিরের কোচ-কর্তা থেকে সমর্থকরাও। বিশেষকরে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে হারের পর মোহনবাগানকে কটাক্ষ করার যে আরও বাড়তি উদ্যম পেয়ে যান আন্দ্রেই চেরনিশভ বা বেলাল আহমেদ খানরা, তা বলাই বাহুল্য। মোহনবাগান সমর্থকরাও একটা আশঙ্কা নিয়েই সম্ভবত

গোলের পর গ্রেগ স্টুয়ার্টকে নিয়ে উল্লাস মোহনবাগানের জেমি ম্যাকলারেন ও মনবীর সিংয়ের। ছবি : ডি মণ্ডল

মাঠে আসেন। কারণ তাঁরাও খুব নিশ্চিত ছিলেন না যে তাঁদের প্রিয় দল গত তিন ম্যাচে ভালো ফুটবল উপহার দেওয়া মহমেডানকে কতটা চাপে ফেলতে পারবে! কিন্তু প্রতিপক্ষের তির্যক মন্তব্য, সমর্থকদের আশঙ্কা, এসবই যে তাঁদের ভালো খেলার অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়, এটা বলেই দিলেন অধিনায়ক শুভাশিস বসু, 'মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন দল। এবারও চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যই মাঠে নামছি। তাই আমাদের কাছে জয়ের মোটিভেশন থাকেই। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে হারের পর যদি ভেঙে পড়তাম তাহলে আর আজ ঘুরে দাঁড়াতে পারতাম না। আর আমরা জিতি বা হারি একটা দল হিসাবে। এখানে ব্যক্তিগত ভুল বা বিরাট কোনও অবদানের ব্যাপার নেই। আমরা সকলেই বদ্ধপরিকর ছিলাম এদিনের ম্যাচ জিতে সমর্থকদের পুজোর উপহার দেওয়ার জন্য।' পরবর্তী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ডার্বির আগে সহজ প্রতিপক্ষ পাওয়ায় সুবিধা হল কি না জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছেন, 'গত তিন ম্যাচে মহমেডানকে যদি দেখে থাকেন, তাহলে ওরা যে সহজ প্রতিপক্ষ ছিল না, সেটা সকলেই বুঝবেন আশা করি। তাই আমরা সহজেই ওদের হারিয়েছি, এটা ভাবাও ভুল। পরিকল্পনামাফিক খেলার ফলেই এই জয় এসেছে। হ্যাঁ, অবশ্যই এই জয় ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। তবে ওই ম্যাচও কঠিন।' মহমেডানের বিরুদ্ধে গোল করে ও করিয়ে নিজের সেরা পারফরমেন্স দেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। তিনি বলেছেন, 'বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে এত খারাপ খেলেছিলাম যে সমর্থকদের খুশি করতে আমাদের ফিরে আসতেই হত। এদিন ওঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে খুশি। নিজে গোল পেয়েছি, সঙ্গে মেক্কাও (জেমি ম্যাকলারেন) ওর প্রথম গোল পেল। দারুণ লাগছে।'

মহমেডানের বিপক্ষেও প্রচুর সুযোগ নষ্ট করেন মোহনবাগান অ্যাটাকাররা। হোসে মোলিনা অবশ্য বলছেন, 'পুরো দল এই ম্যাচে ভালো খেলেছে। এটাই আমি চাই। কারণ, আপনার যদি রক্ষণ ঠিক না থাকে, তাহলে আক্রমণে ওঠা কঠিন হবে। তেমনি আবার অ্যাটাকাররা গোল না পেলে রক্ষণে চাপ পড়বে। তাই গোটা দলের একসঙ্গে ভালো খেলাটা জরুরি। ওরা আমাদের চাপে ফেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রক্ষণ থেকে দ্রুত সেই বল ছিনিয়ে নিয়ে পালটা আক্রমণে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা আরও গোল পেতে পারতাম। আসলে দুই দলের মধ্যে একটা ভালো ম্যাচ হয়েছে।' ঠিক একই কথা বললেন অন্যতম গোলদাতা ম্যাকলারেনও, 'গোল না খেলে জয়ের এবং পুরো পয়েন্ট পাওয়ার সুযোগ বেড়ে যায়। ডিফেন্ডাররা এবং ওদের সামনে আপুইয়া আর অনিরুদ্ধ থাপা দুর্দান্ত খেলেছে। আমার শুরুতে একটু ফিটনেস সমস্যা ছিল। এদিন শুরু খেলা এবং গোল পাওয়া স্বস্তি দিচ্ছে।' প্রতিপক্ষ গোল লক্ষ্য করে মোহনবাগান এই ম্যাচে দশটা শট নেয়। যার মধ্যে গোল তিনটি। বিরতির পর আর কোনও গোল পায়নি তারা। মোলিনার বক্তব্য, 'গোলের সুযোগ তৈরি করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার মানে দল ভালো খেলছে। আমাদের এখন থেকে আরও ভালো খেলতে হবে।' এদিন রক্ষণ গোল না খাওয়ায় তিনি খুশি। তবে তার থেকেও বেশি খুশি তিন পয়েন্টে। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'ক্লিনশিট ও তিন পয়েন্ট দুটোই দরকার। কিন্তু এএফসি-র ম্যাচেও আমরা ক্লিনশিট রাখতে পেরেছিলাম। কিন্তু তিন পয়েন্ট পাইনি গোল করতে না পারার জন্য।'

মোলিনা, শুভাশিস, স্টুয়ার্ট, ম্যাকলারেনরা সকলেই কলকাতার পুজোর আমেজ দেখে উচ্ছ্বসিত। তবে তাঁরা ছুটি পাচ্ছেন না। সোমবার একদিন ছুটি কাটানোর পর থেকে টানাই চলবে তাঁদের অনুশীলন।

রিয়াল মাদ্রিদকে এগিয়ে দেওয়ার পর ফেডেরিকো ভালভের্দে।

রিয়ালের জয়েও কাঁটা ড্যানির চোট

মাদ্রিদ, ৬ অক্টোবর : জয়ে ফিরলেও স্বস্তি ফিরল না রিয়াল মাদ্রিদে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত ম্যাচে লিলের কাছে হেরে খানিকটা চাপে পড়ে গিয়েছিল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। শনিবার লা লিগায় ঘরের মাঠে ভিয়ারিয়ালকে ২-০ গোলে হারিয়ে জয়ে ফিরলেও মাঠ ছাড়তে হল একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে। এই ম্যাচেই গুরুতর চোট পেয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছিটকে গেলেন রিয়ালের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার ড্যানি কার্বাহাল।

শনিবার স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে শুরু থেকেই দাপট দেখায় আন্সেলোত্তির ছেলেরা। ১৪ মিনিটে প্রথম গোলটি আসে ফেডেরিকো ভালভের্দের পা থেকে। ভিয়ারিয়াল অবশ্য হাল ছাড়েনি। কাঙ্ক্ষিত গোল যদিও আদায় করতে পারেনি তারা। উলটে রিয়াল দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল চাপিয়ে দেয়। ৭৩ মিনিটে ভালভের্দের থেকে বল পেয়ে দুরন্ত শটে ব্যবধান বাড়িয়ে দেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে গুরুতর চোট পেয়ে স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়েন কার্বাহাল। পরে নিজেই বলেছেন, 'লিগামেন্টে চোট। অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।' ম্যাচ শেষে স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের চোট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন আন্সেলোত্তিও।

শীর্ষে বার্সা

এদিকে, ওসাসুনার কাছে অপ্রত্যাশিত হারের ধাক্কা কাটিয়ে লা লিগায় জয়ে ফিরল বার্সেলোনাও। রবিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ৩-০ গোলে আলাভেসকে হারিয়েছে। এর ফলে চলতি লা লিগায় ৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল হ্যান্সি ফ্লিক ব্রিগেড। ৭ মিনিটে রবার্ট লেওয়ানডস্কি বার্সাকে এগিয়ে দেন। ২২ মিনিটে তিনি লিড ডাবল করেন। ১০ মিনিটে বাদে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন লেওয়ানডস্কি। এবারের লা লিগায় ১০ বার স্কোরশিটে নাম তুলে সর্বাধিক গোলস্কোরারের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার।

তফাত বুঝিয়ে দিল মোহনবাগান : চেরনিশভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : আইএসএলে নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচে আধিপত্য নিয়ে খেলেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে মাঠে কার্যত খুঁজেই পাওয়া যায়নি মিরজালোল কাশিমভ, কার্লোস ফ্র্যাঙ্কাদের। প্রথমার্ধে তিন গোল হজমের পর কিছুটা নড়েচড়ে বসলেও খেলায় বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়েনি। মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ অকপটে স্বীকার করে নেন যোগ্য দলের কাছেই হেরেছেন তাঁরা। একই সঙ্গে বলেছেন, 'আইএসএলের মান বুঝিয়ে দিল মোহনবাগান।' রাশিয়ান কোচের সংযোজন, 'আমাদের দল খারাপ একথা বলব না। কিন্তু ওদের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের অনেকটা তফাত, একথা মানতে দ্বিধা নেই।'

নিজের দলের পারফরমেন্সেও একেবারেই হতাশ নন চেরনিশভ। আগের ম্যাচগুলোতে মাঝমাঠ থেকে গোটা দলটাকে পরিচালনা করেছিলেন অ্যালেক্সিস গোমেজ। সেই অ্যালেক্সিসকে বোতলবন্দি করেই শনিবার মোক্ষম চাল দেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। যদিও সেটাকে হারের কারণ হিসাবে দেখতে নারাজ মহমেডান কোচ।

এদিকে, আইএসএলে আপাতত কয়েকদিনের বিরতি। মহমেডানের পরের ম্যাচ ২০ অক্টোবর ঘরের মাঠে। প্রতিপক্ষ কেরালা ব্লাস্টার্স। তার আগে দলকে আরও খানিকটা গুছিয়ে নিতে চান চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, 'আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে প্রতিটা জায়গায়। আরও ফিট হতে হবে ফুটবলারদের।' এদিকে উৎসবের মরশুমে দিন পাঁচেকের জন্য ছুটিতে যাচ্ছে মহমেডান। ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের অধিকাংশই বাড়ি ফিরেছেন।

ফের পয়েন্ট নষ্ট লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

পিছিয়েও পয়েন্ট প্রাপ্তি চেলসির

কাফ মাসলে চোট পেয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন ইউনাইটেডের হ্যারি ম্যাগুয়ের।

ম্যাঞ্চেস্টার ও লন্ডন, ৬ অক্টোবর : ফের ড্র করল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। রবিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল এরিক টেন হ্যাগের দল। অন্যদিকে, রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে নটিংহাম ফরেস্টের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল চেলসি।

ভারতীয় সময় রবিবার সন্ধ্যায় ভিলা পার্কে শুরু থেকেই ছন্নছাড়া দেখায় লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে। তুলনায় অনেক সংঘবদ্ধ ফুটবল খেলে ভিলা। বল দখলের লড়াইয়েও এগিয়ে ছিল তারা। বিশেষ করে ভিলা শেষদিকে যেভাবে হ্যাগের দলকে চেপে ধরে তাতে তারা পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়লেও অবাক হওয়ার থাকত না। এই ড্রয়ের ফলে পয়েন্ট টেবিলে ১৪ নম্বরে নেমে গেল লাল ম্যাঞ্চেস্টার।

অন্যদিকে, এবার মরশুমের শুরু থেকে বেশ ছন্দে রয়েছে চেলসি। টানা তিন ম্যাচ জয়ের পর রবিবার ঘরের মাঠে নটিংহামের কাছে পয়েন্ট নষ্ট করল ব্লুজরা। গোলশূন্য ছিল ম্যাচের প্রথমার্ধ। বিরতির পর ক্রিস উডের গোলে এগিয়ে যায় ফরেস্ট। চেলসি ম্যাচে সমতা ফেরায় ৫৭ মিনিটে। গোল করেন নোনি মাদুয়েকে। শেষদিকে দশজনের ফরেস্টকে পেলেও দ্বিতীয়বারের জন্য বল জালে জড়াতে ব্যর্থ এনজো মারেসকার দল।

এদিকে, গুরুতর চোটে মরশুম শেষ হয়ে গিয়েছে রড্রির। তাঁর জায়গায় শনিবার মাতেও কোভাসিচকে খেলান ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। জয়েও এল সেই ক্রোয়েশিয়ান মিডফিল্ডারের জোড়া গোলে। ম্যাচ শেষে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'রড্রিরই অনুকরণ করছেন কোভাসিচ। ও যে পজিশনের খেলে সেখান থেকে গোল করা কঠিন। তা বাঁচানোও সমান কঠিন। তবে এবার প্রতিপক্ষ দল জেনে গেল, কোভাসিচ সুযোগ পেলে কাজে লাগাতে জানে। ওকে জায়গা দেওয়া যাবে না।' এদিকে এই গোলের পর কোভাসিচ বলেছেন, 'আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। তাই এই গোল দুটো যে আসছে তার জন্য।'

শনিবার রাতে ঘরের মাঠে সাউদাম্পটনের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ৩-১ গোলে জয় পেয়েছে আর্সেনাল। শুরুতে গোল হজম নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নন আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা। বরং খুশি তাঁর দল যেভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে তা দেখে। একইসঙ্গে প্রশংসা করেন কাই হাভার্জ, বুকায়ো সাকাদের।

খেলায় আজ

২০১২ : কলম্বোয় শ্রীলঙ্কাকে লো স্কোরিং ফাইনালে ৩৬ রানে হারিয়ে প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চ্যাম্পিয়ন হল। ৫৬ বলে ৭৮ রান করে ফাইনালের সেরা হন মার্লন স্যামুয়েলস।

১. কার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে প্রথমবার টি২০ ম্যাচে জয় পেয়েছিল?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. মনু ভাকের,
২. লিওনেল মেসি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, সুজন মহন্ত, নির্মল সরকার, বীণাপানি সরকার হালদার, নীলেশ হালদার, অসীম হালদার, সমরেশ বিশ্বাস।

ঋষভের বুদ্ধির প্রশংসায় রোহিত

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : টানটান উত্তেজনা। ৩০ বলে ৩০ রান প্রয়োজন দক্ষিণ আফ্রিকার। হাতে ছয় উইকেট।

বাইশ গজের লড়াইয়ে এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই চাপে ছিল টিম ইন্ডিয়া। মঞ্চটা ছিল কুড়ির বিশ্বকাপের ফাইনাল। তাই চাপটা একটু বেশিই চেপে বসেছিল দলের সকলের মধ্যে।

এমন সময় খেলার গতি কমাতে ও বিপক্ষ শিবিরে বিরক্তি বাড়ানোর জন্য অভিনব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। তাঁর হাঁটুতে একটা চোট ছিলই। সেই চোট আচমকা বেড়ে যাওয়ার জন্য মাঠেই শুয়ে পড়েন ঋষভ। দ্রুত দলের ফিজিওকে মাঠে হাজির হতে হয়। ঋষভের হাঁটুতে টেপ লাগাতে হয়। নিট ফল, কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায় বার্বাডোজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনাল।

ঋষভ সেদিন এভাবে প্লে-অ্যাক্টিংয়ের পথে না হাঁটলে ফাইনালের ভাগ্য কী হত, এক কথায় বলা কঠিন। কিন্তু ভারত অধিনায়ক রোহিত এখনও মনে করেন, সেদিন ঋষভের বুদ্ধির কারণেই প্রোটিয়া শিবিরে বিরক্তি বেড়েছিল। পরে কী হয়েছিল, সেটা এখন ইতিহাস। কপিল শর্মা শো-তে হাজির হয়ে ভারত অধিনায়ক হিটম্যান ২৯ জুনের সেই রাতের প্রসঙ্গ নিজেই টেনে এনেছেন। সতীর্থ ঋষভকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। রোহিতের কথায়, 'ওদের ছন্দ নষ্ট করার প্রয়োজন ছিল খুবই। আমি ফিল্ডিং সাজাতে গিয়ে বারবার সেকথাই ভাবছিলাম। আচমকা দেখি, ঋষভ মাঠে শুয়ে পড়েছে। ওর হাঁটুতে হালকা একটা চোট ছিল। সেটার জন্যই শুয়ে পড়ে ও। ফলে ফিজিওকে মাঠে ঢুকে ঋষভের হাঁটুতে টেপ লাগাতে হয়। হেনরিচ ক্লাসেন এমনটা ঠিক চাইছিল না। ও দ্রুত ম্যাচটা টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এখন ভাবলে মনে হয়, সেদিন ঋষভের বুদ্ধি আমাদের অক্সিজেন দিয়েছিল। পরে কী হয়েছিল, সবারই জানা।'

টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে তখন দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের জন্য ৩০ বলে প্রয়োজন ছিল ৩০ রান। হঠাৎই মাঠে ফিজিওর সাহায্যে পায়ে টেপিং করাতে শুরু করেন ঋষভ পন্থ।

ক্লাসেন আউট হয়ে ফিরে যাওয়ার পরও টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের পথটা মসৃণ হয়ে গিয়েছিল, এমন নয়। বরং চ্যালেঞ্জ তখনও বাকি ছিল। ডেভিড মিলার তখনও উইকেটে ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই ভারতীয় দল ফাইনাল জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল। রোহিতের কথায়, 'ক্লাসেন ফিরে যাওয়ার পরও আমাদের কাজটা সহজ ছিল এমন নয়। কিন্তু ঋষভের হাঁটুর চোট আমাদের কাজটা সহজ করে দিয়েছিল। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটারদের দিকে তখন চাপটা বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের বোলাররা দুর্দান্তভাবে বাকি কাজটা করে দেয়।' কুড়ির বিশ্বকাপ ফাইনালের অজানা তথ্য যেদিন কপিল শর্মা শো-এর মাধ্যমে দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন, সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি এবি ডিভিলিয়ার্স ভারত অধিনায়ক সম্পর্কে নয়া মন্তব্য করে হইচই ফেলে দিয়েছেন। শেষ আইপিএলে গুজরাট টাইটান্স ছেড়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফিরেছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। আগামী আইপিএলের আগে যদি রোহিত মুম্বই ছেড়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে যোগ দেন, তাহলে বিশাল খবর হবে বলে মন্তব্য করেছেন এবিডি।

এখনও আশাবাদী বিনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : আইএসএলে প্রথম চার ম্যাচেই হারের মুখ দেখতে হয়েছে। দলের পারফরমেন্সে ভেঙে পড়েছেন সদস্য-সমর্থকরা। তবুও ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে আশা ছাড়তে রাজি নন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ বিনো জর্জ। তিনি এখনও আশা করছেন, লাল-হলুদ ঘুরে দাঁড়াবে। বিনো বলেছেন, 'জামশেদপুর এফসি দুইটি ভালো সুযোগ থেকে গোল করে গেল। আমরা এদিন সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। গত তিনটি ম্যাচের তুলনায় যথেষ্ট আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছি। তবে আশা করছি আমরা দ্রুত ফিরে আসব। প্রথম ছয়ে আমরা থাকব এটা নিশ্চিত।' আপাতত লিগ টেবিলের সবচেয়ে তলায় রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তবে গোল মিসের বহর না থাকলে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে জিততেও পারত লাল-হলুদ শিবির। বর্ষীয়ান ক্লেইটন সিলভা অজস্র সুযোগ মিস করে দলকে বিপদের মুখে ঠেলে দিলেন। এতকিছুর পরেও কলকাতা লিগের সর্বাধিক গোলদাতা জেসিন দলে সুযোগ পাননি। ডেভিড লালহালানসাঙ্গার মতো স্ট্রাইকারও মাঠে এলেন ৮০ মিনিটের পর। যদিও বিনো বলেছেন, 'ভাগ্য আমাদের সহায়তা করেনি। পেনাল্টি থেকে গোল হলে হয়তো ম্যাচের ফল অন্যরকম হতে পারত।'

তবে আক্রমণ নয়, চিন্তা রক্ষণভাগকে নিয়েও। অনেক আশা নিয়ে আনোয়ার আলিকে দলে নেওয়া হয়েছিল। আনোয়ার এখনও পর্যন্ত ৩টি ম্যাচ খেলে ৭টি গোল হজম করেছেন। হিজাজি মাহেরও ছন্দে নেই। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে ছন্দে ফেরা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে ডার্বি ম্যাচে নামার আগে রক্ষণ চিন্তায় রাখবে ইস্টবেঙ্গলকে। যদিও মাঝখানে বেশ কয়েকদিন সময় পাবে লাল-হলুদ।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **পূজা বর্মন** : তোমার ১৮তম শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা, শুভেচ্ছা। **বাবা-দীনেশ, মা-টুম্পা, বোন-পায়েল, বন্ধু-সিন্টু। তুম্বাজোত, মাটিগাড়া।**

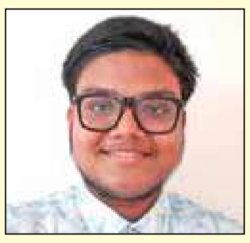

☺ **বিনায়ক (বিলে)** : ১৭তম শুভ জন্মদিনের আশীর্বাদ, অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইল। **ঠাম্মা (আলিপুরদুয়ার), মা (বিউটি), বাবা (বিরেন), শিলিগুড়ি।**

মার্কিন ক্রিকেটের প্রসারে শচীন

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : মার্কিন মুলুকে ক্রিকেটের প্রসারের সঙ্গে নাম জুড়ল শচীন তেন্ডুলকারের। মাস্টার ব্লাস্টার আমেরিকার ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগের মালিকানা গ্রুপে ঢুকে পড়লেন আজই। সুনীল গাভাসকার, জাহির আব্বাস, ওয়াসিম আক্রাম, দিলীপ বেঙ্গসরকার, স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডসদের মতো কিংবদন্তিরা ইতিমধ্যেই আমেরিকার ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগের সঙ্গে জড়িয়েছেন। জানা গিয়েছে, অতীতের দিকপাল ক্রিকেটাররা আগামীর ক্রিকেট প্রতিভাদের মেন্টর ও কোচ হিসেবে কাজ করবেন। আগামী প্রজন্মকে উৎসাহ দেবেন ক্রিকেটে। দেবেন সাফল্যের মন্ত্রও। নতুন উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর কিংবদন্তি শচীন বলেছেন, 'ক্রিকেটই আমার জীবনের সবকিছু। খেলা ছাড়ার পর আগামী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের জন্য সবসময়ই কিছু করতে চেয়েছি আমি। সেদিক থেকে আমেরিকার ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগের সঙ্গে জড়িয়ে মার্কিন মুলুকে ক্রিকেটের প্রসার করার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত।'

অভিষেকে আশা দেখালেন মায়াঙ্ক

অর্শদীপের সুইংয়ে হার বাংলাদেশের

১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে উল্লাস অর্শদীপ সিংয়ের।

বাংলাদেশ-১২৭ ভারত-১৩২/৩ (১১.৫ ওভারে)

গোয়ালিয়র, ৬ অক্টোবর : একদিকে বনধের ডাক। অপরদিকে ক্রিকেট উৎসবের হাতছানি। হিন্দু মহাসভার শহর বনধের ডাককে উপেক্ষা করে গোয়ালিয়রবাসী ক্রিকেটকেই বেছে নিলেন। ম্যাচ শুরুর অনেক আগেই ঝাঁ চকচকে মাধবরাও সিন্ধিয়া স্টেডিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ। ১৪ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষা। ক্রিকেটের স্বাদ হাতছাড়ায় নারাজ গোয়ালিয়রবাসী। ২০১০ সালে শচীন তেন্ডুলকারের দ্বিশতরানের মহাকাব্যিক ইনিংসের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বাদ নেওয়ার যে তাগিদের সামনে ফিকে 'গোয়ালিয়রে বাংলাদেশকে খেলতে না দেওয়ার' হুমকিও। বিরাট কোহলি নেই। রোহিত শর্মা নেই। টি২০ বিশ্বকাপজয়ী দলের মাত্র তিনজন প্রথম একাদশে। কোনও কিছুই উৎসাহের পারদ নামাতে পারেনি।

উৎসবের আবহ রঙিন প্রিয় দলের অনায়াসে বাংলাদেশ বধে। ১৪ বছরের প্রতীক্ষার আক্ষেপ দূর তরুণ ভারতের দুরন্ত ক্রিকেটে। ম্যাচের প্রথম থেকেই চালকের আসনে ভারত। অর্শদীপ সিং (১৪/৩), বরুণ চক্রবর্তীরা (৩১/৩) রিংটোন সেট করে দেন। ১২৭ রানেই ইতি টাইগারদের ইনিংসে। সহজ লক্ষ্যে পৌঁছোতে ভুলচুক করেননি ব্যাটাররা। ৪৯ বল থাকতে ৭ উইকেটের জয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া।

ঝোড়ো শুরুর পর অভিষেক শর্মা (৭ বলে ১৬) ঝুঁকির রান নিতে গিয়ে আউট হন। এক টিপে উইকেট ভেঙে দেন তৌহিদ হৃদয়। ক্রিজে পা রেখেই ঝড়ের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দেন সূর্যকুমার যাদব। পছন্দের ফাইন লেগ অঞ্চলের ওপর দিয়ে অনায়াসে বল উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বাংলাদেশের দুই পেসার তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান যার যার সামনে দর্শক মাত্র। ১৪ বলে ২৯-ক্ষণস্থায়ী

সূর্য-স্পেশালে ইতি টানেন মুস্তাফিজুরই। তবে ততক্ষণে ৬ ওভারে ৭১/২-এর স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতিতে দল পৌঁছে গিয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, পাওয়ার প্লে-তে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এটাই ভারতের সর্বাধিক রান। ওপেন করতে নেমে সঞ্জু স্যামসনের (২৯) সোজা ব্যাটে নেওয়া দৃষ্টিনন্দন শটও নজর কাড়ল। ৮০/৩ পরিস্থিতি থেকে অবিচ্ছিন্ন চতুর্থ উইকেটে ৫২ রান তুলে দ্রুত ম্যাচে ইতি টেনে দেন হার্দিক পান্ডিয়া (১৬ বলে ৩৯) ও অভিষেককারী নীতীশকুমার রেড্ডি (১৫ বলে ১৬)। তাসকিনকে ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচ ফিনিশের পাশাপাশি স্পেশাল শটের ফুলঝুরিতে উন্মাদনা বাড়ান হার্দিকও।

এর আগে টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সূর্য। যুক্তি, পরে ব্যাটিং করলেও পিচ খুব একটা বদলাবে না। রিংটোন সেট করার দায়িত্বে বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর অর্শদীপ। নিজের প্রথম দুই ওভারে ডাগআউটে ফেরান দুই ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন (৮) ও লিটন দাসকে (৪)। শেষ ওভারে ঝোলায় মুস্তাফিজুরও (১)। তিন শিকারের সুবাদে ২০২২ সালের পর টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেটের দৌড়ে 'সেকেন্ড বয়' ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভার (৬২) সঙ্গে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নিলেন অর্শদীপ (৮৬)।

একবার জীবন পাওয়া হৃদয় (১২) শেষপর্যন্ত বরুণের শিকার। ভারতের জার্সিতে শেষ ম্যাচ বরুণ খেলেছিলেন ২০২১ সালের টি২০ বিশ্বকাপে। তারপর আজ। তাঁর বলে বেশ কয়েকটা বিগহিট হলেও হৃদয়, জাকের আলিকে (১) ডাগআউটের রাস্তা দেখিয়ে পালটা জবাব রহস্য স্পিনার বরুণের। আলোচনার কেন্দ্রে 'স্পিডগান' মায়াঙ্ক যাদব। আইপিএলে ১৫৬.৭ কিলোমিটার গতিতে বল ছোটানোর পর প্রচারের আলোয়। মাঝে চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে। এনসিএ-তে লম্বা রিহ্যাবের পর সরাসরি ভারতীয় দলে। মুরলী কার্তিকের হাত থেকে ইন্ডিয়া ক্যাপ পাওয়ার পর ছটফট করছিলেন বোলিংয়ের জন্য।

পাওয়ার প্লে-র অন্তিম ওভারে আক্রমণে মায়াঙ্ক। সবার চোখ স্পিডোমিটারে। আন্তর্জাতিক অভিষেকের শুরুটা মেডেন ওভার দিয়ে। ১৩৫ থেকে ১৪৭ কিলোমিটার গতির মধ্যেই ঘোরাফেরা করলেন। দেড়শোর গণ্ডি না পেরোলেও ছাপ রাখলেন মায়াঙ্ক (২১/১)। দ্বিতীয় ওভারে উইকেটের খাতা খোলা। ঝোলায় টাইগার শিবিরের সবচেয়ে অভিজ্ঞ তারকা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্পেশাল সেলিব্রেশন মায়াঙ্কের। টেস্ট সিরিজে ব্যাটিং ডুবিয়েছিল বাংলাদেশকে। টি২০ সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে তরুণ ভারতের সামনে তারই পুনরাবৃত্তি। আগাগোড়া খোঁড়াতে থাকা ইনিংসজুড়ে জঘন্য ব্যাটিংয়ের কোলাজ। টপ সিক্সে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত (২৭) ও হৃদয় ছাড়া কেউ দুই অঙ্কে পৌঁছোতে পারেনি। প্রতিরোধ বলতে মেহেদি হাসান মিরাজের অপরাজিত ৩৫।

৩ বছর পর জাতীয় দলে ফিরে ৩ উইকেট নিলেন বরুণ চক্রবর্তী।

অনিরুদ্ধর সঙ্গে বাদ নন্দ-রহিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলতে সোমবার রওনা দেবে ভারতীয় দল। তার আগে এদিন একদিনের জন্য ফুটবলারদের দেখে নিলেন মানোলো মার্কুয়েজ। ২৬ জনের প্রাথমিক তালিকা থেকে তিনি বাদ দেন অনিরুদ্ধ থাপা, নন্দকুমার শেখর ও রহিম আলিকে। এই তিনজনের মধ্যে অনিরুদ্ধ বহুদিন বাদে ভারতীয় দল থেকে বাদ গেল। এদিন রাজারহাটের সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে প্রস্তুতি সারে ভারতীয় দল। অনুশীলনের পর মানোলো বলেছেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের দল শারীরিক সক্ষমতায় অনেকটাই ভালো জায়গায় আসতে পেরেছে। যদিও আমাদের এখানে সবে মরশুম শুরু হয়েছে তাই সেরা ফর্মে আসতে এখনও খানিকটা সময় লাগবে। কিছু ফুটবলার আছে যারা এবারের দলে নেই কিন্তু ভালো ফর্মে আছে। আসলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রত্যেককে দেখে নেওয়াটাই উদ্দেশ্য। তাদেরই ডাকা হয়েছে যারা ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ভালো খেলতে পারে বলে মনে করছি।'

এবারের দলে প্রথমবার সুযোগ পেল আকাশ সাঙ্গোয়ান ও ২১ বছরের মিডফিল্ডার লালরিনলিয়ানা নামতে। এছাড়াও ফারুক চৌধুরী বহুদিন বাদে জাতীয় দলে ফিরল।

বায়ার্নের ড্র

ফ্রাঙ্কফুর্ট, ৬ অক্টোবর : বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন মিউনিখ ৩-৩ গোলে ড্র করল আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের সঙ্গে। ১৫ মিনিটে কিম মিন-জায়ের গোলে বায়ার্ন এগিয়ে যায়। ৭ মিনিটের মধ্যে অবশ্য ওমর মারমৌশ সমতা ফেরান। ৩৫ মিনিটে হুগো একিটিকে লিড এনে দেন আইনট্রাখটকে। ডায়োট উপামেকানোর গোলে স্বস্তি ফেরে বায়ার্নে। ৫৩ মিনিটে মাইকেল ওলিসে এগিয়ে দিলেও নিজের দ্বিতীয় গোলে মারমৌশ বায়ার্নের ৩ পয়েন্ট পাওয়া আটকে দেন।

সেরা ডায়মন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : আই লিগ তৃতীয় ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হল ডায়মন্ড হারবার এফসি। তারা প্লে-অফের ম্যাচে ১-০ গোলে হারাল চানমারি এফসি-কে। দলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন রাঘব গুপ্তা। বাংলার প্রথম ক্লাব হিসেবে আই লিগ তৃতীয় ডিভিশন জিতেছে ডায়মন্ড।

রোনাল্ডোর দাপটে জয় আল নাসেরের

রিয়াধ, ৬ অক্টোবর : সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল ওরোবার বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয় পেল আল নাসের। সৌজন্যে সেই পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ১৭ মিনিটেই পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। এটি তাঁর কেরিয়ারের ৯০৫তম গোল। ২৯ মিনিটে সাদিও মানের গোলটির ক্ষেত্রে পাস বাড়িয়েছিলেন সেই রোনাল্ডোই। ৭১ মিনিটে সেনেগাল তারকা মানে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন। জয়ের পর সমাজমাধ্যমে পর্তুগিজ মহাতারকা বলেছেন, 'আমাদের আর থামানো যাবে না।' আপাতত ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে আল নাসের। সমসংখ্যক ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আল হিলাল।

কলকাতায় সুরুচি সংঘের দুর্গাপুজো উদ্বোধনে ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান চার্লস লারা। সঙ্গী রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রবিবার।

জয় পেল ইন্টার মায়ামি

ওয়াশিংটন, ৬ অক্টোবর : শেষমুহূর্তের গোলে জয় পেল ইন্টার মায়ামি। তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে টরন্টোকে। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে গোল করেন লিওনার্দো কাম্পানা। এই ম্যাচে প্রথম একাদশে লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ, সের্জিও বুস্কেটসরা ছিলেন না। কিন্তু গোল হয়নি দেখে মেসি, সুয়ারেজ ও বুস্কেটসকে পরে মাঠে নামান কোচ জেরার্ডো মার্টিনো। পরিবর্ত হিসেবে নামা সুয়ারেজের ক্রস থেকেই জয়সূচক গোলটি এসেছে। জয়ের ফলে ইন্টার মায়ামি ৩৩ ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট পেয়েছে। এমএলএসে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়ার নজির রয়েছে নিউ ইংল্যান্ডের (৭৩ পয়েন্ট)। সেই রেকর্ড ভাঙতে গেলে শেষ ম্যাচে নিউ ইংল্যান্ডকেই হারাতে হবে মেসিদের।

*Cashback Offer available on all Honda two-wheeler models for EMI transactions made using HDFC Bank credit cards and IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of Rs. 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #Cashback offer valid until 30th November 2024. #The scheme is available in select outlets only. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment. *Source: Cumulative Sales figure of Brand Activa from June 2001 to June 2024 as per HMSI internal data. CBR [Click, Book, Relax] facility available at selected dealerships only.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 08101913751, 0801913753; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda2wheelersindia.com